বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

জনাব রুহী রহমান
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা উপকমিটি

জনাব জি এস এম জাফরউল্লাহ, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা) -আহ্বায়ক
জনাব তাহমিনা বেগম, উপসচিব (পুলিশ-৩) -সদস্য
জনাব আরিফ আহমেদ খান, উপসচিব (আনসার-১) -সদস্য
জনাব মিঞা মুহাম্মদ আশরাফ রেজা ফরিদী, উপসচিব (পরিকল্পনা-১) -সদস্য
জনাব আবু নাছের ভূঁঞা, উপসচিব (বাজেট-১) -সদস্য
জনাব ফারজানা জেসমিন, উপসচিব (পুলিশ-২) -সদস্য
জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সহকারী সচিব (আইন-১) -সদস্য
জনাব প্রকাশ চন্দ্র কর্মকার, সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল) -সদস্য
জনাব আশাফুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩) -সদস্য-সচিব

সহযোগীতায়

জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর অধীন
অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশনায়

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mhapsd.gov.bd

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর ২০২০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক্‌নির্দেশনায় দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ বদ্ধপরিকর। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন সংকলন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প-২০২১','ভিশন ২০৪১' সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' এবং 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উন্নয়নের অভিযাত্রাকে সুগম ও বাধামুক্ত রাখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন জনজীবনের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের প্রতিচ্ছবি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ বাংলাদেশ আজ শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির গতিপথে অগ্রসর। শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের প্রাক্কালে জননিরাপত্তা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সংকলনটি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। দেশকে সন্ত্রাস, মাদক ও জঙ্গিমুক্ত করার জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে সরকার ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে এবং জননিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়েছে।

জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা তাঁদের কার্যক্রম দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যার মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, উন্নয়ন কার্যক্রম ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যাবে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন জননিরাপত্তা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডসংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।

বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার 'ভিশন-২০৪১'-কে সামনে রেখে বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জননিরাপত্তা বিধান এবং সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত। অন্যদিকে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ' গঠন করা জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য।

জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা, নাগরিক অধিকার রক্ষা, চোরাচালান দমন, জলদস্যু ও বনদস্যু দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সাইবারক্রাইম দমন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সন্ত্রাসীদের অর্থায়নসহ বিভিন্ন ট্র্যান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম মোকাবিলায় জননিরাপত্তা বিভাগ সর্বদা সচেষ্ট। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা, সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং উপকূলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন, কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ ও বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জননিরাপত্তা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সার্বিক সহযোগীতার ফলে এ বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদনটি সর্বসাধারণের জন্য একটি তথ্যকণিকা হিসাবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগীতা করার জন্য সকল সহকর্মীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা)
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আহ্বায়কের কথা

'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ' গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ সরকারের অগ্রাধিকারমূলক বিষয়সমূহের যথাযথ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক স্বস্ব কর্মপরিকল্পনা সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করছে। দেশের আপামর জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান, জীবন মানের উন্নয়ন ও প্রদেয় সেবাসমূহের আধুনিকায়ন ও জনবান্ধবকরণের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/দপ্তরসমূহ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। দেশের সকল সচেতন নাগরিক এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগ সম্পর্কে সম্যক ধারনা পেয়ে থাকেন। এ মহতী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। এ বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এ বিভাগ ও অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন ছাড়াও সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমন ও মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে জননিরাপত্তা বিভাগের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যায়।

তথ্যবহুল এ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশনার জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সন্নিবেশনায় জননিরাপত্তা বিভাগের কয়েকজন চৌকশ কর্মকর্তা/কর্মচারী নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

জি এস এম জাফরউল্লাহ্, এনডিসি

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বিষয়সূচি | পৃষ্ঠা

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৭
বাংলাদেশ পুলিশ	৫৫
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)	৮৭
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	১০৭
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	১২৩
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার	১৪৩
তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	১৫১

শ্রদ্ধা ও শোক

মরহুম মোহাম্মদ নাসিম
প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মরহুমা অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন
প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মরহুম আবদুল হাননান খান, পিপিএম
কো-অর্ডিনেটর, তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মরহুম মোহাম্মদ নাসিম (১২/০৩/১৯৯৯ থেকে ১৬/০৭/২০০১ খ্রি.) ও মরহুমা অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন (০৭/০১/২০০৯ থেকে ১৭/০৯/২০১২ খ্রি.) এবং মরহুম আবদুল হাননান খান, পিপিএম, কো-অর্ডিনেটর, তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাঁরা পরলোকগমন করেছেন তাঁদের অকাল মৃত্যুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ এবং বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/বিভাগে দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের কর্মপ্রেরণা ও উৎসাহ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দীর্ঘ দিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.
মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার)
বাংলাদেশ পুলিশ

মেজর জেনারেল মোঃ সাফিনুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি
মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান শামীম, বিপি, ওএসপি
এনডিসি, পিএসসি
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক, এনডিসি, পিএসসি
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

মুহ. আবদুল হাননান খান, পিপিএম
কো-অর্ডিনেটর, তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, জিয়াউল আহসান, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার)
পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জনগণের নিরাপত্তা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ অঙ্গীকারবদ্ধ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার বিষয়টি সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ যুগোপযোগী আইন ও বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা, আদেশ, নির্দেশনা জারি করে যাচ্ছে। সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, চোরাচালান, মাদকনির্মূলে সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, উপকূলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং অপরাধের আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে একই সঙ্গে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের সুষ্ঠু তদন্ত ও বস্তুনিষ্ঠ প্রশিকিউশন দাখিলের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তদন্ত সংস্থা: আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জননিরাপত্তা বিভাগ ও তার অধীন দপ্তর/অধিদপ্তর-এর মাধ্যমে জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকার রক্ষা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদান, জলদস্যু/বনদস্যু দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সাইবারক্রাইম দমনে এ বিভাগ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দুর্নীতি, মাদকনির্মূল ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য হচ্ছে 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠন'।

ভিশন

- নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ

মিশন

- জননিরাপত্তাবিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিতকরণ; এবং
- বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।

জননিরাপত্তা বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দেশে অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণ;
- আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; এবং
- সীমান্ত নিরাপত্তার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা।

প্রধান কার্যাবলি

- জননিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণী প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং এতৎসংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- কৌশলগত গোয়েন্দা কার্যাবলি পরিচালনা;
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের স্থিতিশীল উন্নয়ন সুসংহতকরণ;
- সীমান্ত সুরক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রম;
- সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ দমনে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ;
- জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণের প্রয়োজনীয় অস্ত্র, সরঞ্জাম, রসদ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

- ❖ যুদ্ধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার যথাযথ প্রসিকিউশন দাখিল এবং ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা বিধান; এবং
- ❖ জননিরাপত্তা রক্ষায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও চুক্তি সম্পাদন।

জনবল : কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
জননিরাপত্তা বিভাগ	১৯৯	১৩২	৬৭	--	--
বাংলাদেশ পুলিশ	২১২৮৬৬	২০৮১২৮	১১৫৭২	৯০৩৬২	--
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)	৫৬২৪১	৫২১০২	৪১৩৯	--	--
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	২১৪৬৩	১৮৯৫৫	২৫০৮	--	--
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	৪৭৮১	৩১৭৮	১৬০৩	২৭৬৭	--
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)	৪৪	২৪	২০	--	--
তদন্ত সংস্থা: আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	২৮৯	১৭১	১১৮	--	--
মোট	**৩০২৭১৭**	**২৮২৬৮৭**	**২০০২৭**	**৯৩১২৯**	

শূন্যপদের বিন্যাস

বিভাগ/অধিদপ্তরসমূহের নাম	অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জননিরাপত্তা বিভাগ	০০	০০	২০	৩২	০৯	৬	৬৭
বাংলাদেশ পুলিশ	০৫	৩৫	১৪৭৩	২৩৬২	৬৮১৭	১০৬০	১১৫৭২
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	-	-	৭০৮	৫১	৩১৭১	২০৯	৪১৩৯
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	০১	৫৯	১১৩	৪৫১	১৮৪৫	৩৯	২৫০৮
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	০১	-	৩০৯	৪৪	১১৫২	৫৭	১৬০৩
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন এন্ড মনিটরিং সেন্টার	-	-	১২	০১	০৭	-	২০
তদন্ত সংস্থা: আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	-		২২	২৬	৫২	১৮	১১৮
মোট	**০৭**	**৯৪**	**২৬৫৭**	**৩০০৭**	**১৩০৫৩**	**১৩৮৯**	**২০০২৭**

Allocation of Business

1. Security and Intelligence, Police, Armed Police, Railway Police, Port Police, Border Security Guard, National Militia and Para Military Forces.
2. Law and order.
3. Administration of B.C.S. (Police).
4. Administration of B.C.S. (Ansar).
5. Administration of Border Guard Bangladesh.
6. Internal security matters relating to public security arising out of dealing and agreements with other countries, INTERPOL.
7. Preventive detention.
8. Proscription of books and publications.
9. Security measures of the Bangladesh Secretariat.
10. Arms Act.
11. Police Commission.
12. Police Awards.
13. Border Security.
14. Anti-Smuggling and related matters.
15. Administration of funds raised by public subscription or donations lying dormant.
16. Control of carnivals, fairs, melas, gambling, betting, etc.
17. The Control of Disorderly and Dangerous Persons (Goondas) Act.
18. Forensic Laboratory.
19. Civil Uniform Rules.
20. War Injuries Scheme and War Injuries Compensation Insurance.
21. Gallantry Awards and decorations in respect of forces under its control.
22. Matters relating to the emergency provisions of the Constitution (other than those related to financial emergency).
23. National festivals.
24. Political pensions.
25. Prevention from the bringing into Bangladesh of undesirable Literature under Customs Act.
26. Poisons.
27. Offences against laws with respect to any of the matters dealt with in this Division.
28. Administration of Explosive Substance Act and Explosive Act.
29. Security and Protection of VVIPsNIPs.
30. The Official Secret Act.
31. Secretariat administration including financial matters allotted to this Division.
32. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.
33. Coast Guard.
34. Lawful Tele-Communication Interception and Monitoring according to the Bangladesh Tele-Communication Act.
35. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
36. All Laws on subjects allotted to this Division.
37. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
38. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in Courts.
39. Proclamation of Emergency and revocation of Emergency. 141A
40. 'Suspension of enforcement of Fundamental Rights 141C(1)'; during Emergency.

ভিশন-২০৪১'

সাংগঠনিক কাঠামো

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

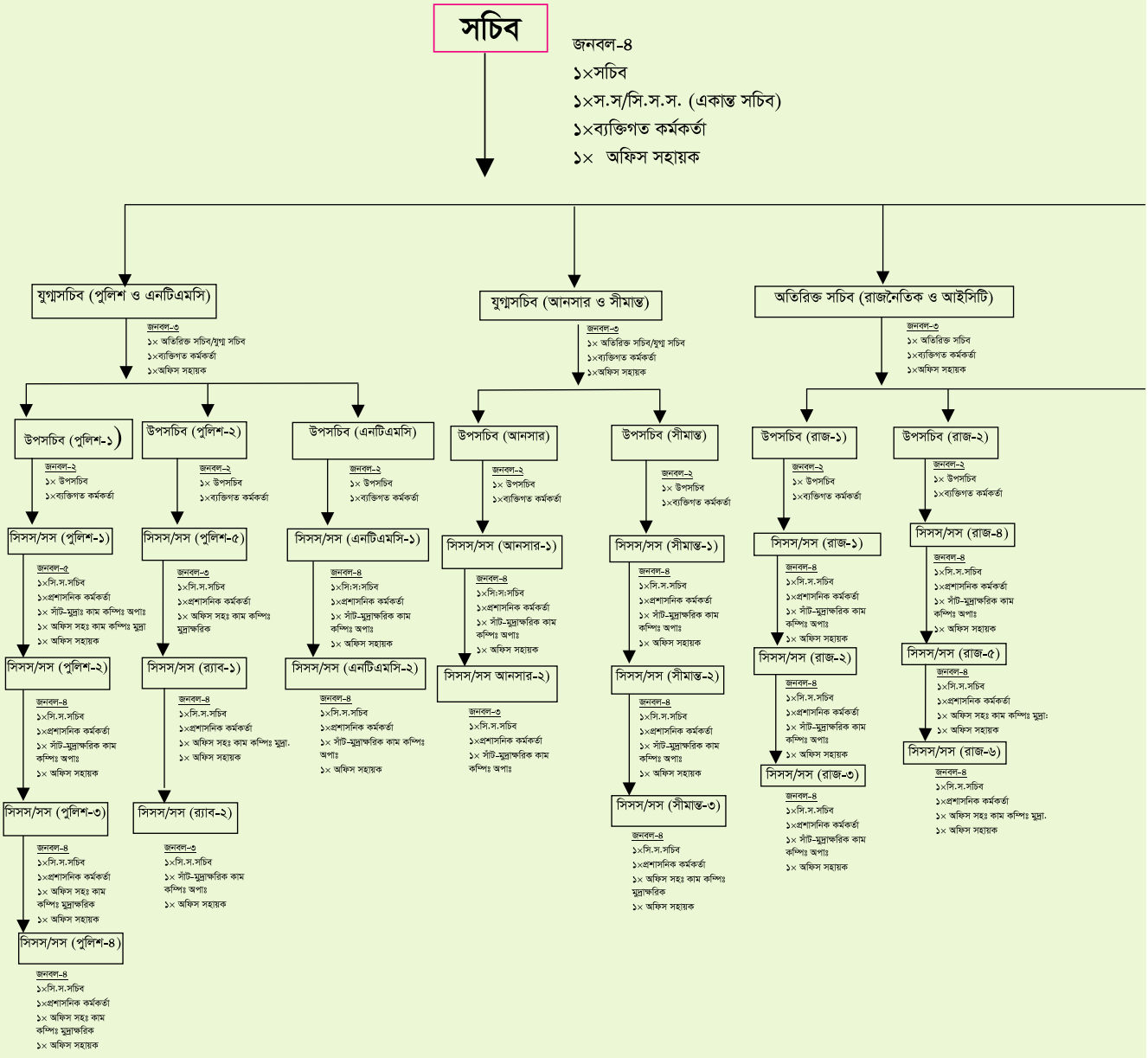

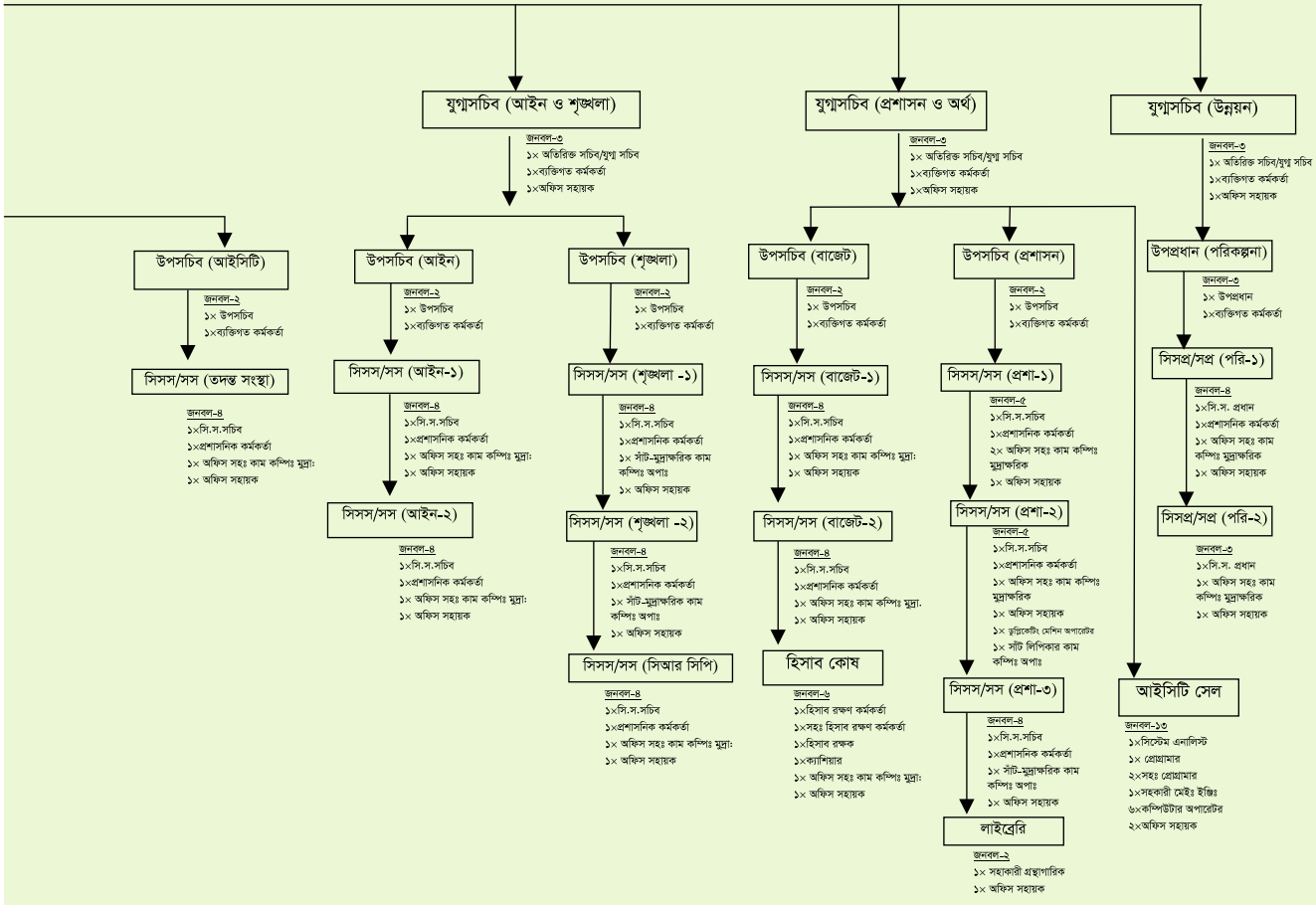
যুগ্মসচিব (আইন ও শৃঙ্খলা)
জনবল-৩
১× অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১×অফিস সহায়ক
যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
জনবল-৩
১× অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১×অফিস সহায়ক
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)
জনবল-৩
১× অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১×অফিস সহায়ক
উপসচিব (আইসিটি)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (তদন্ত সংস্থা)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
উপসচিব (আইন)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (আইন-১)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (আইন-২)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
উপসচিব (শৃঙ্খলা)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (শৃঙ্খলা -১)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (শৃঙ্খলা -২)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (সিআর সিপি)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
উপসচিব (বাজেট)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (বাজেট-১)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (বাজেট-২)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা.
১× অফিস সহায়ক
হিসাব কোষ
জনবল-৬
১×হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১×সহঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১×হিসাব রক্ষক
১×ক্যাশিয়ার
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
উপসচিব (প্রশাসন)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (প্রশা-১)
জনবল-৫
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (প্রশা-২)
জনবল-৫
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
১× ড্রাফটসম্যান মেশিন অপারেটর
১× সাট লিপিকার কাম কম্পিঃ অপাঃ
সিসস/সস (প্রশা-৩)
জনবল-৪
১×সি.স.সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× অফিস সহায়ক
লাইব্রেরি
জনবল-২
১× সহকারী গ্রন্থাগারিক
১× অফিস সহায়ক
উপপ্রধান (পরিকল্পনা)
জনবল-৩
১× উপপ্রধান
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসপ্র/সপ্র (পরি-১)
জনবল-৪
১×সি.স. প্রধান
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
সিসপ্র/সপ্র (পরি-২)
জনবল-৩
১×সি.স. প্রধান
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
আইসিটি সেল
জনবল-১৩
১×সিস্টেম এনালিস্ট
১× প্রোগ্রামার
২×সহঃ প্রোগ্রামার
১×সহকারী মেইন্ট ইঞ্জিঃ
৬×কম্পিউটার অপারেটর
২×অফিস সহায়ক

জননিরাপত্তা বিভাগের সাফল্য ২০১৯-২০২০

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে বর্তমান সরকার 'ভিশন-২০৪১'-কে সামনে রেখে বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ। দুর্নীতি, মাদক ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ' গঠন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' সরকারের এই সুশৃঙ্খল ও সর্বজনীন নীতিকে বাস্তবায়নে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর অধীন সংস্থাসমূহ সর্বতোভাবে সচেষ্ট রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সন্ত্রাসীদের অর্থায়নসহ বিভিন্ন ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম মোকাবিলায় জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমন বিষয়ে প্রতিবেশী দেশসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে ভারতের সঙ্গে উপকূলীয় নিরাপত্তাবিষয়ক চুক্তি, চীনের বেইজিং মিউনিসিপ্যাল পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরো এর সঙ্গে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগীতাবিষয়ক চুক্তি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বন্দি প্রত্যর্পণ ও অপরাধবিষয়ক চুক্তি উল্লেখযোগ্য।

জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী আপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১৯, নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০১৯ এবং ট্যুরিস্ট পুলিশ বিধিমালা, ২০১৯ এন্টিটেররিজম ইউনিট বিধিমালা, ২০১৯ সহ বেশ কিছু আইন প্রণয়ন/সময়োপযোগী করা হয়েছে। বিশেষ করে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর এক্তিয়ারাধীন তপশিলে অদ্যাবধি ১০৭টি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এতে মোবাইল কোর্ট-এর পরিধি ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আত্মগোপনকারী ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড রায় কার্যকর করা হয়েছে।

ইন্টারপোলের মাধ্যমে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা মামলা এবং ২১শে আগস্ট গ্রেনেড বোমা হামলা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামিদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, দ্রুত ও কার্যকর ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমন, সর্বোপরি, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে বিগত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪০ তম জাতীয় সমাবেশ কুচকাওয়াজে বক্তব্য প্রদান করেন।

অর্থবছরে জননিরাপত্তা বিভাগের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৪টি মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যালে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ১৩৬টি সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় সরকারের পূর্বানুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিচালন ব্যয় ২২,২১৭ কোটি ২৯ লক্ষ ২২ হাজার টাকা (জাতীয় বাজেটের প্রায় ৪২৫ শতাংশ) এবং এ বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের উন্নয়ন খাতে ২,০৮০ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২৭ নভেম্বর ২০১৯ তুরস্কের আংকারায় বাংলাদেশ-তুরস্ক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ১০ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশে প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. এবং তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী Mr. Suleyman Soylu.

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. মহোদয়ের উপস্থিতিতে ২৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে কক্সবাজার জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় সক্রিয় জলদস্যু ও অস্ত্র তৈরির কারিগরগণের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার লক্ষ্যে আত্মসমর্পন করেন।

২৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে কক্সবাজার জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় সক্রিয় জলদস্যু ও অস্ত্র তৈরির কারিগরদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা উপলক্ষ্যে বিশাল জনসেবায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.।

সড়ক পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স এর ১ম সভা

গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে নবনিযুক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক ড. বেনজীর আহমদকে র‍্যাংক-ব্যাচ পরিয়ে দেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান এম.পি. এবং জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন।

বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ-এর সঙ্গে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং পুলিশ মহাপরিদর্শকসহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

উপ-মহাপরিচালক পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অ্যাডরনিং অনুষ্ঠানে র‍্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন।

বিজিবি দিবস ২০১৯-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ দরবার গ্রহণ

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৬/১০/২০১৯ তারিখে তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিশেষ সভা।

২৬-১১-১৯ তারিখে জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মতবিনিময় করেন জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব রুহী রহমান

আইন ও বিধি

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নতুন আইনসহ পুরোনো আইনসমূহ সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১। এন্টি টেররিজম ইউনিট বিধিমালা, ২০১৯ (এস আরও নং-৩৬২ আইন/২০১৯, তারিখ ১৮/১১/১৯);

২। ট্যুরিস্ট পুলিশ বিধিমালা, ২০১৯ (এস আরও নং-১১৯ আইন/২০২০, তারিখ-০৩/০৬/২০২০); এবং

৩। নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ (এস আরও নং-৭৩ আইন/২০২০, তারিখ ০৯/০৩/২০২০)।

জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তপশিলে অদ্যাবধি ১০৭টি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এতে মোবাইল কোর্ট-এর পরিধি ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

থানা স্থাপন

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ০৫টি থানা যথাক্রমে দর্শনা থানা, পদ্মা সেতু (উত্তর) থানা, পদ্মা সেতু (দক্ষিণ) থানা, ঈদগাঁও থানা, ভাসানচর থানা ও ০১টি তদন্তকেন্দ্র (গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানাধীন সনমানিয়া ইউনিয়নে আড়াল পুলিশ তদন্তকেন্দ্র) গঠন করা হয়েছে। এ সময়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)-এর জন্য অতিরিক্ত আইজিপি (গ্রেড-২)-এর ১টি পদসহ মোট ৮৩২টি পদ সৃজন করা হয়। এ ছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের সাংগঠনিক-কাঠামোভূক্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-এর ২১৫টি পদ বিলুপ্তকরণ এবং বিভিন্ন ইউনিটের সাংগঠনিক-কাঠামোতে পুলিশ সুপার-এর ২১৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে। এ ছাড়া পুলিশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক-কাঠামোতে ০২টি হেলিকপ্টার টিওঅ্যান্ডইভুক্ত করা হয়েছে।

মেডিক্যাল উইং গঠন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন কারা হাসপাতাল, পুলিশ হাসপাতাল, বিজিবি হাসপাতাল এবং আনসার পরিচালিত হাসপাতালসমূহে ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের

চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন দর্শনা থানা শুভ উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.

জন্য পৃথক 'মেডিক্যাল ইউনিট' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে এ বিভাগের Allocation of Business সংশোধনের প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে এবং জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন মেডিক্যাল উইং গঠনে ২৫টি পদ সৃজন প্রক্রিয়াধীন।

লস্ট এবং ফাউন্ড সেল স্থাপন

বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে কোনো মালামাল হারানো বা চুরি গেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে সরাসরি কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে 'লস্ট এবং ফাউন্ড' সেলে অভিযোগ করলে সিসিটিভি, থার্মাল ক্যামেরার সহায়তায় হারানো বা চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সচিবালয়ের ভিতরে ব্যবহার্য কোনো মালামাল পরিত্যক্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গেলে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও ০২টি লিফ্ট স্থাপন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ গঠন হওয়াতে কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সচিবালয়ের ৮ নং বিল্ডিংয়ের অভ্যন্তরীণ কক্ষ, করিডোরসমূহের সংস্কার ও মেরামত করে কর্মপরিবেশ আধুনিক করা হয়েছে। তা ছাড়া একটি আধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বর্হিগমন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভবনের সম্মুখে ০২টি লিফ্ট স্থাপন করা হয়েছে।

নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক

পুলিশি সেবা গ্রহণের জন্য থানায় আগত নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের মাধ্যমে সেবা প্রদানের নিমিত্ত মুজিববর্ষের বিশেষ উদ্যোগ হিসাবে সারা দেশের ৬৫৭টি থানায় আলাদা সার্ভিস ডেস্ক্ স্থাপন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মুখে ০২টি আধুনিক লিফ্ট

Complaint কমিটি গঠন

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট-৫৯১৬/২০০৮-এর নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশের সকল ইউনিটে কর্মরত নারী সদস্যদের প্রতি যৌন হয়রানি ও নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে Complaint কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার

নির্যাতিত নারী ও শিশু ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ বিভাগের অধীনে ৭টি মেট্রোপলিটন এলাকায় ১টি করে এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ০১টিসহ মোট ০৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার-এর মাধ্যমে সহিংসতার শিকার মোট ১,৫৩৭ জন নির্যাতিত নারী ও শিশুকে কাউন্সিলিংসহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া সহিংসতার শিকার নির্যাতিত নারী ও শিশুদের উদ্ধার করে পরিবার ও সহযোগী এনজিওদের নিকট হস্তান্তর করা হয়ে থাকে।

নারী নির্যাতন ও মানব পাচার প্রতিরোধ সেল

নারী, শিশু বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক-এর মাধ্যমে সেবা প্রদান

বর্তমান সরকারের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে অঙ্গীকার অনুযায়ী নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী পুলিশের সকল ইউনিট যথাযথভাবে কাজ করছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ের পুলিশ ইউনিটগুলোতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি পুলিশ অধিদপ্তর থেকে মামলা মনিটরিং করাসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ হয়। এ লক্ষ্যে পুলিশ অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত সেলসমূহ কাজ করছে :

- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল
- অ্যাসিড অপরাধ দমন মনিটরিং সেল
- মানব পাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেল

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলে নারী ও শিশু নির্যাতনসংক্রান্ত ৪৬টি অভিযোগ ও পত্রিকায় প্রকাশিত ২৬৮টি সংবাদ গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে মোট ১৮৯টির অনুসন্ধান সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া মানব পাচার প্রতিরোধে ইন্টারপোলসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগীতার মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে।

মায়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা বিধান ও নিরাপত্তা বেষ্টনী স্থাপন

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) ক্যাম্প এলাকার চারদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরিকরণের লক্ষ্যে ২৬৫,০১,৩০,০০০/-(দুইশত পয়ষট্টি কোটি এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ১৮% এবং আর্থিক ব্যয় ৩৮%। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্পে জননিরাপত্তা বিভাগ হতে ১০০(একশত) কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০০(একশত) কোটি টাকা ছাড়করণের কার্যক্রম চলমান আছে। জুন/২০২১ অর্থবছরের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবে মর্মে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ হতে জানানো হয়েছে। ক্যাম্পের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ পুলিশ, এপিবিএন, আনসার ও র‍্যাব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে যৌথভাবে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করছে। ক্যাম্পের বাহিরে এবং মেরিনড্রাইভে (কক্সবাজার) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), র‍্যাব ও বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর নিয়মিত যৌথটহল অব্যাহত আছে। বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) নিরাপত্তার জন্য ভাসানচরে একটি থানা স্থাপনসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রয়োজনীয় সংখ্যাক জনবল মোতায়েন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সমন্বয় ব্যবস্থাপনা ও আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত নির্বাহী কমিটি এবং বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত জাতীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। উক্ত কমিটির দুটি নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করছে।

মায়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহের নিরাপত্তা বিধান নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ

জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'স্বপ্ন রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়ন ও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ অগ্রযাত্রায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-এর 'ব্রেইন চাইল্ড' হচ্ছে 'জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯'। বাংলাদেশের জনগণকে জরুরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তিন ডিজিটের একটি টোল

ফ্রি নম্বর '৯৯৯' ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পুলিশের অধীনে স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জনগণ পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং অ্যাম্বুলেন্স সেবা গ্রহণ করছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে 'জাতীয় পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের জন্য মোবাইল ফোন-ভিত্তিক হেল্পডেস্ক বাস্তবায়ন' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচিটি বাস্তবায়নকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে এটি সমগ্র দেশের জনগণের জন্য জরুরি সেবা অর্থাৎ পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং অ্যাম্বুলেন্স সেবাসমূহ দ্রুততার সঙ্গে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯' এর কাঠামো স্থাপন ও পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় কালিয়াকৈর বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে স্থাপিত কল সেন্টারের মাধ্যমে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্সের মতো জরুরি সেবাগুলো প্রযুক্তির মাধ্যমে সমন্বয় করে সেবা প্রদান শুরু হয়। 'জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করায় বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক 'জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯' এর পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালুকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতার আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি ও কারিগরি সরঞ্জামাদি সংযোজন করে বিগত ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি. তারিখে জাতীয় জরুরি সেবার কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত সেন্টারটি শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটিবিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ।

জরুরি পরিস্থিতিতে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সংকটাপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো, দুর্ঘটনা বা অপরাধ প্রতিরোধ, দুর্ঘটনা বা অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে উদ্ধার, দুর্ঘটনাকবলিত মানুষকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা, অগ্নিকাণ্ডের কোনো ঘটনা ঘটলে অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা করে আক্রান্ত মানুষকে দ্রুততম সময়ে হাসপাতালে প্রেরণসহ এ ধরনের জরুরি সেবা প্রদানের নিমিত্ত এটি একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ, জননিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, অপরাধ দমন, জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এর উপর জনগণের আস্থা, বিশ্বাস ও ভরসা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ ও এ লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বেশকিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে, যেমন- জরুরি সেবা প্রদানের প্রকৃত স্থান চিহ্নিত করে দ্রুত সাড়া প্রদান করা। এক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে জরুরি সেবার Response Time ৫ মিনিটে নামিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.-এর সভাপতিত্বে 'জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯' সংক্রান্ত সভা

জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন-এর সভাপতিত্বে 'জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯'-এর নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সভা

'জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯' এর সেবা প্রদানসম্পর্কিত পরিসংখ্যান

১২ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি. তারিখে উদ্বোধনের পর থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সেবা প্রদানের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

কলের ধরণ	কল সংখ্যা	প্রাসঙ্গিক কলের বিপরীতে সেবা প্রদানের হার	মন্তব্য
জরুরি সেবা (সিএফএস) কল	৪,২৯,০৪৮	১০০%	অপ্রাসঙ্গিক কল হার ৭৯%
অপ্রাসঙ্গিক কল হার	৪২,৯৭,৪০১		
অজরুরি তথ্য সেবামূলক কল	৪২,৯৭,৪০১		
বিভাগীয় কল	৫,০৯,৮৯৭		
শিশু তথ্য সেবামূলক কল	১,৮১,৭৬১		
নারী তথ্য সেবামূলক কল	৬৬,৫০৬		
সেবা প্রদানকৃত/প্রাসঙ্গিক কল সংখ্যা	৫৪,৮৪,৬১৩		
ব্ল্যাঙ্ক কল (শব্দহীন)	১,১৭,৬১,৪৯১		
অপ্রাসঙ্গিক কল	১৯,৫২,৯৯৯		
অন্যান্য	৬৫,৭১,৭৮০		
সেবাবহির্ভূত/অপ্রাসঙ্গিক কল সংখ্যা	২,০২,৮৬,২৭০		
মোট কল সংখ্যা	২,৫৭,৭০,৮৮৩		

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

কলার আইডিন্টিফিকেশন, এনআইডি, অ্যাড্রেস এবং GEO/BTS Location ইত্যাদি বিষয়ে ৯৯৯-এর সঙ্গে টেলিকম অপারেটরসূমহের ইন্ট্রিগ্রেশন সম্পন্ন করা :

১. এমডিটি ও থানা ডেসপ্যাচ সিস্টেম সম্প্রসারণ ও স্থাপনের মাধ্যমে পিএসএপি আধুনিকীকরণ;
২. অ্যাম্বুলেন্স সেবা অটোমেশনের লক্ষ্যে অ্যাপ্লিকেশন চালুকরণ;
৩. এসওএস অ্যাপ্লিকেশন চালুকরণ;
৪. ৯৯৯ সেবায় সোশাল মিডিয়া চ্যানেলসূমহ ইন্ট্রিগ্রেশন করা;
৫. জরুরি সেবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি বেসরকারি সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইন্ট্রিগ্রেশন সম্পন্নকরণ; এবং
৬. দক্ষতা উন্নয়নে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের উপস্থিতিতে ডিপিপি সভা

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মান ও দক্ষতা সমুন্নত রাখার জন্য 'Need Based' অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য মোট ১২টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ১২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ৫৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে অফিস ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া দেশে-বিদেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব

তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ০৮/০৯/২০১৯ তারিখে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাববিষয়ক কর্মশালা জননিরাপত্তা বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন মহোদয়ের উপস্থিতিতে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব কর্মশালা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগের ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব কর্মশালা

জননিরাপত্তা বিভাগের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক কাজে সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসরণবিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন-এর সভাপতিত্বে জননিরাপত্তা বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভা

জননিরাপত্তা বিভাগের ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের আইসিটিবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণে অতিরিক্ত সচিব জনাব জি এস এম জাফরউল্লাহ্, এনডিসিকে সনদ দিচ্ছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,
জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

২১/১১/২০১৯ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তাগণের ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রশিক্ষণ

সচিবালয়ের নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মচারীদের অফিস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের ১৭ থেকে ২১ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী ই-ফাইলিংবিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সিটি সারভাইলেন্স সিস্টেম

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক মহানগরীতে প্রবেশের ১৪টি পথে আধুনিক প্রযুক্তির সিসিটিভি ক্যামেরা ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রবেশ পথের মাধ্যমে যেসকল গাড়ি ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ করেছে বা বের হচ্ছে সেসকল গাড়ির তথ্য এ জমা হচ্ছে। কোনো নির্দিষ্ট গাড়ির ব্যাপারে তথ্যের প্রয়োজন হলে ডেটাবেজ থেকে পূর্বে ওই গাড়ির তথ্য জমা থাকলে গাড়িটি সিটি সারভাইলেন্স সিস্টেমের যেকোনো একটি সিসি ক্যামেরার আওতায় আসলেই control Room-এ স্থাপিত Monitor system-এ Alarm Generate করে। পাশাপাশি Database থেকে উক্ত গাড়ির অবস্থানও পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ঢাকা মহানগরীর সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে এবং সড়কে ট্রাফিক নিরাপত্তা উন্নয়নে মহানগরীর আব্দুল্লাহপুর বাস স্ট্যান্ড হতে কাজলা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত একটি সড়কের ৩৭টি পয়েন্টে মোট ৮৮টি সিসি ক্যামেরা স্থাপনের কাজ চলমান। এর ফলে ঢাকা মহানগরীর প্রবেশ মুখে ও সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত সড়কে যে-কোন সড়ক দুর্ঘটনা ও ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারী গাড়ির নম্বরসমূহ সহজে শনাক্তকরণ এবং উক্ত সড়কে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডও সহজে শনাক্তকরণসহ দ্রুততার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

আধুনিক প্রযুক্তির সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা সড়কে যানবাহন মনিটরিং

ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস

ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রজেক্ট বাস্তবায়নের পূর্বে ট্রাফিক অফিসসমূহে আলাদা আলাদা সার্ভারে ডেটা স্টোর করা হতো ফলে একটি ট্রাফিক অফিস অন্য ট্রাফিক অফিসের ডেটা দেখতে পেত না। যার ফলে একটি গাড়ি সত্যিকার অর্থে কয়টি ট্রাফিক

আইন ভঙ্গ করেছে তাও জানা যেত না। এ ছাড়া ট্রাফিক জরিমানার অর্থ প্রদান করার জন্য ট্রাফিক অফিসসমূহে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হতো। দিন শেষে ট্রাফিক অফিসসমূহে কত টাকা জরিমানা সংগ্রহ করা হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হতো না। কোনো গাড়ি অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্সসংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রয়োজন হলে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে জানতে হতো, যা শ্রম ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল এবং নগরবাসী গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সসংক্রান্ত তথ্য খুব সহজে পেত না।

কেস এন্ট্রি এন্ড মনিটরিং সিস্টেম

Home | Admin | Prosecutor | Case Information | Case Report List | Logout

-: Case Detail Report :-

Start Date: 12/4/2011
End Date: 1/12/2012
Search | Print

-: Case Detail Report :-

SLNo.	Form No	Serial No	Vehicle No	Date	Total	Discount	Status
1	1521551	2841	Dhaka Metro-PA-14-2606	12/4/2011	300.00	0.00	Pending
2	1521552	2842	Dhaka Metro-JA-14-0640	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
3	1521552	2843	Dhaka Metro-JA-14-0640	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
4	1521553	2844	Dhaka Metro-TWA-13-2993	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
5	1521554	2845	Dhaka Metro-HA-39-9450	12/4/2011	300.00	0.00	Pending
6	1521555	2846	Dhaka Metro-TWA-14-3958	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
7	1521556	2847	Dhaka-DWA-11-0989	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
8	1521557	2848	Dhaka Metro-PA-11-4103	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
9	1521558	2849	Dhaka Metro-TWA-13-3167	12/4/2011	200.00	0.00	Pending
10	1521559	2850	Dhaka Metro-BA-14-6276	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
11	1521560	2851	Narayanganj-DWA-11-0046	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
12	1521561	2852	Dhaka Metro-BA-14-6005	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
13	1521562	2853	Gazipur-JA-04-0027	12/5/2011	300.00	0.00	Pending
14	1521562	2854	Gazipur-JA-04-0027	12/5/2011	300.00	0.00	Pending
15	1521563	2855	Dhaka Metro-PA-11-5029	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
16	1521564	2856	Dhaka Metro-PA-14-2498	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
17	1521565	2857	Dhaka Metro-GA-21-7117	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
18	1521566	2858	Dhaka Metro-PA-14-1410	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
19	1521567	2859	Dhaka Metro-CHA-14-0419	12/5/2011	300.00	0.00	Pending
20	1521568	2860	Dhaka Metro-GA-29-3370	12/5/2011	200.00	0.00	Pending
21	1521569	2861	Dhaka Metro-JA-11-2300	12/5/2011	300.00	0.00	Pending
22	1521570	2862	Dhaka Metro-JA-11-2928	12/5/2011	300.00	0.00	Pending
23	1532001	2863	Dhaka Metro-HA-14-4147	12/7/2011	650.00	0.00	Pending
24	1532003	2864	Dhaka Metro-LA-15-8033	12/7/2011	450.00	0.00	Pending
25	1532003	2865	Dhaka Metro-CHA-11-3345	12/7/2011	1400.00	0.00	Pending
26	1532004	2866	Dhaka Metro-DA-14-0857	12/7/2011	300.00	0.00	Pending
27	1532005	2867	Dhaka Metro-LA-15-0560	12/7/2011	200.00	0.00	Pending
28	1532006	2868	Dhaka Metro-MA-11-0819	12/7/2011	200.00	0.00	Pending
29	1532007	2869	Dhaka Metro-KHA-11-0102	12/7/2011	250.00	0.00	Pending
30	1532008	2870	Dhaka Metro-JA-11-2370	12/7/2011	250.00	0.00	Pending
31	1532009	2871	Dhaka Metro-PA-11-5261	12/7/2011	250.00	0.00	Pending

ই-ট্রাফিক সফটওয়্যার ডেটাবেজ

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ঢাকা মহানগর এলাকার যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা স্বাচ্ছন্দ্যময় করার লক্ষ্যে ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন পদ্ধতির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 'ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রজেক্টের' ০৩ (তিন)টি অংশ যেমন–(১) কেস এন্ট্রি এন্ড মনিটরিং সিস্টেম (২) পেমেন্ট কালেকশন এবং (৩) ডকুমেন্ট হস্তান্তর-এর মাধ্যমে পুরো ট্রাফিক ব্যবস্থাকেই ডিজিটাল করা হয়েছে।

'ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস' প্রজেক্টে বর্তমানে ঢাকা মহানগরীতে ইউসিবিএল ব্যাংকের ২৭টি শাখার মধ্যে ২২টি শাখায় ট্রাফিক জরিমানার অর্থ আদায়ের কার্যক্রম চলমান। উক্ত প্রজেক্টে ট্রাফিক জরিমানার অর্থ আদায়ের প্রক্রিয়া আরও সহজতর ও দ্রুততার সঙ্গে গ্রাহককে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইউসিবিএল ব্যাংক-এর আরেকটি আর্থিক সেবা মাধ্যম মোবাইল ব্যাংকিং 'ইউ-ক্যাশ'-এর মাধ্যমে ট্রাফিক জরিমানা আদায়ের কার্যক্রম চলছে। বর্তমান ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের জরিমানার অর্থ ডিসি অফিস, ব্যাংক এবং মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে। ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন সিস্টেমে ক্যাশ কার্ড যেমন–বিভিন্ন মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড, ডেবিট কার্ড ও অন্যান্য ব্যাংক কার্ড-এর মাধ্যমে এবং নিজ মোবাইল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে জরিমানার অর্থ পরিশোধের প্রক্রিয়া চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও যে পজ ডিভাইজ-এর মাধ্যমে কেস ফাইল করা হয় উক্ত পজ ডিভাইজের মাধ্যমেও ক্যাশকার্ড ব্যবহার করে ট্রাফিক জরিমানা পরিশোধ করাও সম্ভব হবে। এর ফলে নগরবাসী স্বল্প সময়ের মধ্যে ঝামেলাহীনভাবে ট্রাফিক জরিমানা পরিশোধ করতে পারবেন। ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগসমূহে ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ার পরিবর্তে সম্প্রতি 'ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস' প্রজেক্টের আওতায় পজ ডিভাইসের মাধ্যমে রেকার মামলা প্রদান ও জরিমানা আদায় কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর

দ্রুত ও চাঞ্চল্যকর ও নৃশংস হত্যা, ধর্ষণ, অ্যাসিড মামলায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে দ্রুত বিচার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। যার প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড নিশ্চিত করে জনগণকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। বর্তমান সরকারের সময়ে এ বিভাগের মাধ্যমে ১০৩৬টি মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক চুক্তি

আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সন্ত্রাসীদের অর্থায়নসহ বিভিন্ন ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম মোকাবিলায় জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের বর্তমান মেয়াদে ভারতের সঙ্গে উপকূলীয় নিরাপত্তাবিষয়ক চুক্তি, চীনের বেইজিং মিউনিসিপ্যাল পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরো এর সঙ্গে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতাবিষয়ক চুক্তি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বন্দি প্রত্যর্পণ ও অপরাধবিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

বাজেট ও বরাদ্দসম্পর্কিত

জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য বাস্তবায়নে এবং জনবান্ধব আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী গঠনে সরকারের দৃঢ় প্রত্যয়কে বাস্তবে পূর্ণতা দানের লক্ষ্যে এ বিভাগের বাজেট ব্যাবস্থাপনাটিম দক্ষতা ও পেশদারিত্বের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার বিগত ১২ বছরে (২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে) এ বিভাগের বাজেট প্রায় ০৫ (পাঁচ) হাজার কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ২২২১৭ কোটি ২৯ লক্ষ ২২ হাজার টাকায় উন্নীত করেছে।

বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা (১) বাংলাদেশ পুলিশ কাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আসবাবপত্র, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ, নতুন নতুন থানা স্থাপন, নতুন জনবল ও ইউনিটের বাজেট সংস্থান, ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়; (২) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর বর্ডার সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন, ০২ (দুই) টি হেলিকপ্টার ক্রয়, ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়; (৩) আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের অঙ্গীভূত আনসারদের জন্য ৪০ হাজার শটগান ক্রয়, ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ, ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়; (৪) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য ০৪টি Offshore Patrol Vessel (OPV) ক্রয়, ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়; (৫) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও তদন্ত সংস্থার জন্য ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ; (৬) ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার-এর জন্য (১) 'Integrated Lawful

Interception System (ILIS)' ক্রয় Social Media Monitoring System (OSINT) ক্রয়, Strategic Intrusion System ক্রয় Web/Blog Monitoring System ক্রয়, Vehicle Mounted Mobile Interceptor ক্রয় করে জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন দপ্তর/অধিদপ্তরের সক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। শুধু বাজেট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনবান্ধব আইন-শৃখলা বাহিনী গঠনের প্রচেষ্ট অব্যাহত রয়েছে।

এসডিজি প্রতিবেদন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি

বিভিন্ন বিহনীর জনবল ও ইউনিট বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজেট চাহিদাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিতে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ ছিল ২১৪০ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা । মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) আওতায় জনিরাপত্তা বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেট সিলিং ১৭৯০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৭৯০ কোটি টাকা।

জননিরাপত্তা বিভাগের চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসকল প্রকল্পের অনুকূলে ২১৪০৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল (জিওবি ২০৪৬০৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১২১০৪ কোটি টাকা)। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০৬৭৫২ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪৯৮৭। উল্লেখ্য, মোট ৩৭টি প্রকল্পের মধ্যে পুলিশ অধিদপ্তরের ২৪টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ১৩৩৬৬৩ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৯১৩৫৭ (৫৩), বিজিবির ০৪টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৬৫৪৮ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৫৪৮৬ (৬৪), বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ০৬টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩২৮৬৩কোটি টাকা এবং ব্যয় ৮৩৬৬ কোটি টাকা (২৫), আনসার ও ভিডিপির ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ১৪২৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৭২২ কোটি টাকা (৫০), এনটিএমসির ১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ১৮০০ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৭৫০ কোটি টাকা (৪২) এবং জননিরাপত্তা বিভাগের ২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩৯৯ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৩৫০ কোটি টাকা (৮৮)। বিগত জুন/২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে এমন ৫টি প্রকল্প (১) বাংলাদেশ পুলিশের ১৯টি জেলা ইউনিটে ১৯টি অস্ত্রাগার নির্মাণ (২) ৯টি পুলিশ সুপার অফিস ভবন নির্মাণ (৩) অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ (৪) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন বিওপির পরিসীমা বরাবর কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ (১ম পর্যায়ে) (৫) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অবকাঠামো পরিসর বর্ধিতকরণ।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অ্যাজেন্ডা গৃহীত হয়। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি, ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ২০৩০ অ্যাজেন্ডা এমন একটি কর্মপরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গত দুদশকে দারিদ্র্য বিলোপ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, জেন্ডার সক্ষমতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছেলে-মেয়েদের হারে সমতা, পাঁচ বছরের নিচে শিশু-মৃত্যুর হার ও মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাস করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য নন্দিত ও বিশ্ব স্বীকৃত। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনেও বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ পুলিশ

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন ইউনিট। গাজীপুর ও রংপুরে ২টি মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট, ৩টি নতুন থানা ও একটি তদন্ত কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধির জন্য গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, তরুণদের উদ্‌বুদ্ধকরণ, সন্ত্রাসবাদের শিকার পরিবারসমূহ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ, কাউন্টার টেরোরিজম ইনভেস্টিগেশন, সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম-এই চারটি ডিভিশনের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, অপরাধীদের গ্রেফতারপূর্বক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সন্ত্রাসী হামলার মাস্টারমাইন্ড, অস্ত্রদাতা ও অর্থদাতা, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দাতাদের চিহ্নিত করে সারাদেশে সন্ত্রাসবাদের বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে বিধ্বস্ত করেছে।

পুলিশ সপ্তাহ-২০২০

হোলি আর্টিসানে ভয়াবহ হামলার রহস্য উদ্‌ঘাটন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের মাধ্যমে তদন্ত নিষ্পন্ন করে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের করা হয়েছে। সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ক্রাইম বিভাগ ই-মেইল হ্যাকিং, ফেসবুক ক্লোনিং, সাইবার হ্যারাসমেন্ট, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও জালিয়াতি এবং ফেনীর নুসরাত হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ নানাবিধ অপরাধের বিচার নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা অর্জনে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট/প্রকল্প এবং বাংলাদেশ পুলিশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য ১,৩১১টি বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে। ক্যাডার, নন-ক্যাডার-সিভিল-আউট সোর্সিং-এর ১,০০৪টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। তা ছাড়া ৬৭৭টি পদ সৃজন করে র‍্যাব-১৫ নামক একটি নতুন ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে।

পুলিশ অধিদপ্তরে জাতীয় **জরুরি সেবা '৯৯৯'** চালু করা হয়েছে যেখানে ফোন করে জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং স্বাস্থ্য বিভাগের অ্যাম্বুলেন্স সেবা ও সহায়তা পেতে পারেন। এ সেবাটি আরও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ফেজ-৩-এর জন্য DPP এবং নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। সেবা সহজীকরণের অংশ হিসাবে ঘরে বসে অনলাইনে থানায় সাধারণ ডায়ারি (জিডি) করার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রত্যেক থানায় মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা সেবা বুথ স্থাপন, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ বাংলাদেশ পুলিশ হেল্পলাইন, হ্যালো সিটি অ্যাপস, আইজিপি কমপ্লাইন্ট সেল ইত্যাদিসহ পুলিশ কর্তৃক প্রদেয় সেবা প্রদানের মান-উন্নয়ন করা হয়েছে। সাইবার অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর Digital Forensic Laboratory এবং Internet Investigation Laboratory-এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগর পুলিশকে প্রযুক্তিগত ও ফরেনসিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বোম্ব ডিসপোজাল টিম, প্রশিক্ষিত কেনাইন স্কোয়াড, ক্রাইমসিন ইনভেস্টিগেশন টিম এবং এন্টি ড্রাগস ও এন্টি ইল্লিগ্যাল আর্মস রিকভারি টিম নিয়ে গঠিত 'স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ' সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। SWAT ও বোম্ব ডিসপোজাল টিমের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংযোজিত হয়েছে SWAT VAN এবং দুটি রিমোটলি অপারেটেড ভেহিকেল (আরওভি)।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর আধুনিকায়ন এবং ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসাবে এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিজিবিতে ৬৭৬ জন মহিলা সদস্যসহ বর্তমানে ৫৩ হাজার ৮৮১ জন জনবল রয়েছে। ৪টি নতুন ব্যাটালিয়ন সৃজন, ২টি হাসপাতাল, সীমান্ত ব্যাংক, দীপ্তসীমান্ত স্কুল প্রতিষ্ঠা, ৯৭টি নতুন বিওপি স্থাপন, ২টি অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার ক্রয়পূর্বক ১টি এয়ার উইং স্থাপন ও অত্যাধুনিক Border Surveillance and Response System এ নিজস্ব ডেটা সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে বাহিনীকে শক্তিশালী ও পুনর্গঠন করা হয়েছে।

বিজিবিকে একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে এয়ার উইং সৃজন করা হয়েছে। এয়ার উইং-এর জন্য ২টি হেলিকপ্টার ক্রয় করা হয়েছে এ ছাড়া ডগ স্কোয়াড গঠনের ফলে বিজিবির অপারেশনাল সক্ষমতায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। বিজিবির ডগ স্কোয়াড ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমান বন্দরসহ আইসিপিসমূহের নিরাপত্তা ও অবৈধ দ্রব্য উদ্ধারে ভূমিকা রাখছে।

বিজিবির জন্য ক্রয়কৃত হেলিকপ্টার

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর আধুনিকায়ন এবং এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'বর্ডার সার্ভেইল্যান্স অ্যান্ড রেসপন্স সিস্টেম' স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে। মিয়ানমার সংলগ্ন সীমান্তসহ মোট ৩২৮ কিলোমিটার স্পর্শকাতর সীমান্তে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান। বিজিবি ও বিএসএফ-এর যৌথ প্রচেষ্টায় যশোরের ৮.৩ কিলোমিটার সীমান্ত 'ক্রাইম ফ্রি জোন' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সীমান্তেও 'ক্রাইম ফ্রি জোন' সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া ও কক্সবাজার সীমান্তবর্তী এলাকায় অধিক নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিসি ক্যামেরা ও শক্তিশালী সার্চ লাইট স্থাপন করা হয়েছে। 'বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ, চুয়াডাঙ্গা' নামে একটি নতুন ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড কলেজ সৃজনের প্রশাসনিক অনুমতি নতুন ট্রে প্রদান করা হয়েছে, বিজিবির সাংগঠনিক-কাঠামোতে ৫০০ সিসির অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ১২০টি All Terrain Vehicle (ATV) ও ০২টি Mi-171E হেলিকপ্টার ক্রয় করা হয়েছে এবং ১৫,০০০ জনবলের মধ্যে ১ম পর্বের ৪,২৮২টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান এবং ইতোমধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,০৬৫টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনে সরকারি মঞ্জুরিপত্র জারি করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিজিবি সদস্যদের পরিবারের অনূর্ধ্ব ৩ বছরের শিশুদের জন্য রেশন চালু করা হয়েছে।

গত ২৫-৩০ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৪৯তম বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন

খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক নির্মানাধীন টাগ বোট

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

জলসীমায় শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান, জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান, জলদস্যুবিরোধী অভিযান, মানবপাচারবিরোধী অভিযান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ ও বহিঃনোঙর জলদস্যুতা দমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের আশ্রয় কেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করে রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহে মাদক, মানব পাচার ও চোরাচালানসহ বিভিন্ন অপরাধপ্রবণতা রোধ এবং এলাকায় দুর্বৃত্তায়ন মোকাবিলা করা হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের দেশে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়া রোধকল্পে ক্যাম্প এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ১৮২৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার বিভিন্ন মালামাল, পণ্যদ্রব্য, মাদক, আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ প্রাণী জব্দ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী হিসাবে ১৯৪৮ সাল হতে অদ্যাবধি দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধসহ দেশের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে এ বাহিনীর গৌরবময় অবদান রয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ সকল প্রকার নির্বাচন, সড়ক ও জনপথ রক্ষা, রেলপথ রক্ষা, যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে দায়িত্ব পালন, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা এবং জাতীয় সংসদ ভবন, নৌ, বিমান ও স্থলবন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে এ বাহিনী দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ বাহিনী হিসাবে অন্যান্য বাহিনীকে সহায়তা, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জননিরাপত্তা রক্ষায় সন্ত্রাস দমন, জঙ্গিবাদ নির্মূল ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দেশের একটি অনন্য বাহিনী হিসাবে সর্বমহলে প্রশংসিত। এ ছাড়াও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে সার্বক্ষণিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যাটালিয়নের সাংগঠনিক-কাঠামোতে ০১টি পরিচালক ও ০১টি সহকারী পরিচালক পদ সৃজনসহ জনবল ৪১৬ থেকে ৪২৫ জনে উন্নীত করা হয়েছে এবং ০৩টি নতুন ব্যাটালিয়ন সৃজনসহ ৩৭টি ব্যাটালিয়নের জনবল পুনর্গঠন করে বিভিন্ন পদবির মোট ৪৭২৩টি পদ সৃজন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (VIP) গণের 'হাউজ গার্ড' হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৪১১ জন জনবলবিশিষ্ট ০১টি 'আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন' গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া বিসিএস (আনসার) ক্যাডারের ৬টি উপ-মহাপরিচালক ও ৭টি পরিচালক পদসহ ১৩ (তেরো) টি পদ রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে সৃজিত হয়েছে।

ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের চাকরিকে নিয়মতান্ত্রিক ধারায় প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ সময়সীমা ৯ বছর থেকে ৬ বছরে কমিয়ে আনা হয়েছে, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আধুনিক পোশাক ও অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে এবং অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসারদের উৎসব ভাতা, অঙ্গীভূত আনসার সদস্যদের দৈনিক ভাতা, ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রীদের মাসিক সম্মানিভাতা ও স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের দৈনিক রেশন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে সময়োপযোগী করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪০তম জাতীয় সমাবেশ-২০২০-এর শুভ উদ্বোধন করেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংস্থা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বর্তমানে ৩৬টি মামলায় ২২৬ জনের বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম এবং তদন্ত সংস্থায় ২৬টি মামলায় ৩৮ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্যক্রম চলমান। বিভিন্ন কোর্ট, থানা ও জনগণের নিকট হতে ৬৮৯টি মামলা/অভিযোগে ৩,৮২৫ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান তদন্তাধীন আছে।

০৬ রাজাকারের বিরুদ্ধে ৭৭তম তদন্ত প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর বরাবরে দাখিল । প্রেস ব্রিফিং করেন তদন্ত সংস্থা কো-অর্ডিনেটর জনাব মোহা আবদুল হাননান খান পিপিএম, কো-কোঅর্ডিনেটর জনাব এম সানাউল হক।

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)

অপরাধের নতুন মাত্রা উপলব্ধি করে এনটিএমসির মনিটরিং ব্যবস্থা উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে এনআইডি, পাসপোর্ট, জন্মনিবন্ধন, মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর (এমএনও) ডেটাবেজ, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ভেহিকেল রেজিস্ট্রেশন সংস্থার ডেটাবেজ এনটিএমসির ইন্টেলিজেন্স প্লাটফর্মের সঙ্গে সংযোগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া র‍্যাব ও জেল ইনমেট ডেটাবেজ ইন্সটলেশনসহ অন্যান্য ডেটাবেজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কাজ চলমান।

০৩/১১/২০১৯ তারিখে এনটিএমসির ডেটা সেন্টারের সার্ভার রুমের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি স্থাপনের পর পরিচালক, এনটিএমসি বিদেশি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলছেন।

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) সার্বক্ষণিক সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে আইনসম্মত নজরদারি সুবিধাসংবলিত প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অপারেশনাল কাজে সহায়তা করে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সাইবার অপরাধ রোধকল্পে ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে মনিটরিং করার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক Open Source Intelligence Technology (OSINT) প্রযুক্তি এনটিএমসি'তে স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে অপরাধী শনাক্তকরণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে সহায়তা প্রদান করা হয়। সংস্থাটির জন্য একটি ভেহিকেল মাউন্টেড ডেটা ইন্টারসেপ্টর ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে অপরাধী শনাক্তকরণ, অপরাধীর অবস্থান এবং অপরাধ পরিকল্পনা নস্যাৎ করা সম্ভব হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এনআইডি, পাসপোর্ট, জন্ম নিবন্ধন, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ভেহিকেল রেজিস্ট্রেশন সংস্থার ডেটাবেজ এনটিএমসির ইন্টেলিজেন্স প্লাটফর্মের সঙ্গে সংযোগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জননিরাপত্তা বিভাগের মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্ব স্ব সংস্থা/অধিদপ্তর প্রধানগণের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়। এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মধ্য দিয়ে মন্ত্রণালয় এবং অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে প্রতিবছরই অনন্য অবদান রাখছে। আগামী এক বছর মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো কী কাজ করবে সেই কাজের একটি অঙ্গীকারনামাই (APA) বা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি। এই চুক্তির ফলে যারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য সমাপ্ত করে তাদের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উক্ত কাজের স্বরূপ নম্বরের ব্যবস্থা রেখেছেন। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তি (APA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৃথক টিম গঠন করা হয়েছে। জননিরাপত্তা বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২৩ জুন, ২০১৯ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে স্বাক্ষরিত হয়। ১৬-১৭ অক্টোবর তারিখ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ১০০ জন কর্মকর্তাদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

জননিরাপত্তা বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. ও সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়নসংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS)

রাষ্ট্র, সমাজের ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা এবং সফলতার সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনায় সমুন্নত করার লক্ষ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের মূলনীতি। এ লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৯-২০২০ প্রণয়ন করে ০২ জুলাই

জননিরাপত্তা বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নসংক্রান্ত নৈতিকতা কমিটির সভা

২০১৯ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সভা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা করা হয়। এ ছাড়া এ পযর্ন্ত ১ম, ২য় ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারের স্ব-মূল্যায়নসহ প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোডসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এ বিভাগ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়নপূর্বক তা চর্চা করছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকুরি এবং সুশাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। দুদকের স্থাপিত হটলাইন নম্বর ১০৬ (টোল ফ্রি) ও তথ্য বাতায়নে সংযোগকরণসহ কর্মচারীদের মাঝে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার উত্তম চর্চার তালিকা (Best practices) প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং জননিরাপত্তা বিভাগ ও এবং অধীন দপ্তর/সংস্থা তা যথাযথ বাস্তবায়ন করছে। সোনার বাংলা গড়ায় প্রত্যয় নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭' প্রণয়ন করেছে। এর আওতায় ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। এ বিভাগ এবং অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের পুরস্কার প্রদান কাযর্ক্রম অব্যাহত আছে।

ইনোভেশন

জননিরাপত্তা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভোধন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতি দুই মাসে এ কমিটির সভা করা হয়। ২২-২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ দুই দিনব্যাপী সেবা সহজীকরণ বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। জননিরাপত্তা বিভাগে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর অটোমেশনের কার্যক্রম চলমান। ভেহিকেল ও ভেসেল ট্র্যাকারের মাধ্যমে বাংলাদেশে কোস্ট গার্ড বাহিনীতে ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ যানবাহন এবং সমুদ্রগামী বিভিন্ন জাহাজ ও বোটসমূহে প্রয়োজনীয় ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু রয়েছে।

জননিরাপত্তা বিভাগের বার্ষিক উদ্ভোধন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসংক্রান্ত সভা

জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

জননিরাপত্তা বিভাগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দিবস, র‍্যালিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রতিনিয়তই অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। এ বিভাগ সরকারের বিভিন্ন দিবস পালন করে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুন্দরভাবে পালন করছে। এর পাশাপাশি জননিরাপত্তা বিভাগ ২১ ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বরসহ সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদ্‌যাপন করে থাকে।

জাতীয় শোক দিবস

জাতীয় শোক দিবস ও ৪৪তম শাহদত বার্ষিকীতে ধানমন্ডি জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগের শোভাযাত্রা

জাতীয় শোক দিবস ও ৪৪তম শাহদত বার্ষিকীতে ধানমন্ডি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পুলিশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের অন্যতম অংশীদার বাংলাদেশ পুলিশ। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে নিরলস কাজ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় শামিল হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ উন্নয়নমুখী উদ্ভাবনী পুলিশিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গণমানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে রাতদিন অবিরাম প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। করোনা সংকটে দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদেরকে সহযোগীতা করছে। বাংলাদেশ পুলিশের প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতীয় শুদ্ধাচারের আলোকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনারবাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ পুলিশ শুরু থেকেই নিবেদিত হয়ে কাজ করছে। সেই গতিকে অধিকতর বেগবান করতে আরও বেশি নিষ্ঠা, সততা ও শতভাগ পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করছে বাংলাদেশ পুলিশ।

জনবল

বাংলাদেশ পুলিশের এ পর্যন্ত অনুমোদিত পদ (পুলিশ) ২১২৮৬৬। তন্মধ্যে কর্মরত ১৯৪৪৪৬ জন এবং শূন্যপদ ছিল ১৮৪২০ জন। অনুমোদিত নন-পুলিশ (আউটসোর্সিং পদসহ) ১০৬১৪ জনের বিপরীতে পূরণকৃত পদ ৮০৬৬ জন এবং শূন্যপদ ২৫৪৮ জন। পুলিশের সাংগঠনিক-কাঠামোভুক্ত র‍্যাবে এএফডি ও অন্যান্য সংস্থা পদে অনুমোদিত পদ ৬৯০৭ জনের বিপরীতে কর্মরত ৫৬১৬ জন এবং শূন্যপদ ১২৯১ জন। ফলে বর্তমানে পুলিশের মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ২১৯৭০০ জন। কর্মরত মোট জনবল ২০৮১২৮ এবং শূন্যপদের সংখ্যা ১১৫৭২ জন।

বাংলাদেশ পুলিশে নিয়োগ/পদোন্নতিসংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(১) অতি. আইজি (গ্রেড-১)পদে পদোন্নতি-২ জন (২) অতি. আইজি (গ্রেড-২) পদে পদোন্নতি-৫ জন (৩) ডিআইজি পদে পদোন্নতি-৮ জন (৪) অতি. ডিআইজি পদে পদোন্নতি-২৮ জন (৫) অতি. পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি-৭৯ জন (৬) নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক হতে এএসপি পদে পদোন্নতি হয়েছে-২৪ জন (৭) শহর ও যানবাহন পুলিশ পরিদর্শক হতে এএসপি পদে পদোন্নতি-৫ জন (৮) এসআই/সার্জেন্ট পদে-৫১৩ সর্বমোট ৬৬৪ জন	১৯৪৮ জন	২৬১২ জন	(১) ৩৭তম বিসিএস ০৩ জন (সংশোধিত গেজেটভুক্ত) (২) এসআই (নিঃ)-১৩৩২ জন **সর্বমোট ১৩৩৫ জন**	৯৬২৮ জন	১০৯৬	

বাংলাদেশ পুলিশের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

অডিট আপত্তিসংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	বাংলাদেশ পুলিশ	২১২৭টি	৯৪১ কোটি (প্রায়)	৭৬২টি	৮৩টি	৭ কোটি (প্রায়)	২০৪৪	৮৬৪ কোটি

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত) মন্ত্রণালয় এবং অধীন কার্যালয়সমূহ থেকে সর্বমোট ৭৭,৩৮৩ জন অংশগ্রহণকারী মোট ২,৩৫০টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

- মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ৭০৩টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় এবং মোট ১৮,৫৩৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।
- ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন বৈদেশিক প্রশিক্ষণে গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৮০৮ জন।
- দেশের অভ্যন্তরে মোট- ৮০৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ এ ১০,৭৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়নসংক্রান্ত তথ্য

(ক) এন্টিটেররিজম ইউনিট বিধিমালা, ২০১৯
(বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৯ নভেম্বর, ২০১৯-এ প্রকাশিত)

(খ) নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০
(বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১০ মার্চ, ২০২০-এ প্রকাশিত)

(গ) ট্যুরিস্ট পুলিশ বিধিমালা, ২০২০
(বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, বুধবার, ০৩ জুন ২০২০-এ প্রকাশিত)

মিডিয়াবিষয়ক কার্যক্রম

(ক) **পেপার ক্লিপিং :** ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বহুমাত্রিক উদ্ভাবনী উপায়ে গতানুগতিক মিডিয়াসহ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মসমূহে সরকারের দর্শন ও রূপকল্প, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন কর্মসূচিসহ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের আলোকে বাংলাদেশ পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করেছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রম, নতুন ইউনিট স্থাপন, নিয়োগ-বদলি ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের প্রায় ০৮ হাজার ৩১৭টি পেপার ক্লিপিং ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।

(খ) **বিভিন্ন ইউনিটে পেপার ক্লিপিং প্রেরণ :** বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ৯৩৯টি রিপোর্ট সম্পর্কে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/প্রতিবেদন প্রেরণ/দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে।

(গ) **প্রেস রিলিজ গুরুত্বপূর্ণ পুলিশি কার্যক্রম :** পুলিশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, করোনাভাইরাস সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো গুজবের বিষয়ে ব্যবস্থা, নতুন ইউনিট স্থাপন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম এবং অবদান ইত্যাদি সম্পর্কে প্রায় দুই শতাধিক প্রেস রিলিজ এবং ছবি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার/প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ঘ) **পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রোড়পত্র ও বিবরণ :** পুলিশ সপ্তাহ ২০২০, ডিএমপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, র‍্যাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং ৯৯৯-এর বর্ষপূর্তিসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পুলিশ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য ইউনিট কর্তৃক বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

(ঙ) **ডকুমেন্টারি তৈরি ও বিবরণ :** জঙ্গি দমন অভিযান এবং পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রমসংক্রান্ত ডকুমেন্টারি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(চ) **পুলিশ সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন :** গত ৫-১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ পর্যন্ত উৎসব ও আনন্দমুখর পরিবেশে 'পুলিশ সপ্তাহ ২০২০' উদ্‌যাপিত হয়েছে। পুলিশ সপ্তাহের নানা আয়োজনে সরাসরি সম্প্রসারসহ প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে।

(ছ) **গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/সংবাদ প্রকাশ :** পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, বিশ্ব ইজতেমা, দুর্গাপূজা, বাংলা ও ইংরেজি নববর্ষ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বরসহ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্ট এবং অন্যান্য জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান নিরাপদে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(জ) **বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ :** প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত সরকার এবং আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশন্স শাখা থেকে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঝ) **ফেসবুক পেজ :** বাংলাদেশ পুলিশের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ Bangladesh Police পেজের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের সব ইউনিটের বিভিন্ন ইতিবাচক সংবাদ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিত প্রচার করছে।

(ঞ) **ইউটিউব :** ইউটিউবে Bangladesh Police Channel-এ বাংলাদেশ পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইভেন্টসহ বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে যা বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমকে আরও বেশি জনমুখী করছে।

গৌরবময় সেবার ৪৫ বছরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুলিশ মহাপরিদর্শকের শ্রদ্ধাঞ্জলি

নবনির্মিত পুলিশ ব্যারাক ভবন উদ্বোধন

কোভিড-১৯ মহামারি সংক্রান্তে চীনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলের সঙ্গে পুলিশ মহাপরিদর্শক

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম

প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার কাজে বাংলাদেশ পুলিশ

পূর্ব রাউজান ঘোড়া শামসুরটিলায় গোপন অস্ত্র কারখানায় পুলিশের অভিযান এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রসহ একজন দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতার।

পুলিশ কর্তৃক ন্যাশনাল ব্যাংকের চুরি যাওয়া ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা ও ০২টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ ০৪ জন আসামি গ্রেফতার

আহত মহিলার First Aid করছেন কর্তব্যরত পুলিশ সদস্য

ডেভেলপমেন্ট-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) রাজস্ব বাজেটের অধীনে অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তাবায়ন অগ্রগতির বিবরণ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত অর্থ (২০১৯-২০)	ব্যয়িত অর্থ জুন/ ২০২০	সমর্পণকৃত অর্থ	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	৩২৮,০০,০০,০০০০০	৩২৭,৯৭,৭৯,৯৪৭০০	২,২০,০৫৩০০	১০০%	৯৯.৯৯%
২.	৩৩৬,০০,০০,০০০০০	৩৩৫,৯৮,৬৯,০৮০০০	১,৩০,৯২০০০	১০০%	৯৯.৯৯%

(খ) উন্নয়ন বাজেটের অধীনে অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তাবায়ন অগ্রগতির বিবরণ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে দেওয়া হল :

ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত অর্থ (২০১৯-২০)	ব্যয়িত অর্থ জুন/ ২০২০	সমর্পনকৃত অর্থ	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	১৭২৪০২৫৯	৯২১৭১৩৪	৮০২৩১২৫	১০০%	৫৩.৪৬%

জমির অধিগ্রহণবিষয়ক কার্যক্রম

ক্র.নং	জমির বিবরণ	জমির পরিমাণ (একর)
১.	জামালপুর জেলার মটর ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুলের অবকাঠামো নির্মাণ	৪০.০০
২.	আরএমপি, রাজশাহী পুলিশ লাইন্স স্থাপন	৯.৪৪৫০
৩.	ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৪, নারায়ণগঞ্জের পুলিশ লাইন্স স্থাপন	৬.৩৮৭৩
৪.	আরআরএফ রংপুর কার্যালয় পুলিশ লাইন্স	১০.০০
৫.	হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা রিজিয়ন, কুমিরা (চট্টগ্রাম) হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন	৪.৬৯
৬.	জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর কার্যালয় স্থাপন	২.২৭০
৭.	হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা রিজিয়ন, নাজিরহাট পুলিশ ফাঁড়ি	৫.০০
৮.	হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা রিজিয়ন, মালুমঘাট (কক্সবাজার) হাইওয়ে থানা স্থাপন	৪.২০
৯.	হাইওয়ে পুলিশ গাজীপুর রিজিয়ন, শ্যামগঞ্জ (নেত্রকোনা) হাইওয়ে থানা স্থাপন	৩.০০
১০.	হাইওয়ে পুলিশ গাজীপুর রিজিয়ন, গোলড়া (মানিকগঞ্জ) হাইওয়ে থানা স্থাপন	২.০০
১১.	হাইওয়ে পুলিশ মাদারিপুর রিজিয়ন, চৌড়হাস (কুষ্টিয়া) হাইওয়ে থানা স্থাপন	২.০০
১২.	হাইওয়ে পুলিশ বগুড়া রিজিয়ন, পাকশী (পাবনা) হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন	২.০০

নির্বাচনসংক্রান্ত কার্যক্রম

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত আসনের উপনির্বাচনসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের (সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন, উপনির্বাচন এবং পুনঃভোট গ্রহণসংক্রান্ত নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বিগত ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পর্যায়ের যেসব নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা সম্ভব হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপ :

	নির্বাচন	ক্রমিক নং	জাতীয় সংসদের আসন	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
জাতীয় সংসদ নির্বাচন	একাদশ জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত আসনের উপনির্বাচন	১.	জাতীয় সংসদের ২১ রংপুর-৩ আসনের উপনির্বাচন-২০১৯	০৫ অক্টোবর-২০১৯	
		২.	জাতীয় সংসদের ২৮৫ চট্টগ্রাম-৮ আসনের উপনির্বাচন-২০২০	১৩ জানুয়ারি ২০২০	
		৩.	জাতীয় সংসদের ৩১ গাইবান্ধা-৩ আসনের উপনির্বাচন-২০২০		
		৪.	জাতীয় সংসদের ৯৮ বাগেরহাট-৪ আসনের উপনির্বাচন-২০২০	২১ মার্চ ২০২০	
		৫.	জাতীয় সংসদের ১৮৩ ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচন-২০২০		

নির্বাচন	সিটি কর্পোরেশনের নাম	সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন	ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২০	২	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২০	

নির্বাচন	ক্র. নং	উপজেলা পরিষদ	উপজেলা পরিষদের সংখ্যা	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন	১.	৫ম উপজেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন-২০১৯	৮	১৪ অক্টোবর ২০১৯	
	২.		১	২১ অক্টেবর ২০১৯	
	৩.	৫ম উপজেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন-২০২০	১	১৩ জানুয়ারি ২০২০	

নির্বাচন	ক্র. নং	পৌরসভা	পৌরসভার সংখ্যা	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
পৌরসভা নির্বাচন	১.	পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন-২০১৯	১	২৫ জুলাই ২০১৯	
	২.		২	১৪ অক্টোবর ২০১৯	
	৩.	পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন-২০২০	১	১৩ জানুয়ারি ২০২০	

নির্বাচন	ক্র. নং	ইউনিয়ন পরিষদ	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন	১.	ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০১৯	৬	১১ জুলাই ২০১৯	
	২.		২	১৭ জুলাই ২০১৯	
	৩.		৭	২৫ জুলাই ২০১৯	
	৪.		২	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯	
	৫.		১৪	১৪ অক্টোবর ২০১৯	
	৬.		১	১২ ডিসেম্বর ২০১৯	
	৭.		৬	৩০ ডিসেম্বর ২০১৯	

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসংক্রান্ত পুরস্কার প্রদান

পুলিশ সপ্তাহ-২০২০ উপলক্ষ্যে জেলা/ইউনিট কর্তৃক অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসংক্রান্ত নির্ধারিত পয়েন্টের ভিত্তিতে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই-এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত ইউনিটসমূহকে স্থানভিত্তিক পুরস্কৃত করা হয়েছে।

গ্রুপ	জেলা/ ইউনিটের নাম	অবস্থান
গ্রুপ- 'ক'	চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ	প্রথম
	চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ	দ্বিতীয়
	কুমিল্লা জেলা পুলিশ	তৃতীয়
গ্রুপ-'খ'	কক্সবাজার জেলা পুলিশ	প্রথম
	নরসিংদী জেলা পুলিশ	দ্বিতীয়
	যশোর জেলা পুলিশ	তৃতীয়
গ্রুপ-'গ'	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পুলিশ	প্রথম
	রাজবাড়ী জেলা পুলিশ	দ্বিতীয়
	শেরপুর জেলা পুলিশ	তৃতীয়

গ্রুপ	জেলা/ ইউনিটের নাম	অবস্থান
গ্রুপ-'ঘ'	র‍্যাব-৭, চট্টগ্রাম	প্রথম
	র‍্যাব-৫, রাজশাহী	দ্বিতীয়
	র‍্যাব-৮, বরিশাল	তৃতীয়
গ্রুপ-'ঙ'	ডিবি, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	প্রথম
	কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম, ডিএমপি	দ্বিতীয়
	ওয়ারী বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	তৃতীয়

অপারেশনস কন্ট্রোল এন্ড মনিটরিং সেন্টার ব্যবস্থাপনা

পুলিশ অধিদপ্তর হতে বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটের সার্বক্ষণিক কার্যক্রম তদারকি এবং বিভিন্ন জেলা/ইউনিটে ফ্যাক্স/ই-মেইলযোগে পত্র প্রেরণ/গ্রহণ এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মনিটর করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া জরুরি প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন জেলা/ইউনিট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

মনিটরিং এন্ড কো অর্ডিনেশন সেল স্থাপন

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্ট এবং বিশেষ সময়ে সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য পুলিশ অধিদপ্তরে মনিটরিং এন্ড কো-অর্ডিনেশন সেল স্থাপন করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের সকল জেলা, রেলওয়ে, হাইওয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও মেট্রোপলিটন ইউনিটের কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে পুলিশিং-এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততায় দৃশ্যমান অগ্রগতি নিম্নরূপ :

কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	২০১৯-২০ (০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত)
(ক) ওপেন হাউজ ডে সংখ্যা	৭০০২
(খ) জনসংযোগ/সভার সংখ্যা	৭০৫২১
(গ) অপরাধবিরোধী সভার সংখ্যা	৭০৭৪৬
(ঘ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সংখ্যা	৫৯১৬৪

ক্রাইম প্রিভেনশনে গৃহীত কার্যক্রম :

- ❖ প্রতিমাসে প্রতিটি থানা/ইউনিটে (ওপেন হাউজ ডে) আয়োজন করা হয়। উক্ত ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠানে এলাকার বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, সমাজ থেকে মাদক মুক্তকরণ, স্কুল, কলেজগামী ছাত্র-ছাত্রীদের ইভটিজিং সমস্যা, যৌন হয়রানি, নারীর প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধ, বয়স্ক শিক্ষা, জঙ্গি ও সন্ত্রাসনির্মূলে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়।
- ❖ নারী ও শিশু নির্যাতন এবং নীরব পারিবারিক নির্যাতন রোধসংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ।

প্রতিটি জেলা/ইউনিট প্রতিমাসে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসংবলিত ছবি ও পাঠদানের বিষয়বস্তু ছক মোতাবেক প্রেরণ করা হয়ে থাকে। স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পুলিশ অফিসারগণ বাল্য বিবাহ রোধ, ইভটিজিং প্রতিরোধ, জঙ্গিবাদ দমন, সন্ত্রাস দমন, মাদকের কুফল, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, যৌতুক নিরোধ, মোবাইলের অপব্যবহার ও সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিসংক্রান্ত পাঠদান করে থাকেন।

- ❖ প্রত্যেক থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জঙ্গিবিরোধী সমাবেশ ও ভাড়াটিয়া তথ্য সংগ্রহসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
- ❖ দেশের পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা রক্ষা, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং যাত্রীসেবার মানউন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি মেট্রোপলিটন/জেলা, থানা ও টার্মিনালে (স্টেশনে) পৃথক পৃথকভাবে পরিবহণ চালক এবং হেল্পারদের জন্য প্রতিমাসে ট্রাফিক নিয়ম কানুন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রতিটি ইউনিট প্রতিমাসে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসংবলিত ছবি ও পাঠদানের বিষয়বস্তু ছক মোতাবেক প্রেরণ করে থাকে।
- ❖ মাদক, জঙ্গি, নারী নির্যাতনসহ অন্যান্য অপরাধ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি মেট্রোপলিটন/জেলাসহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশে জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি জনসমাবেশে পুলিশ মহাপরিদর্শক অংশগ্রহণ করেছেন।
- ❖ দি এশিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত '(Police Engagement Approach for Countering Extremism (PEACE) project in Bangladesh)'-এর কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সিএমপি/আরএমপি/এসএমপি/চট্টগ্রাম রেঞ্জ/রাজশাহী রেঞ্জ/সিলেট রেঞ্জ/চট্টগ্রাম জেলা/রাজশাহী জেলা/সিলেট জেলাকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

অস্ত্র ও গোলাবারুদসংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ❖ বাংলাদেশ পুলিশের মঞ্জুরিকৃত জনবল অনুযায়ী বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের জন্য নির্ধারিত জনবলের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং নিরাপত্তা সামগ্রীর প্রাপ্যতা/প্রাধিকার অনুসারে এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ হতে প্রাপ্ত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ধরন ও সংখ্যক অস্ত্র-গোলাবারুদ এবং নিরাপত্তা সামগ্রীর চাহিদা নিরূপণপূর্বক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রনয়ণ করা হয়।

- বাংলাদেশ পুলিশ এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অপারেশনাল কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত অর্থনৈতিক বাজেট কোড-৩২৫৩১০১ অস্ত্র ও গোলাবারুদ, কোড নং-৩২৫৩১০২ নিরাপত্তা সামগ্রী এবং কোড নং-৪১২১১০১ নিরাপত্তা সামগ্রী খাতসমূহ হতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয় করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট হতে Book Adjustment-এর মাধ্যমে Fund Transfer সাপেক্ষে কতিপয় অস্ত্র ও বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের ফায়ারিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাৎসরিক মাসকেট্রি অনুশীলনসহ পদমর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ফায়ারিং অনুশীলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ট্রান্সপোর্ট-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশের রাজস্ব খাত হতে বিভিন্ন ইউনিটের অনুকূলে ১২টি পেট্রোল কার, ৯০টি পিকআপ, ১১টি বাস, ৭১০টি মিনিবাস, ২৯টি ট্রাক, ০৬টি অ্যাম্বুলেন্স, ৫৫৭ (১৫০ সিসি) মোটর সাইকেল, ০৮ (৭৫০ সিসি) মোটর সাইকেল, ৪টি রেকারসহ সর্বমোট ৭৩১টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন প্রজেক্টের অনুকূলে ৮৬টি জিপ, ৩৯৫টি পিকআপ, ৪০টি মাইক্রোবাস, ৩০ অ্যাম্বুলেন্স, ০১টি প্রিজনার্স ভ্যানসহ সর্বমোট ৫৫২টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য ১৫টি জিপ, ০৮টি ট্রাক ও ০৬টি এপিসিসহ সর্বমোট ২৮টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে।
- ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন-এর জন্য Software এবং POS Machine update করা হয়েছে। এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে নতুন সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ অনুযায়ী মামলা রুজু করা সম্ভব হবে।
- সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য সংরক্ষণ/বিশ্লেষণের জন্য Web base এবং মোবাইল App base Software তৈরি করা হয়েছে।

পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট

ঢাকা মহানগরীতে বসবাসরত জনসাধারণকে ডিএমপি সদরদপ্তরস্থ ওয়ান স্টপ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্ভিস শাখার মাধ্যমে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদানে ব্যবস্থা করা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্পোর্টস অ্যান্ড কালচার-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- নেপালে অনুষ্ঠিত ১৩তম সাউথ এশিয়ান গেমস-২০১৯-এ বাংলাদেশ জাতীয় কাবাডি দলের হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ কাবাডি ক্লাব হতে ৫ জন পুলিশ সদস্য খেলায় অংশগ্রহণ করে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।
- নেপালে অনুষ্ঠিত ১৩তম সাউথ এশিয়ান গেমস-২০১৯-এ বাংলাদেশ জাতীয় হ্যান্ডবল দলের হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ হ্যান্ডবল ক্লাব হতে ৩ জন পুলিশ সদস্য খেলায় অংশগ্রহণ করে তাম্র পদক অর্জন করে।
- নেপালে অনুষ্ঠিত ১৩তম সাউথ এশিয়ান গেমস-২০১৯-এ বাংলাদেশ জাতীয় ভলিবল দলের হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ ভলিবল ক্লাব হতে ১ জন পুলিশ সদস্য খেলায় অংশগ্রহণ করে ।
- ভারতে অনুষ্ঠিত পেসাপালো ১০ম আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড কাপ-২০১৯ এ বাংলাদেশ জাতীয় পেসাপালো দলের হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ পেসাপালো ক্লাব হতে ১৬ জন পুলিশ সদস্য খেলায় অংশগ্রহণ করে রানার-আপ হয়।
- শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট বেসবল এশিয়া কাপ-২০১৯-এ বাংলাদেশ জাতীয় বেসবল দলের হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ বেসবল দল অংশগ্রহণ করে তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

- মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত মালয়েশিয়া দিবস ওয়ার্ল্ড থ্রোবল টুর্নামেন্ট এ বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ হতে ৬ জন পুলিশ সদস্য থ্রোবল খেলায় অংশগ্রহণ করে রানার-আপ হয়।
- ভারতের পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ডিউবল টুর্নামেন্ট এ বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ ডিউবল ক্লাব হতে ৭ জন পুলিশ সদস্য খেলায় অংশগ্রহণ করে রানার-আপ হয়।
- ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল রেসলিং প্রতিযোগিতায় -২০১৯ এ বাংলাদেশ পুলিশ অংশগ্রহণ করে ০১টি স্বর্ণ পদক অর্জন করে।

লজিস্টিকস-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

০১/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে বা পরবর্তী সময়ে যারা অবসরে গিয়েছেন বা যাবেন সেসকল পুলিশ সদস্যদের পরিবারের অনুকূলে আজীবন ০২ (দুই) সদস্যদের জন্য রেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রাধিকারপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের জন্য পোশাক সামগ্রী, জননিরাপত্তা সামগ্রী, এফপিইউ সদস্যদের প্রাপ্য পোশাক সামগ্রী এবং তাঁবু-তারপলিন ইত্যাদি ক্রয়পূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল জেলা/ইউনিটে সরবরাহ করা হয়েছে। রেশন সামগ্রী ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, আসবাবপত্র মেরামত, পোশাক সেলাই, রিবন ক্রয়, বাদক দলের পোশাক ক্রয় ও ১৭-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয় বাবদ জেলা/ইউনিটের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

লজিস্টিকস্ বিভাগের রেশন সফটওয়্যার, ডি-স্টোর সফটওয়্যার, ক্লথিং স্টোর সফটওয়্যার সিস্টেম দ্বারা ম্যানুয়াল পদ্ধতির কার্যাবলিকে ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। লজিস্টিকস্ বিভাগের ডিজিটালাইজ সিস্টেম দ্বারা রেশন স্টোর, ডি-স্টোর, ক্লথিং স্টোর-এর পণ্য ইস্যু প্রক্রিয়াকে দ্রুততর এবং প্রকৃত প্রাপকের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্টোরের মজুত সম্পর্কে যে কোনো সময় ধারণা সংগ্রহ করা যাচ্ছে।

লজিস্টিকস্ বিভাগের রেশন স্টোর সফটওয়্যার

National Central Bureau (NCB) বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সন্ত্রাস, মাদকদ্রব্য পাচার, নারী ও শিশু পাচার, মানব পাচার, অস্ত্র চোরাচালান, মুদ্রা জালিয়াতি, পর্নোগ্রাফি ও যৌন অপরাধ, আর্ন্তজাতিক অপরাধ চক্রসহ অন্যান্য অপরাধীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং অভিবাসী ও প্রবাসীদের বহুবিধ সেবা প্রদানের জন্য NCB-DHAKA, INTERPOL-এর নিজস্ব সার্ভারে সুরক্ষিত I-24/7 System-এর মাধ্যমে INTERPOL General Secretariat (IPSG) এবং INTERPOL-এর অপর ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সার্বক্ষণিক অর্থাৎ (24/7/ ভিত্তিক) যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। INTERPOL সদস্যভুক্ত ১৯৩টি দেশ হতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অপরাধ/তথ্যসংক্রান্ত প্রাপ্ত পত্র এসবি/সিআইডি এবং সংশ্লিষ্ট জেলা/ইউনিটে প্রেরণ করে প্রতিবেদন সংগ্রহকরত সংশ্লিষ্ট দেশের NCBকে অবহিত-করণসহ IPSG-কে অবহিত করা হয়। একইভাবে দেশের বিভিন্ন ইউনিট, সংস্থা ও নাগরিকবৃন্দের প্রয়োজনসংক্রান্ত প্রাপ্ত পত্র/আবেদন সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক NCB সমূহের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়।

রেড নোটিশসংক্রান্ত তথ্য

পূর্বের জের	নতুন জারিকৃত	মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ	প্রত্যাহার	বর্তমান মোট সংখ্যা
৬১	০৬	০৯	০৩	৬৪

NCB-DHAKA বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত পলাতক ৫ (পাঁচ) আসামিদের INTERPOL-এর মাধ্যমে সনাক্তকরণ ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে INTERPOL সদস্যভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।-এর ফলে সাজাপ্রাপ্ত বিদেশে পলাতক ৫ (পাঁচ) জন আসামি লে. কর্নেল (অব্যাহতি) এএম রাশেদ চৌধুরী, লে. কর্নেল (অব্যাহতি) এস এইচ এম বি নুর চৌধুরী, লে. কর্নেল (অব্যাহতি) শরিফুল হক ডালিম, লে. কর্নেল (বরখাস্ত) আব্দুর রশীদ, রিসালদার (অব.) খান মোসলেমউদ্দিন @ মোসলেউদ্দিন-এর বিরুদ্ধে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারীকৃত রয়েছে। আসামি লেঃ কর্নেল (অব্যাহতি) এএম রাশেদ চৌধুরীর অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং আসামি লে. কর্নেল (অব্যাহতি) এস এইচ এম বি নুর চৌধুরীর অবস্থান কানাডাতে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। আসামি এএম রাশেদ চৌধুরী এবং আসামি এস এইচ এম বি নুর চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফেরত আনতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সঙ্গে আইনি জটিলতা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে টাস্কফোর্স হতে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহ-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত বিদেশে পলাতক আসামিদের বিষয়ে অবস্থান শনাক্তকরণের জন্য সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) থানার হত্যা মামলার সঙ্গে জড়িত পলাতক আসামি শ্রী চন্দন কুমার রায়-এর বিরুদ্ধে গত ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখ পুলিশ সুপার, গাইবান্ধা জেলার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে INTERPOL Red Notice জারি করা হয়। INTERPOL-এর সহায়তায় New Delhi, India-তে তার অবস্থান শনাক্তপূর্বক ইন্ডিয়ান পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে বাংলাদেশে আনয়নের জন্য বহিঃসমর্পণ প্রস্তাব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে INTERPOLসদস্যভুক্ত বিভিন্ন দেশসমূহ হতে প্রাপ্ত অনুরোধের ভিত্তিতে বিদেশে অবস্থানরত ২৮১ জন বাংলাদেশির Passport/ID এবং PC/PR নাগরিকত্ব/চাকরির তথ্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাচাইকরত সংশ্লিষ্ট কে অবহিত করা হয়।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে INTERPOL-এর সহযোগীতায় বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে মোট ৬৩ (তেষট্টি জন কর্মকর্তা বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ সিম্পোজিয়ামে-এ অংশগ্রহণ করেন।

জারিকৃত PURPLE NOTICE বিভিন্ন পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহে অবহিত করার মাধ্যমে অপরাধীদের নিত্য নতুন Modus operandi সম্পর্কে হালনাগাদ ধারণা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

Santiago, Chile-এ অনুষ্ঠিত '88th' 'INTERPOL General Assembly Session' সংক্রান্ত সভায় বাংলাদেশ পুলিশের ০৩ (তিন) সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রতিবৎসর বাংলাদেশ সরকার INTERPOL সদর দপ্তরের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্টারপোলে বার্ষিক চাঁদা প্রদান করে থাকে। ২০২০ সালে ICPO INTERPOL-এ বার্ষিক সদস্য চাঁদা বাবদ ৬৫,৮২৮ ইউরো সমপরিমাণ অর্থ বাংলাদেশি টাকায় প্রদান করা হয়েছে।

চাঞ্চল্যকর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বিদেশে পলাতক আসামিদের অবস্থান নিশ্চিতকরণসহ তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে INTERPOL-এর সদস্য দেশসমূহের সঙ্গে NCB-Dhaka, INTERPOL-এর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

ইউএন অ্যাফেয়ার্স-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(১) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গমন করেছে -৩১২ জন।

(২) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রত্যাবর্তন করেছেন -৩০৬ জন

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত পুলিশ কর্তৃক দায়িত্ব পালন

ওয়েলফেয়ার-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ১লা মার্চ তারিখে কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের স্মরণে দেশব্যাপী সকল পুলিশ ইউনিটে 'পুলিশ মেমোরিয়াল ডে' পালন করা হয়েছে।
- ২০১৯ সালে কর্তব্যরত অবস্থায় এবং করোনায়আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী পুলিশ সদস্যদের পরিবারবর্গেকে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে শাড়ি, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি এবং খাবার বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিশেষ ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা ৩৪৮ জন, গুরুতর চিকিৎসা ৪২০ জন ও সাধারণ চিকিৎসা ৪৬৩ জনকে চিকিৎসা সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৪,৮৩৭ জনের অনুকূলে মাসিক কলাণ ভাতা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী পুলিশ ও নন-পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিবার সহায়তা তহবিল হতে ১৮৩ জনের অনুকূলে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মৃত সদস্যদের পরিবারের অনুকূলে বাংলাদেশ পুলিশ কর্মচারী পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতায় ৪১৬ জনকে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

আইসিটি-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রযুক্তিনির্ভর পুলিশিং প্রবর্তনে বাংলাদেশ পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত সেবা জনগণের দোড়গোড়ার পৌঁছে দিতে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ই-পুলিশিং : ই-পুলিশিং প্রজেক্ট বাস্তবায়নের আগে থানাসমূহতে প্রয়োজনের তুলনায় কম্পিউটারের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। যার ফলে অফিসের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হতো। ই-পুলিশিং প্রকল্পের অধীনে ঢাকাস্থ সকল পুলিশ ইউনিট যেমন– পুলিশ সদর দপ্তর, সিআইডি, এসবি, ডিএমপি (সদর দপ্তর) এবং ডিএমপির সকল থানার (৫০/পঞ্চাশটি) মধ্যে আন্তঃসংযোগ (ল্যান) স্থাপন করা হয়েছে। দ্রুত জনসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি থানায় ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার, ডিজিটাল ক্যামেরাসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হয়েছে। দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিএমপি সদর দপ্তরে ০২ (দুই)টি এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স-এ ০২ (দুই) টি কম্পিউটার ল্যাব তৈরী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষ হাতে জনসেবা প্রদানে নিয়োজিত আছেন।

Network Connectivity এবং Network Operation Center (NOC)

বাংলাদেশ সরকারের ইনফো সরকার-৩ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পুলিশের ১০০০টি ইউনিটে Network Connectivity প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটির সার্বক্ষণিক মনিটরিং-এর জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের NCCOM ভবনের Network Operation Center স্থাপন করা হয়েছে।

Online Police Clearance Certificate System

বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক Online Police Clearance Certificate সেবা চালু করা হয়। যেকোনো নাগরিক অনলাইনে Police Clearance Certificate-এর আবেদন করতে পারেন। সার্টিফিকেট বিতরণ সংকুচিত ডিজিটাল সিগনেচার সংযুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে থানার ওসি, পুলিশ সুপার এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়রে কর্মকর্তাগণ দ্রুত স্বাক্ষর প্রদান করতে পারবনে। উক্ত সিস্টেমের সঙ্গে ডিজিটাল সিগনেচার ইন্টগ্রিশেন ও বাস্তবায়নের জন্য API সরবরাহসহ সকল প্রকার কারিগরি সহযোগীতা প্রদান করার জন্য এনআইডি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

E-Traffic Prosecution & Fine Payment System

E-Traffic Prosecution & Fine Payment System সেবাটি চালু করা হয়েছে। অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে জরিমানা পরিশোধ করার ফলে ট্রাফিক পুলিশের কাজে দক্ষতা, গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেবার মান উন্নত হয়েছে। সেবাটি পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল জেলা/মেট্রোপলিটন এলাকায় চালু করা হচ্ছে।

Service Friendly Traffic Management System

জনসাধারনকে দ্রুত ট্রাফিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এটুআই-এর সহযোগীতায় Service Friendly Traffic Management System চালু করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে Software Requirements Specification (SRS) প্রস্তুত করা হয়েছে।

Capacity Enhancement of Data Center

বাংলাদেশ পুলিশ Data Center টি Tier-III মানে উন্নীত করণের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি একনেক অনুমোদিত হয়েছে।-এর মাধ্যমে পুলিশের ডেটা সেন্টারের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং ডাউন টাইম সর্বনিম্ন হবে বিধায় নিরবছিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সেবা নিশ্চিত করা যাবে। উক্ত প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

Facial Recognition Technology

UNODC-এর অর্থায়নে জাপানের NEC-এর সহায়তায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে Facial Recognition Technology স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

অপরাধ-সংক্রান্ত

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অপরাধের ধরন মোট ২৬৭৪০। পূর্ববর্তী বছর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অপরাধের ধরন মোট ২৫৬৪৩। অপরাধের হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+) +১০৯৭ এবং অপরাধের হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)-এর শতকরা হার +৪.২৭। প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় অপরাধের তুলনামূলক চিত্র ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১১৭.৮৪ এবং পূর্ববর্তী বছর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৩১.৩০।

দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ (৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা (আসামির সংখ্যা)	প্রতিবেদনাধীন বছরে গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত ক্রমপুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা	শাস্তি হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ও শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মামলার সংখ্যা ২৮,২৮০টি আসামির সংখ্যা ১,৫৪,৯৬৪ জন	১,১৮৮ জন	৪৯,৩১৯ জন	২০,৭৪৬টি	মামলা ৮,৭৪৮টি আসামি ২১,৫৭৩ জন	

স্থল, নৌ ও আকাশ পথে বাংলাদেশে আগত বিদেশি নাগরিক (যাত্রী)-এর সংখ্যা (জননিরাপত্তা বিভাগ)

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০২০)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৮-১৯)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা
১	২	৩	৪
মোট যাত্রীর সংখ্যা	৯,১০,৫৮১ জন	১২,৩৮,৯৪৩ জন	-(হ্রাস) ৩,২৮,৩৬২ জন
পর্যটকের সংখ্যা	২,৪৯,২২৪ জন	২,৯২,৮৮২ জন	-(হ্রাস) ৪৩,৬৫৮ জন

সীমান্ত সংঘর্ষের সংখ্যা (জননিরাপত্তা বিভাগ)

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০২০)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৮-১৯)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা
১	২	৩	৪
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত	৩৭	২৮	+ (বৃদ্ধি) ০৯ জন
বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত	০১	-	+ (বৃদ্ধি) ০১ জন

সীমান্তে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক হত্যার সংখ্যা

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০২০)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৮-১৯)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা
১	২	৩	৪
বি এস এফ কর্তৃক	২৬ জন	২২ জন	+ (বৃদ্ধি) ০৪ জন
মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কর্তৃক	-	-	-

i¨vwcW G¨vKkb e¨vUvwjqb (i¨ve)

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বর্তমান উন্নয়নশীল বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের নির্ভরতার প্রতীক। নিজ কর্মধারায় উজ্জীবিত হয়ে অর্জন করেছে দেশের মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও আস্থায় সিক্ত একমাত্র 'এলিট ফোর্সের' উপাধি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিজ কার্যে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, সততা, নিরপেক্ষতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে এই এলিট ফোর্স। আভিযানিক কার্যক্রম, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ র‍্যাবকে দিয়েছে আধুনিক ও অভিজাত বাহিনীর উপমা। তথা ২০০৪ সাল ও তার পূর্ববর্তী সময়ে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ, অবৈধ অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার, ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ সমাজ বিনষ্টকারী নানাবিধ অপরাধ তৎপরতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে ২০০৪ সালের ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এলিট ফোর্স র‍্যাব-এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে র‍্যাব সদর দপ্তরসহ সারাদেশে মোট ১৫টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে সগৌরবে র‍্যাব বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দায়িত্ব পালন করছে।

দেশের উন্নয়নে র‍্যাবের কার্যক্রমের প্রভাব

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের শিখরে। যদি বলা হয় এই উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি কী? নিঃসন্দেহে দেশের অভ্যন্তরীণ সুস্থ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিই সর্বাগ্রে স্থান নেবে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে র‍্যাবের সুচিন্তিত, নিরপেক্ষ এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলস্বরূপ দেশে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার আমূল পরিবর্তন আসে। দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগে গতি ফিরে পেয়েছে। দেশের অভ্যন্তরেও শিল্প, কলকারখানায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ জনগণের জীবনযাপনের মানের উন্নয়ন, বাকস্বাধীনতা, কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা, সামাজিক মূল্যবোধের উন্নয়ন হয়েছে। দেশকে এই ভারসাম্য অবস্থানে আনতে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। র‍্যাবের সকল ব্যাটালিয়নসমূহ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে র‍্যাবের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বাহিনী জঙ্গি দমন, অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনসাধারণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। এ সমস্ত দায়িত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, কর্মসূচি ও উৎসবে র‍্যাব ফোর্সেস নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন করে থাকে।-এরই ধারাবাহিকতায় গত ০১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত র‍্যাবের উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নরূপ :

জঙ্গি অভিযান ও গ্রেফতার

র‍্যাবের নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে জেএমবি ও হুজির মতো জঙ্গি সংগঠনকে উৎপাটন করা সম্ভবপর হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে র‍্যাবের ১৪৮টি অভিযানে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ৩১৭ জন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার

বর্তমান সরকারের মাদকের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান র‍্যাবকে আরও বেগবান করেছে। র‍্যাব তার সমগ্র শক্তি দিয়ে মাদকের বিস্তার রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে র‍্যাব কর্তৃক বিভিন্ন মাদকদ্রব্য উদ্ধারের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

ক্রমিক	দ্রব্যের নাম	সর্বমোট	
১।	হেরোইন	৫৪.৭৩০	কেজি
২।	ফেন্সিডিল	২,১৬,০৪৩	বোতল
৩।	গাঁজা	৯,৬৩২.১৫২	কেজি
৪।	বিদেশি মদ/হুইস্কি	৮,৬৪৩	বোতল
৫।	দেশি মদ	৫,৫৯,০৬৬.৫৮৫	লিটার
৬।	বিয়ার	৫৩,৮৩২	ক্যান
৭।	কোকেন	১,৮২০	কেজি
৮।	আফিম	৭২.৬০০	কেজি
৯।	ইয়াবা ট্যাবলেট	৮০,৩০,৩৬৪	পিছ
১০।	প্যাথেডিন ইনজেকশন	৮২৮	পিছ
১১।	ড্রাগ ইনজেকশন	৯,৭৩৯	পিছ
১২।	রেকটিফাইড স্পিরিড	৩৫০	বোতল
১৩।	অ্যালকোহল	১১৯	বোতল
১৪।	বুফ্রিনোপিন ইনজেকশন	১৫,৭০০	পিছ
১৫।	সেক্সচুয়াল ক্যাপসুল	১,০০,০০০	পিছ
১৬।	ওয়েট এটিভেন ড্রাগ/ট্যাবলেট	১২	পিছ
১৭।	ড্রাগ ট্যাবলেট	৭৩৭	পিছ
১৮।	সিগারেট	১২,০৮৯	প্যাকেট

অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বাহিনী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে র‍্যাবের সার্বিক প্রচেষ্টায় গত ০১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত নিম্নরূপভাবে সফলতা অর্জন করেছে :

ক্রমিক	দ্রব্যের নাম	সর্বমোট
১।	রিভলবার (বিদেশি)	৬৫টি
২।	রিভলবার (দেশি)	০৯টি
৩।	পিস্তল (বিদেশি)	২৫১টি
৪।	পিস্তল (দেশি)	০৬টি
৫।	একে ২২ রাইফেল	০১টি
৬।	সিক্স/ওয়ান শুটার গান	২৪৮টি
৭।	এয়ার গান	৪২টি
৮।	শট গান	৩৬টি
৯।	২২ বোর রাইফেল	০৩টি
১০।	এসবিবিএল	৬১টি
১১।	ডিবিবিএল	০২টি
১২।	এলজি/পাইপ গান/স্যুটার/সাটার গান	৯৯টি
১৩।	কাটা রাইফেল/বন্দুক	০৩টি
	সর্বমোট	**৮২৬টি**

প্রশ্নপত্র ফাঁসসংক্রান্ত র‍্যাবের অভিযান

জঙ্গি দমন, অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারের পাশাপাশি বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষা, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি ও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে র‍্যাবের ৪৩টি অভিযানে ৬০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গুজব প্রতিরোধ

বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- Facebook, Twitter, Youtube অথবা Blog ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সরকার/রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন গুজব/বিভ্রান্তিমূলক পোস্ট/মন্তব্য/ছবি/ভিডিও আপলোড করে সামাজিক শান্তি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে র‍্যাব তৎপর রয়েছে। গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানোর অভিযোগে র‍্যাবের ৭১টি অভিযানে ৭৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কিশোর গ্যাং গ্রেফতার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০৪১ এবং সরকারের সন্ত্রাস, জঙ্গি ও মাদকবিরোধী ম্যানডেট বাস্তবায়নে র‌্যাব ফোর্সেস-এর সকল সদস্যগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পথভ্রষ্ট তরুণদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে র‌্যাব গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন কিশোর গ্যাং-এর সঙ্গে জড়িত ২১৮ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।

অর্থ আত্মসাৎসহ প্রতারণার বিরুদ্ধে অভিযান

করোনা টেস্টের ভুয়া রিপোর্ট প্রদান, অর্থ আত্মসাৎসহ প্রতারণার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে সংশ্লিষ্টদের গ্রেফতার করা হয়।

অপহরণকারী গ্রেফতার ও ভিকটিম উদ্ধার

অপহরণকারী গ্রেফতার ও ভিকটিম উদ্ধারসংক্রান্ত কার্যক্রমতে র‍্যাব শুরু থেকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছে। এই ধারাবাহিকতায় র‍্যাব ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৪১ জন অপহরণকারী গ্রেফতার ও ১৬৯ জন ভিকটিম উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

বিভিন্ন গ্রেফতারকৃতদের পরিসংখ্যান

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের অপকর্মের মাধ্যমে দুর্বৃত্তকারীরা সাধারণ জনগণের মনে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে আসছিল। তাদের হামলায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য আহত ও নিহত হয়। এসব অপরাধনির্মূলে র‍্যাবের কার্যকর ভূমিকার দরুন সাধারণ মানুষ আজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছে।-এরূপ অপরাধ দমনে র‍্যাবের কঠোর হস্তক্ষেপে গত ০১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী ২০,১২৩ জনকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

করোনাকালীন আইন-শৃঙ্খলা রোধকল্পে গৃহীত কার্যক্রম এবং সহায়তা প্রদান

ত্রাণ বিতরণ

করোনাকালীন ঘুর্ণিঝড় আম্ফান, বন্যা এবং চলমান করোনাভাইরাসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র অসহায় ২৬,৭০১টি পরিবারকে র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর এবং বিভিন্ন ব্যাটালিয়নসমূহ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ত্রাণ এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও, র‍্যাব কর্তৃক বিভিন্ন জেলা হতে ৩২ জন ত্রাণ আত্মসাৎকারী অসাধু ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

র‍্যাব বাহিনীর সহায়তায় পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর মাধ্যমে নকল মাস্ক/সেনিটাইজার/টেস্টিং কিট উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে অভিযান পরিচালনা করে করোনা টেস্টের ভুয়া সার্টিফিকেট উদ্ধার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ফার্মেসি হতে মেয়াদহীন ওষুধ উদ্ধার করা হয়েছে।

সাদাছড়ি বিতরণ

মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষ্যে র‌্যাব কর্তৃক ৩৫০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মাঝে ১০টি স্মার্ট এবং ৩৫০টি নরমাল সর্বমোট ৩৬০টি সাদা ছড়ি বিতরণ করা হয়।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা প্রদান

র‍্যাব ফোর্সেস সাধারণত স্বতন্ত্রভাবে নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকেও সর্বাত্মকভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমন্বিত সহায়তার বিবরণ দেওয়া হলো :

ক। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য ভিভিআইপির বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এসএসএফ ও পিজিআর-এর সঙ্গে নিরাপত্তা প্রদান করার পাশাপাশি র‍্যাবের বোম্ব ও ডগ স্কোয়াড মোতায়েন করে সুইপিং-এর মাধ্যমে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে;

খ। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করণার্থে র‍্যাব বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক আহূত হরতাল, অবরোধ, বিক্ষোভসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সহিংস এবং ধ্বংসাত্মক কোনো কর্মকাণ্ড দমনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

গ। জাতির পিতার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী, শহিদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বিশ্ব ইজতেমা, থার্টিফার্স্ট নাইট, বড়দিন, বিভিন্ন ঈদ ও পূজাসহ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সকল আচার অনুষ্ঠানে অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে র‍্যাবও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

ভূমি অধিগ্রহণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে র‍্যাব ফোর্সেস-এর জন্য নিম্নবর্ণিত ভূমির আংশিক অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে-

ক।	র‍্যাব-৩, টিকাটুলি ঢাকা ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য-	৫.০০ একর
খ।	র‍্যাব-১১-এর অধীন সিপিসি-২, কুমিলা ক্যাম্প স্থাপনের জন্য-	৩.০০ একর
গ।	র‍্যাব-১২-এর অধীন সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্প স্থাপনের জন্য-	৩.০০ একর

প্রকল্পের অগ্রগতি

‘৭টি র‍্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের সকল কমপ্লেক্স (র‍্যাব-৫ রাজশাহী, র‍্যাব-৬ খুলনা, র‍্যাব-৭ চট্টগ্রাম, র‍্যাব-৮ বরিশাল, র‍্যাব-৯ সিলেট, র‍্যাব-১১ নারায়ণগঞ্জ ও র‍্যাব-১২ সিরাজগঞ্জ)-এর ১২৫০ ব.ফু. অফিসার্স কোয়ার্টার-এর ৪র্থ তলা পর্যন্ত সমাপ্ত এবং ১০০০ ব.ফু. ডিএডি কোয়ার্টার-এর ৩য় তলা পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে এবং উক্ত ইমারতের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ শুরু করা হয়েছে।

অফিসার্স ডিএডি কোয়ার্টার

‘৫টি র‍্যাব কমপ্লেক্স এবং একটি র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় র‍্যাব-২ মোহাম্মদপুরে ৬ তলাবিশিষ্ট ২টি ৮০০ বর্গফুট এসআই কোয়ার্টারের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়াও ৩ তলাবিশিষ্ট অফিসার্স মেস, ৫ তলাবিশিষ্ট ফোর্স ব্যারাক এবং কোত বিল্ডিং সমাপ্ত হয়েছে। র‍্যাব-১০ কামরাঙ্গিরচর ও র‍্যাব-১৩ রংপুর কমপ্লেক্স-এর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।

‘র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান।

রাজস্ব বাজেটে নির্মিত ভবন

উক্ত সময়ে রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তরে একটি ফোর্স ব্যারাক, একটি স্যালভেজ স্টোররুম নির্মাণ করা হয়েছে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে র‍্যাব যেভাবে দেশের জনগণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে তা এক কথায় অনন্য। জনগণের ভালোবাসাই র‍্যাবের মূল চালিকাশক্তি। ‘বাংলাদেশ আমার অহংকার’ এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ র‍্যাবের প্রতিটি সদস্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বলীয়ান র‍্যাব ফোর্সেস উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করবে এবং মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' খ্যাত ২২৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জাতির গৌরব ও আস্থার প্রতীক। বিজিবির রয়েছে সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের কালরাতে বিজিবি (তৎকালীন ইপিআর) সদর দপ্তর, পিলখানায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাপুরুষোচিত আক্রমণে ইপিআর-এর অনেক বাঙালি সদস্য শহিদ হন। আরও অনেকে দখলদার বাহিনীর হাতে আটক ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে পরবর্তীকালে শাহাদত বরণ করেন। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে ইপিআরের সিগন্যাল সেন্টারের কর্মীরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। এ বাহিনীর প্রায় ১২ হাজার বাঙালি সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং শত্রুদের মোকাবিলা করে ৮১৭ জন সদস্য শাহাদত বরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীর ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম এবং ৭৭ জন বীর প্রতীক খেতাব অর্জন করে বিজিবির ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীকে ২০০৮ সালে 'স্বাধীনতা পদকে' ভূষিত করা হয়। কালের বিবর্তনে এ বাহিনীর নাম বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে যুগোপযোগী করতে বিজিবি পুনর্গঠন রূপরেখা-২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী এ বাহিনীর নতুন নামকরণ করা হয় 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ'। ২০১০ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০' পাশের মাধ্যমে এ বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়।-এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ১০ বছরে এ বাহিনীর সর্বক্ষেত্রে সরকারের যুগান্তকারী উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে শৃঙ্খলা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের উৎকর্ষ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিজিবি আজ জনসাধারণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

নিম্নে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিজিবির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হলো :

অপারেশন পরিদপ্তর

অপারেশনাল কর্মকাণ্ড ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় সাফল্য। বিজিবি সদস্যরা দেশের সীমান্ত রক্ষার সুমহান দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে পালন করে আসছেন। 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০' অনুযায়ী এ বাহিনীর কার্যাবলি অর্থাৎ সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা, চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদক পাচারসংক্রান্ত অপরাধসহ অন্যান্য

আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে-কোনো দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে বিজিবি সদস্যরা দিন-রাত পরিশ্রম করছেন। বিজিবির উল্লেখযোগ্য আভিযানিক কর্মকাণ্ড ও সফলতা নিচে তুলে ধরা হলো :

সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধ : সীমান্ত সুরক্ষার মাধ্যমে চোরাচালান প্রতিরোধ করে দেশের অর্থনীতিতে বিজিবি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সর্বমোট ৬৪৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৩৩ টাকার চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে।

৪টি কষ্টি পাথর উদ্ধার

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ যশোর ব্যাটালিয়ন (৪৯ বিজিবি)-এর অধীন বেনাপোল বিওপির টহল দল কর্তৃক ৭৪,৩৪৩ পিস কসমেটিক্স সামগ্রী, ২১৫৬ কেজি ওয়ান টাইম পেপার কাপ এবং বিভিন্ন প্রকার ঔষধসহ ০১টি কাভার্ড ভ্যান আটক করা হয়।

মাদক পাচার প্রতিরোধ : মাদকদ্রব্য পাচারের বিরুদ্ধে বিজিবি 'জিরো টলারেন্স নীতি' গ্রহণ করেছে। সীমান্তে বিজিবির সার্বক্ষণিক কড়া নজরদারির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জব্দকৃত মাদকদ্রব্যের মধ্যে ৬৮,৭৮,৮৬৮ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৪,৩৫,০১৩ বোতল ফেনসিডিল, ২০ কেজি ২০১ গ্রাম হেরোইন, ৮৫,১৪০ বোতল বিদেশি মদ, ৮,৮৫৩ বোতল বিয়ার, ৪,৩৩৯ লিটার দেশি মদ, ৯৭৪৯.১০১ কেজি গাঁজা, ৩,১১,৩০৫ পিস এ্যানেগ্রা/সেনেগ্রা ট্যাবলেট, ১৪,৯১,২৩৭ পিস অন্যান্য ট্যাবলেট এবং ৯,৭৭৫টি নেশা জাতীয় ইনজেকশনসহ বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন (১০ বিজিবি)-এর অধীন যশপুর বিওপি কর্তৃক টহল অভিযান পরিচালনা করে ২০০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল এবং ৩০০০ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়।

গত ৩০ আগস্ট ২০২০ তারিখে কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন (১০ বিজিবি)-এর অধীন বৌয়ারা বাজার বিওপি কর্তৃক টহল অভিযান পরিচালনা করে ৫০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল এবং ৪০০ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়।

টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি)-এর অধীন দমদমিয়া বিওপি কর্তৃক বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ১১ কোটি ৭০ হাজার টাকা মূল্যমানের ৯ লক্ষ ৯০ জাহার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়।

অস্ত্র-উদ্ধার : মাদকদ্রব্যের মতো অস্ত্র পাচারের বিরুদ্ধেও বিজিবির 'জিরো টলারেন্স নীতি' বলবৎ রয়েছে। সে অনুযায়ী বিজিবির গোয়েন্দা তথ্য কাজে লাগিয়ে বিশেষ করে সীমান্তের যেসব এলাকায় অস্ত্রপাচারের প্রবণতা রয়েছে সেখানে বিজিবির বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে। বিজিবির অব্যাহত তৎপরতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৪টি পিস্তল, ৭২টি বিভিন্ন প্রকার গান, ৩৫টি ম্যাগাজিন, ৯,৪৭১ রাউন্ড গুলি, ৫৩টি ককটেল, ০৬টি আর্টিলারিসেল, ৪৪টি ডেটেনেটর ফিউজ এবং ১.৭৫ কেজি গান পাউডার, ৬২টি নিউজেল-৯০ এবং আইইডি ০৩টি উদ্ধার করা হয়।

যশোর ব্যাটালিয়ন (৪৯বিজিবি) কর্তৃক ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ০৩ জন আসামিসহ ১১টি পিস্তল, ২২টি ম্যাগাজিন ৫০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার।

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে আলীকদম ব্যাটালিয়নের (৫৭বিজিবি) কর্তৃক চকরিয়া উপজেলা হতে উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ।

স্বর্ণ উদ্ধার : সীমান্ত দিয়ে স্বর্ণ পাচার প্রতিরোধে বিজিবির নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্য কাজে লাগিয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিজিবির অভিযানে সীমান্তে পাচারের সময় ৬০ কেজি ৭০৮ গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের আর্থিক মূল্য ৩৬,৪২,৪৮০/- টাকা। এ ছাড়া ২৯ জন স্বর্ণ পাচারকারীকে আটক করে থানায় সোপর্দ এবং ২৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে যশোর ব্যাটালিয়নের (৪৯ বিজিবি) বেনাপোল বিওপি কর্তৃক ৩.৪৯৮ কেজি ওজনের ৩০টি স্বর্ণের বারসহ ০২ জনকে আটক করা হয়।

মানব পাচার প্রতিরোধ : সীমান্তে নারী ও শিশু পাচারসহ যে-কোনো ধরনের মানব পাচার প্রতিরোধে বিজিবির কঠোর নীতি অনুসরণ ও গোয়েন্দা তৎপরতার ফলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিজিবির অভিযানে সীমান্তে পাচারের সময় ২৩৪ জন নারী, ১২৭ জন শিশু, ৫৩৪ জন পুরুষ এবং ০২ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। এসংক্রান্ত ২৫১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রাজস্ব আদায়ে ভূমিকা : সীমান্তে বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান দ্রব্য জব্দকরণ এবং ক্যাটেল করিডোরের মাধ্যমে আসা গবাদি পশুর বিপরীতে রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিজিবি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিজিবি ক্যাটেল করিডোর হয়ে আসা ১,৫৬,৪২২টি গবাদি পশুর বিপরীতে ৭ কোটি ৯৪ লক্ষ ৪ হাজার ৬৬০ টাকার রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়েছে।

সীমান্ত সম্মেলন : প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চলতি বছর ২৫-৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে নয়াদিল্লী, ভারতে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও, চলতি অর্থবছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে রিজিয়ন কমান্ডার-বিজিবি ও আইজি-বিএসএফ পর্যায়ে ২টি সীমান্ত সম্মেলন, সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে ২৬টি ও ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে ৯৯টি পতাকা বৈঠক, বিওপি/ক্যাম্প কমান্ডার পর্যায়ে ৪,২৬৯টি এবং ১৬,৮৮২টি যৌথ সীমান্ত টহল অনুষ্ঠিত হয়েছে। অপর দিকে, গত ০৫-০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বিজিবি-বিজিপি (এমপিএফ) সিনিয়র পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব বৈঠকের ফলে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে বিরাজমান সুসম্পর্ক জোরদারসহ সীমান্ত অপরাধ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

গত ০৫-০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিজিবি-বিজিপি (এমপিএফ) সিনিয়র পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন

সীমান্তে প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস : বিজিবি ও বিএসএফ-এর মধ্যে বিরাজমান সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগীতা বৃদ্ধির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে গত এক বছরে সীমান্ত হত্যার ঘটনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তথাপি সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিক নিহতের ঘটনায় বিজিবির পক্ষ হতে বিএসএফের নিকট লিখিত প্রতিবাদলিপি ও পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে জোরালো প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। বিজিবির এসব জোরালো তৎপরতার ফলে সীমান্তে নিহতের ঘটনা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে বলে আশা করা যায়।

'ক্রাইম ফ্রি জোন' ঘোষণা : বিজিবি ও বিএসএফ-এর প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগীতায় ২০১৮ সালের মার্চ মাসে যশোর সীমান্তের পুটখালী ও দৌলতপুর বিওপির মধ্যবর্তী ৮.৩ (আট দশমিক তিন) কিলোমিটার এলাকা প্রথমবারের মতো 'ক্রাইম ফ্রি জোন' বা 'অপরাধমুক্ত এলাকা' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে রেসপন্স ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের সার্ভেইল্যান্স ডিভাইস যেমন– ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, সার্চ লাইট, থার্মাল ইমেজার ইত্যাদি স্থাপন

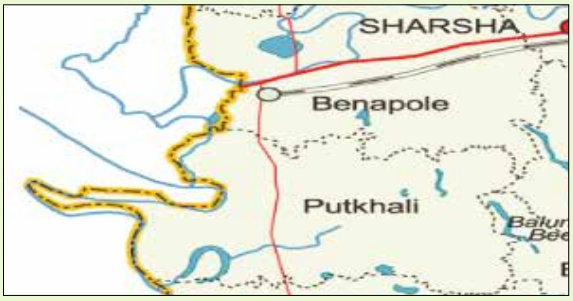

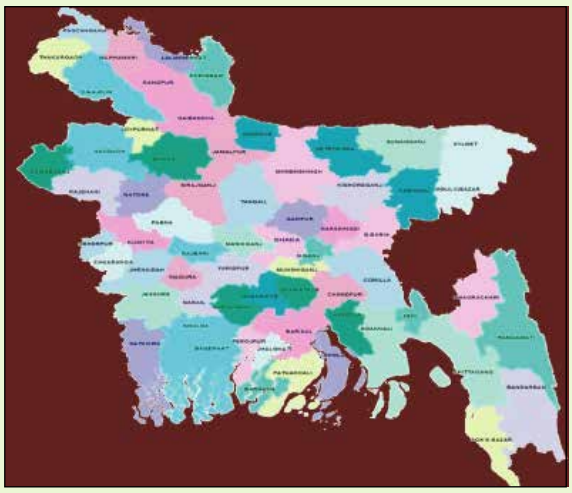

রোহিঙ্গা সংকট ব্যবস্থাপনা : মায়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকেরা (রোহিঙ্গা) আত্মরক্ষার্থে গত আগস্ট ২০১৭ হতে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশকালে বিজিবি তাদের সঙ্গে অত্যন্ত মানবিক আচরণ করে। এ ছাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাময়িক আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান, চিকিৎসা সহায়তা, আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর ও রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে বিজিবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিজিবির এই মানবিক সহায়তা দেশের জনসাধারণের কাছে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ বাহিনী তথা বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে।

মায়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) ক্যাম্পে যৌথ টহল পরিচালনা

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম

অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ

বিজিবির অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে ২০০৯ সাল হতে চলতি বছর পর্যন্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো–

রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন সৃজন ও বিওপি নির্মাণ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর সাংগঠনিক-কাঠামোতে নীতিগত অনুমোদিত ১৫০০০ (পনেরো হাজার) জনবল ৩টি পর্বে বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১ম পর্বের ৪,২৮২ জন জনবলের সমন্বয়ে ইতোমধ্যেই ০১টি রিজিয়ন (কক্সবাজার), ০২টি ব্যাটালিয়ন (নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর) সৃজন করা হয়েছে এবং আরও ০১টি সেক্টর, ০২টি ব্যাটালিয়ন, ০১টি কে-নাইন ইউনিট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ০১টি রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, ০১টি স্টেশন সদর দপ্তর ও ০১টি গার্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন সৃজন করা হবে। অবশিষ্ট জনবল সমন্বয়ে আরও ০১টি রিজিয়ন, ২টি সেক্টর, ০৯টি ব্যাটালিয়ন, ০১টি রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ও ১টি রিজিয়ন রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন সৃজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে নবসৃজিত ০৬টি বিওপির স্থিরচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো–

বিয়ানীবাজার ব্যাটালিয়নের (৫২ বিজিবি) ডাকটিলা বিওপি

শ্রীমঙ্গল ব্যাটালিয়নের (৪৬ বিজিবি) মতরেবল বিওপি

বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম : বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত ও মায়ানমার সীমান্তের ৩২৮ কিলোমিটার স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে যশোর জেলার পুটখালী সীমান্তে ১৩ কিলোমিটার, সাতক্ষীরা জেলার মাদরা সীমান্তে ১১ কিলোমিটার, দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্তে সীমান্তে ১৫ কিলোমিটার, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ সীমান্তে ১০ কিলোমিটার সর্বমোট ৪৯ কিলোমিটার এলাকায় 'বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও টেকনাফ এবং কক্সবাজার সীমান্তে ৫৫ কিলোমিটার, নওগাঁ জেলার হাপানিয়া-করমডাঙ্গা সীমান্তে ১০ কিলোমিটার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মাসুদপুর-জহুরপুরটেক সীমান্তে পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার সর্বমোট ৮০ কিলোমিটার এলাকায় বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে।

সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম-এর কন্ট্রোল/মনিটারিং রুমের মনিটর-এর স্থির চিত্র।

সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম-এর হাইব্রিড টাওয়ার এবং সোলার প্যানেলের স্থিরচিত্র

সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম-এর সার্ভার রুমের স্থিরচিত্র

অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষা : ভারত এবং মায়ানমার-এর সঙ্গে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ৬০টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪৪২ কিলোমিটার সীমান্ত ইতোমধ্যে নজরদারিতে আনা হয়েছে। আরও ২০টি বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তসহ অবশিষ্ট ৯৭ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত নজরদারির আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান। সুন্দরবনের ৬০ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২০ কিলোমিটার এলাকা সুরক্ষিত হয়েছে। আরও ৩টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পরবর্তীকালে কয়েকটি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে সুন্দরবনের অবশিষ্ট অরক্ষিত সীমান্ত পর্যায়ক্রমে সুরক্ষিত করা হবে।

বাঘাইহাট ব্যাটালিয়নের (৫৪ বিজিবি) কান্তালং বিওপি

আঠারবেকী ভাসমান বিওপি

বিজিবিতে (All Terrain Vehicle (ATV) সংযোজন : দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কর্মকাণ্ডকে আরও সুসংগঠিত ও সময়োপযোগী করার নিমিত্তে ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্তে স্থাপিত বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম হতে প্রাপ্ত সিগন্যাল-এর আলোকে দ্রুত রেসপন্স প্রদানের জন্য যে-কোনো দুর্গম রাস্তায় চলাচলে সক্ষম ১৫২টি (All Terrain Vehicle (ATV) বিজিবিতে সংযোজিত হয়েছে।

বিজিবিতে আর্মার্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ার (এপিসি) এবং রায়ট কন্ট্রোল ভেহিক্যাল (আরসিভি) সংযোজন : বিজিবির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তের উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় বিজিবিতে নতুন ১২টি এপিসি ও ১০ আরসিভি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে বিজিবিতে সর্বমোট ৪০টি এপিসি এবং ১০টি আরসিভি বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

বিজিবি পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিজিবি সদস্যদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিজিবির প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ (BGTC&C)-এর আধুনিকায়নসহ প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ঢেলে সাজিয়ে যুগোপযোগী করা হয়েছে। বিজিটিসিএন্ডসি ছাড়াও দ্বিগরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ রিজিয়ন ও সেক্টরসমূহে বিভিন্ন পেশার সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জানুয়ারি ২০২০ সাল থেকে এ যাবৎ সর্বমোট ৬৪৯৩ জন (রিক্রুট মৌলিক প্রশিক্ষণ ২৫২৪ জন, পুরুষ-২৩২৩ জন এবং মহিলা ২০১ জনসহ) বিজিবির প্রশিক্ষণার্থীকে দেশের মধ্যে, সৌদি আরব-এ ২০ জন, US PACOM TEAM-৩০ জন, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ডিভিশনের সঙ্গে শীতকালীন প্রশিক্ষণে বিজিবির ০৫টি ব্যাটালিয়ন, দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাহিরে বিভিন্ন অনলাইন প্রশিক্ষণ/সেমিনারে বিজিবির ০৭ জন অফিসার এবং PARTICIPATION OF BORDER GUARD BANGLADESH IN ARMY LEVEL LOGISTIC CPX 2020 (EX NOBO UDDAM)-এ ১৩ জন অফিসার অংশগ্রহণ করেছেন। নিম্নে প্রশিক্ষণসংক্রান্ত বিভিন্ন স্থিরচিত্র প্রদত্ত করা হলো :

ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন (৩৯ বিজিবি)-এর ব্যবস্থাপনায় রংপুর, সরাইল রিজিয়ন এবং ঢাকা সেক্টরের ৪০ মি. মি. আরএল ফায়ার ঘাটাইল সেনানিবাসে অনুষ্ঠিত হয়।

মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক বিজিটিসিএন্ডসি-এ ৯৫ তম ব্যাচ রিক্রুটদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন ও রিক্রুটদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

আলীকদম ব্যাটালিয়ন (৫৭ বিজিবি)-এর পানঝিরি বিওপির সৈনিকদের এইচএমজির উপর সতেজকরণ প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র।

মহাপরিচালক বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ নতুন ক্রয়কৃত ১২টি আর্মার্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ার (এপিসি) এবং ১০টি রায়ট কন্ট্রোল ভেহিক্যাল-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

সেক্টর কমান্ডার, রামু টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) কর্তৃক পরিচালিত এটিভি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ-২০২০ পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করেন।

বলিপাড়া ব্যাটালিয়ন (৩৮ বিজিবি)-এর অধীন গ্যালেঙ্গা সিআইও ক্যাম্পে ক্যাপসুল প্রশিক্ষণ পরিচালনার স্থিরচিত্র

হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে ক্ষুদ্রাস্ত্র কোর্স ০১/২০২০-এর ৬০ মি. মি. মর্টার ফায়ার অনুশীলন

ক্রীড়াঙ্গনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

ক্রীড়াক্ষেত্রে বিজিবির সাফল্য : বর্ডার গার্ড ক্রীড়া বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজিবির নিয়মিত খেলোয়াড়বৃন্দ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। চলতি বছর অর্থাৎ ২০২০ সালে বৈশ্বিক করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সীমিত আকারে পরিচালিত খেলাধুলার মধ্যেও জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, জাতীয় তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতায় রানার-আপ এবং আন্তঃজেলা পুমসে তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতায় রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া চলতি বছর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে বিজিবির খেলোয়াড়গণ তাদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শন করে বিজিবি তথা দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে।

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ২৯তম জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় বিজিবি হ্যান্ডবল দল অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

গত ০৩-০৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত আন্তঃজেলা পুমসে তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতায় বিজিবি তায়কোয়ানডো দল অংশগ্রহণ করে রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

গত ২৪-২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ১৭তম জাতীয় তায়কোয়নডো প্রতিযোগিতায় বিজিবি তায়কোয়ানডো দল অংশগ্রহণ করে রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ

হেলিকপ্টার ক্রয় : বিজিবির গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাশিয়া হতে অত্যাধুনিক ০২টি Mi-171E হেলিকপ্টার ক্রয় করা হয়েছে।

ডিজিটাল সার্ভেইল্যান্স এন্ড ট্যাকটিকাল রেসপন্স সিস্টেম স্থাপন/সম্প্রসাণের ফলে সীমান্ত এলাকায় যে-কোনো অবৈধ/নিষিদ্ধ সামগ্রীর চোরাচালান বা সন্দেহজনক মুভমেন্ট নিয়নন্ত্রণ কক্ষে স্থাপিত মনিটরে দেখা মাত্র বিজিবি কর্তৃক সীমিত জনবল দিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

ডিজিটাল সার্ভেল্যান্স এন্ড ট্যাকটিকাল রেসপন্স সিস্টেম স্থাপন/সম্প্রসারণ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসাবে এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কর্মকাণ্ডকে আরও সুসংগঠিত, সময়োপযোগী করতে দেশের স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকায় নিশ্ছিদ্র নজরদারি ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার নিমিত্তে ডিজিটাল সার্ভেইল্যান্স এন্ড ট্যাকটিকাল রেসপন্স সিস্টেম স্থাপন/সম্প্রসারণ কাজ চলমান।

Anti-Tank Guided Weapons (ATGW) ক্রয় : ২০১৯-২০ অর্থ State Firm Progress Ukraine হতে সর্বমোট ১৪টি ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র Anti-Tank Guided Weapons (ATGW) (CORSAR) ক্রয় করা হয়েছে।

State Firm Progress Ukraine হতে ক্রয়কৃত Anti-Tank Guided Weapons (ATGW)
স্পর্শকাতর মিয়ানমার ফ্রন্টে মোতায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পূর্ত শাখা

আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি : বিজিবিতে কর্মরত অফিসার, জুনিয়র কর্মকর্তা, অন্যান্য পদবিধারী এবং ৪র্থ শ্রেণির সদস্যদের পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বিভিন্ন রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন এবং প্রতিষ্ঠানে ভৌত ও অবকাঠামোগত সুবিধাদির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে আবাসন সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে 'বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকায় অফিসার/অন্যান্য পদধারী এবং কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অফিসারদের জন্য বহুতলবিশিষ্ট (১২ এবং ১৫ তলাবিশিষ্ট) ৩৬টি ফ্ল্যাট, অন্যান্য পদবির জন্য ৩৩৬টি ফ্লাট, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য ১১২টি ফ্ল্যাটের বহুতলবিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও, বিভিন্ন রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়নে ৪টি অফিসার্স কোয়ার্টার উর্ধ্বমুখী বর্ধিতকরণ, সদর দপ্তর বিজিবিতে সীমান্ত সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণ, ৮টি অফিস বিল্ডিং উর্ধ্বমুখী বর্ধিতকরণ, বিজিবি হ্যাংগার নির্মাণ, ১৪টি সৈনিক ব্যারাক নির্মাণ এবং সৈনিকদের জন্য ২টি ডাইনিং হলসহ অন্যান্য ৫৬টি নির্মাণ কাজ চলমান। উল্লেখ্য, ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ আবাসন সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'সীমান্ত এলাকায় বিজিবির ৭৩টি কম্পোজিট/আধুনিক বিওপি নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান।

জুনিয়র কর্মকর্তাদের জন্য ০১টি ১৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ

জুনিয়র কর্মকর্তাদের জন্য ০১টি ১৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ

অন্যান্য পদবির পারিবারিক বাসস্থান

৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পারিবারিক বাসস্থান

প্রশাসন পরিদপ্তর

বিজিবি সদস্যদের কল্যাণে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান : প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিল হতে ২০২০ সালে এসএসসি এবং সমমানের পরীক্ষায় লেটার/গ্রেডিং সিস্টেমের আওতায় জিপিএ-৪০০ বা তদূর্ধ্ব পয়েন্ট প্রাপ্ত ৩৬১ জন বিজিবি সন্তানের শিক্ষাবৃত্তি বাবদ সর্বমোট ৩,৬১,০০০/- (তিন লক্ষ একষট্টি হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

নিহত/আহত বিজিবি সদস্যদের পরিবারকে অনুদান প্রদান : ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বিজিবিতে কর্মরত অবস্থায় সরকারি কর্তব্য পালনে দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে নিহত/আহত ১৩ জন সদস্য/পরিবারের উত্তরাধিকারীদের ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর জুনিয়র কর্মকর্তা ও হাবিলদারগণের বেতন গ্রেড উন্নীতকরণ : বিজিবির সুবেদার মেজর ৬ষ্ঠ গ্রেড হতে ৫ম গ্রেড, সুবেদার ৭ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড, নায়েব সুবেদার ৮ম গ্রেড হতে ৭ম গ্রেড এবং হাবিলদার ১৩তম গ্রেড হতে ১১তম গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা, যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাহিনীর সদস্যদের কর্মস্পৃহা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশবাসীর আস্থা ও ভালোবাসায় সিক্ত 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বিজিবি সদস্যরা সার্বক্ষণিক দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বাংলাদেশের জলসীমা ও উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষা, দুর্যোগ মোকাবিলা ও দুর্যোগ পরবর্তী সহায়তা প্রদান, বনদস্যুতা দমন, চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্য পাচার রোধ, সমুদ্র পথে অবৈধভাবে মানব পাচার রোধ ও মৎস্য সম্পদ রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতা, প্রাজ্ঞ দিক-নির্দেশনা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগীতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর অপারেশনাল কর্মকাণ্ড পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাফল্যের হারও আশাপ্রদভাবে বেগবান হয়েছে। উপকূল এলাকাসহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর উপর অর্পিত দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় নজরদারি ও সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা বৃদ্ধি করায় অবৈধ কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এ বাহিনীর সদস্যরা প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানা তৎসংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চল এবং বিভিন্ন নদ-নদীতে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নির্ভরতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছে। কালের পরিক্রমায় আজ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূলীয় অঞ্চলে একটি আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।-এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক প্রায় ১,৮২৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার অধিক অবৈধ দ্রব্য সামগ্রী আটক করে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

অপারেশনাল কর্মকাণ্ডে সাফল্য

চোরাচালান প্রতিরোধ

শুধু চোরাচালান প্রতিরোধ অপারেশান বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রায় ১৬১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার বিভিন্ন প্রকার চোরাচালান পণ্য আটক করেছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন (চট্টগ্রাম) কর্তৃক আটককৃত স্বর্ণের বার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, দক্ষিণ জোন (ভোলা) কর্তৃক আটককৃত অবৈধ শাড়ি ও কাপড়

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৪৩টি অবৈধ অস্ত্র, ৫৪ রাউন্ডস তাজা গোলা, ০৯ রাউন্ডস ব্ল্যাংক কার্টিজ ও ৯৬টি দা/রামদা/ছুরি আটক করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৩৫৫ জন বনদস্যু/জলদস্যু/ডাকাত/অন্যান্য অবৈধ কাজে জড়িত ব্যক্তি আটক করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পূর্ব জোন (চট্টগ্রাম) কর্তৃক আটককৃত অস্ত্র ও ডাকাত

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পশ্চিম জোন (মংলা) কর্তৃক আটককৃত অস্ত্র ও ডাকাত

মৎস্যসম্পদ রক্ষা

মৎস্যসম্পদ রক্ষা অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রায় ১৫৫২ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা অর্থমূল্যের ১২,১৫,৪৬০ কেজি জাটকা/মা ইলিশ, ৩০,৫১,৬২,৮৫০ মিটার কারেন্ট জাল, ৭,১০,০৮,৯৫৮ মিটার অন্যান্য জাল, ১,৫৪,৯৮৩টি মশারি/বেহুন্দি জাল এবং ১৫,৪১,৮১,৯৪৫ পিস চিংড়ি পোনা আটক করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পূর্ব জোন (চট্টগ্রাম) কর্তৃক আটককৃত অবৈধ কারেন্ট জাল

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোন কর্তৃক আটককৃত জাটকা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিয়মিতভাবে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রায় ১০৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য আটক করেছে যার মধ্যে ২৭,০৩,১৮০ পিস ইয়াবা, ২,১৭৫ বোতল/ক্যান বিভিন্ন প্রকার মাদক, ২,৩৭৮ লিটার দেশীয় মদ ও ০৯ কেজি গাঁজা রয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন (চট্টগ্রাম) কর্তৃক আটককৃত অবৈধ ইয়াবা ও পাচারকারী

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন (মংলা) কর্তৃক আটককৃত বিদেশি মদ ও পাচারকারী

বনজসম্পদ রক্ষা

সুন্দরবনসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মূল্যবান বনজসম্পদ রক্ষায় পরিচালিত অভিযানে কোস্ট গার্ড অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রায় ০৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকার প্রায় ১৫,৭৯৩ ঘনফুট বিভিন্ন প্রকার বনজসম্পদ আটক ও ১১টি তক্ষক উদ্ধার করেছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন (মংলা) কর্তৃক উদ্ধারকৃত তক্ষক

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন (ভোলা) কর্তৃক আটককৃত হরিণের মাংস ও শিকারি

ভারতীয় কোস্ট গার্ড মহাপরিচালকের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সফর

মহাপরিচালক, ভারতীয় কোস্ট গার্ড-এর প্রতিনিধিত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল গত ১৫-১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সফর করেন। সফরকালে প্রতিনিধিদল কর্তৃক সদর দপ্তর ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ভারতীয় কোস্ট গার্ড-এর মধ্যকার ৫ম উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক (5th High Level Meeting) এ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত বৈঠকে উভয় কোস্ট গার্ড-এর মধ্যকার আঞ্চলিক সহযোগীতা বৃদ্ধি, সাগরে অবৈধ কর্মকাণ্ড রোধ, পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা ও নাবিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্স ও দুদেশের কোস্ট গার্ড জাহাজের শুভেচ্ছা সফরসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় যা উভয় দেশের কোস্ট গার্ড-এর মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ছাড়াও মহাপরিচালক ভারতীয় কোস্ট গার্ড, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, নৌবাহিনী প্রধান এবং সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সহিত মহাপরিচালক ভারতীয় কোস্ট গার্ড প্রধান-এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও ভারতীয় কোস্ট গার্ড-এর প্রতিনিধি দলের উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক

তুরস্ক কোস্ট গার্ড প্রধান সফরসঙ্গীসহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সফর

তুরস্ক কোস্ট গার্ড প্রধান সফরসঙ্গীসহ গত ০৩-০৬ ডিসেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সফর করেন। সফরকালে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকে উভয় দেশের কোস্ট গার্ড-এর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, সহযোগীতা প্রদান এবং কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা ও নাবিকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সফরসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সফরকালে তুরস্ক কোস্ট গার্ড প্রধান মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, নৌবাহিনী প্রধান এবং সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করেন।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে তুরস্ক কোস্ট গার্ড প্রধান-এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

তুরস্ক কোস্ট গার্ড প্রধান-এর বাংলাদেশ সফর

দুর্যোগকালীন গৃহীত কার্যক্রম

দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরে সৃষ্ট লঘুচাপ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে গত ১৫ মে ২০২০ 'ঘূর্ণিঝড় আম্পান'-এ পরিণত হয়। এ সময়ে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ সকল জোনসমূহে ঘূর্ণিঝড় মনিটরিং সেল গঠন করত উপকূলীয় এলাকার কোস্ট গার্ডের নিজস্ব স্টেশান/আউটডপোস্ট, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। ঘূর্ণিঝড়ের সময় উপকূলীয় অঞ্চলে কোস্ট গার্ড স্টেশন, আউটপোস্ট ও সিসিএমসি সাইক্লোন আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে প্রস্তুত রাখা হয়। এছাড়া যে-কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য মেডিক্যাল টিম এবং ডাইভিং টিম প্রস্তুত রাখা রাখা হয়। দুর্যোগকালীন উপকূলীয় এলাকার ১০,৯৭৩ জনকে দুর্ঘটনাকবলিত বিভিন্ন স্থান হতে নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরের পাশাপাশি অনেক গবাদিপশুর নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তন্মধ্যে ২,৪২৭ জন কোস্ট গার্ড-এর বিভিন্ন স্টেশান/আউটপোস্ট/সিসিএমসিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ ছাড়াও ঘূর্ণিঝড় শেষে উপকূলীয় এলাকায় এ বাহিনীর জাহাজ ও বোটের মাধ্যমে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়। কোস্ট গার্ড কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় আম্পানকবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা ও ১০,২০০টি পরিবারের মাধে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক দুর্যোগকালীন সহায়তা ও ত্রাণ বিতরণ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যাদি

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য 'এনহ্যান্সমেন্ট অব অপারেশনাল ক্যাপাবিলিটি অব বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন ও ০৬টি হাইস্পিড বোট (বড়ো) নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের সঠিক অগ্রগতি নিম্নরূপ :

০১টি ফ্লোটিং ক্রেন ও ০৬টি হাইস্পিড বোট (বড়ো)

এই বাহিনীর জন্য এ প্রকল্পের আওতায় খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ-এ ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন ও ০৬টি হাইস্পিড বোট (বড়ো) নির্মাণ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, যা আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২১-এর মধ্যে এ বাহিনীর বহরে সংযুক্ত হবে মর্মে আশা করা যায়।

নির্মাণাধীণ ফ্লোটিং ক্রেন

নির্মাণাধীণ হাই স্পিড বোট (বড়ো)

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ প্রকল্প

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ০২টি ইনশোর প্যাট্রল ভেসেল (আইপিভি), ০৬টি হাইস্পিড বোট (বড়ো), ০২টি টাগ বোট, ০২টি হাইস্পিড বোট (ডাইভিং) ও ০২টি হাইস্পিড বোট (ফেরি) নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি নিম্নরূপ :

০২টি ইনশোর প্যাট্রল ভেসেল (আইপিভি) : বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ০২টি ইনশোর প্যাট্রল ভেসেল (আইপিভি) নির্মাণ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ডকইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক নির্মাণাধীন আইপিভি

০৬টি হাইস্পিড বোট (বড়ো)

এ বাহিনীর জন্য একই প্রকল্পের আওতায় ডকইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ নারায়ণগঞ্জ-এ ০৬টি হাইস্পিড বোট (বড়ো) নির্মানাধীণ রয়েছে, যা আগামী ২৬ মার্চ ২০২১-এর মধ্যে এই বাহিনীর বহরে সংযুক্ত হবে মর্মে আশা করা যায়।

ডকইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক নির্মাণাধীন হাইস্পিড বোট (বড়ো)

০২টি হাইস্পিড বোট (ডাইভিং) ও ০২টি হাইস্পিড বোট (ফেরি)

এই বাহিনীর জন্য একই প্রকল্পের আওতায় ডকইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ নারায়ণগঞ্জ-এ ০২টি হাইস্পিড বোট (ডাইভিং) ও ০২টি হাইস্পিড বোট (ফেরি) নির্মানাধীণ রয়েছে, যা আগামী ফেব্রুয়ারি ২০২১-এর মধ্যে এ বাহিনীর বহরে সংযুক্ত হবে মর্মে আশা করা যায়।

খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক নির্মাণাধীন হাইস্পিড বোট (ডাইভিং)

খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক নির্মাণাধীন হাইস্পিড বোট (ফেরি)

‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ০৩টি স্টেশনে প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক নিবাস নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ০৩টি স্টেশনে প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক নিবাস নির্মাণ’ শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় টেকনাফ, কৈখালী ও লক্ষ্মীপুর স্টেশনে ৩টি প্রশাসনিক ভবন, ৩টি নাবিক নিবাস এবং ৩টি সাব-স্টেশনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ৯০% অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

টেকনাফ, লক্ষ্মীপুর ও সাতক্ষীরায় নির্মাণাধীন নাবিক নিবাস ভবন

‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য লজিস্টিকস্ ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা’ শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জাহাজ, বোট ও পন্টুনসহ অন্যান্য জলযানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্ত ‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য লজিস্টিকস্ ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ ডকইয়ার্ড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণসহ স্লিপওয়ে, পন্টুন ও জেটি নির্মাণ, নদীরক্ষা বাঁধ নির্মাণ, বিভিন্ন ওয়ার্কশপ নির্মাণ ও বিশেষায়িত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যুরো অব রিসার্চ, টেস্টিং এন্ড কনসালটেশন (বিআরটিসি), বুয়েট-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের WD-1 ও WD-2 প্যাকেজভুক্ত সিএসডি প্রশাসনিক ভবন ও অফিসার্স মেস ভবনদ্বয়ের গ্রেট বিম পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া WD-6 প্যাকেজভুক্ত ভূমি উন্নয়ন, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, গার্ড রুম কাম রিসেপশন রুম, আরসিসি রোড নির্মাণ এবং WD-7 প্যাকেজভুক্ত মাস্টার ড্রেন নির্মাণ, ৫০,০০০ গ্যালন ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ, ১৫০ ও ৩০০ মি.মি. জিআই নলকূপ স্থাপনের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি উন্নয়নের কাজ ৬০% সমাপ্ত হয়েছে।

নির্মাণাধীন প্রশাসনিক ভবন ও অফিসার্স

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য 'The Project for the Improvement of Rescue Capacities in the Coastal and Inland waters' শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য 'The Project for the Improvement of Rescue Capacities in the Coastal and Inland waters' প্রকল্পের আওতায় জাপান সরকারের JICA অনুদান হিসাবে ২৪টি রেসকিউ বোট (০৪টি ২০ মিটার এবং ২০টি ১০ মিটার) পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। সম্প্রতি ১০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোটের নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তরের জন্য গত ১৮ নভেম্বর ২০২০ চট্টগ্রাম বন্দরে সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বোটসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মাণ কার্য সমাপনান্তে আগামী মে ২০২১-এর মধ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর নিকট হস্তান্তর করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

১০ মিটার রেসকিউ বোট

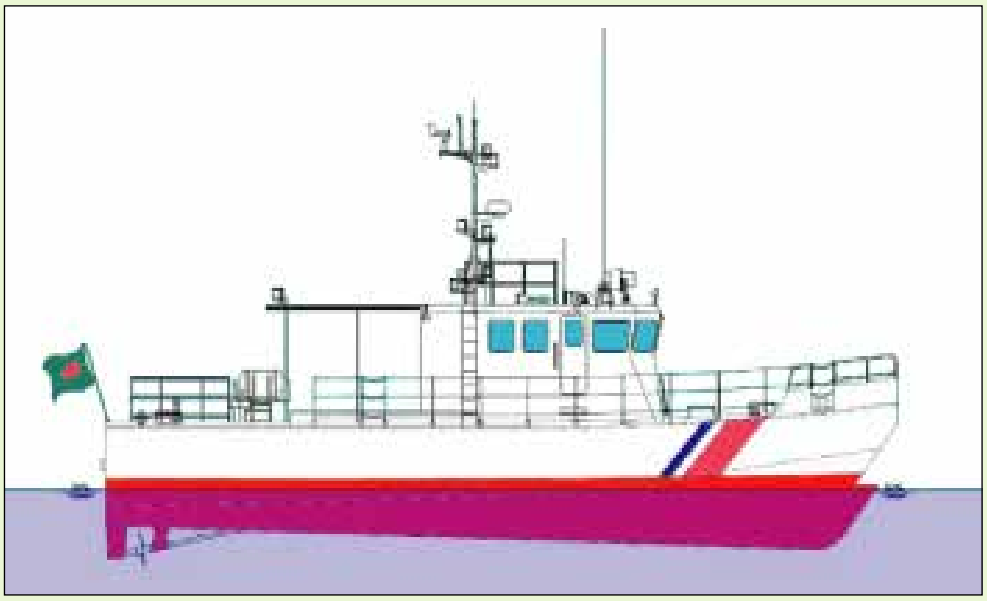

২০ মিটার রেসকিউ বোট

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য

ক। গত ১৫-১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঢাকাস্থ সদর দপ্তরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ও ভারতীয় কোস্ট গার্ড-এর মধ্যকার ৫ম উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক (5th High Level Meeting) অনুষ্ঠিত হয়;

খ। গত ০৩-০৬ ডিসেম্বর ২০১৯ কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও তুরস্ক কোস্ট গার্ড প্রধান-এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়;

গ। 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০২টি আইপিভি নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে যা এ বাহিনীতে সংযোজিত হবে;

ঘ। 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০২টি টাগ বোটের নির্মাণ কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে যা কোস্ট গার্ড বহরে সংযোজিত হবে;

ঙ। এ ছাড়াও 'এনহ্যান্সমেন্ট অব অপারেশনাল ক্যাপাবিলিটি অব বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক ০১টি ফ্লোটিং ক্রেনের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত ফ্লোটিং ক্রেনটি নিকটবর্তী সময়ে কোস্ট গার্ড-এর নিকট হস্তান্তর করা হবে; এবং

চ। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এ কর্মরত ধর্মীয় শিক্ষকদের পদসমূহ টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪০তম জাতীয় সমাবেশ কুচকাওয়াজ-এ বাহিনীর সদস্য-সদস্যাদের মাঝে প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সেবা পদক প্রদান করছেন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী হিসাবে ১৯৪৮ সাল হতে অদ্যাবধি দেশের শান্তি শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধসহ দেশের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে এ বাহিনীর গৌরবময় অবদান রয়েছে। এই বাহিনীর সদস্য-সদস্যাগণ দেশের জননিরাপত্তায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যতা দূরীকরণে সদা জাগ্রত। এ ছাড়াও সদস্যরা দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সর্বত্র সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা বিধান, নারীর ক্ষমতায়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ সকল প্রকার নির্বাচন, সড়ক ও জনপথ রক্ষা, রেলপথ রক্ষা, যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে দায়িত্ব পালন, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা, মার্কেট এবং জাতীয় সংসদ, নৌ, বিমান ও স্থলবন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে এ বাহিনীর সদস্যদের কর্তৃক নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বীকৃতিস্বরূপ সরকারের উচ্চ পর্যায়সহ সকল মহলে এ বাহিনী প্রশংসা কুড়িয়েছে। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সার্বিক জননিরাপত্তা কার্যক্রমে পুলিশের সঙ্গে এবং পার্বত্য এলাকায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে এই বাহিনীর ব্যাটালিয়ন আনসারগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। এ ছাড়াও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে সার্বক্ষণিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সুখী, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ রাষ্ট্র গঠনে দেশের সর্বত্র শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধান করাই হলো এ বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দেশের জননিরাপত্তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বাহিনীর সেচ্ছাসেবী সদস্যকে মানব সম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং সরকারের নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও আভিযানিক কার্যক্রমে অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে অংশগ্রহণ এ বাহিনীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি

ক। জননিরাপত্তামূলক কোনো কাজে সরকার বা সরকারের অধীন কোনো কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান এবং অন্য কোনো নিরাপত্তামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা;

খ। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত যে-কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা;

গ। দেশের যে-কোনো জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কাজে অংশগ্রহণ করা; এবং

ঘ। সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত যে কোন কাজ পরিচালনা করা।

এ ছাড়াও এ বাহিনী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কারিগরি, মৌলিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরকরণে সার্বিক সহায়তা করে থাকে।

বাহিনীর জনবল-কাঠামো

ক্রমিক নং	বাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারী	মোট ব্যাটালিয়নের সংখ্যা	সর্বমোট জনবল সংখ্যা	মন্তব্য
০১।	স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী	৩৭টি × ৪১৬ জন	৩,৩৭৫ জন	নিয়মিত
০২।	ব্যাটালিয়ন আনসার (পুরুষ) (পুনর্গঠিত)	০২টি × ৪০৪ জন	১৫,৩৯২ জন	-ঐ-
০৩।	ব্যাটালিয়ন আনসার (পুরুষ)	০২টি × ৪০৪ জন	৮০৮ জন	
০৪।	ব্যাটালিয়ন আনসার (মহিলা)	০২টি × ৪০৪ জন	৮১৬ জন	-ঐ-
০৫।	আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন	০১টি × ৪০০ জন	৪০০ জন	-ঐ-
০৬।	মহিলা আনসার		৬৭২ জন	-ঐ-
		সর্বমোট	**২১,৪৬৩ জন**	

ক্রমিক নং	পদবী	জনবল	মন্তব্য
০১।	অঙ্গীভূত সাধারণ আনসার	৪৮,৫৪০ জন	ভাতাভিত্তিক/স্বেচ্ছাসেবী
০২।	প্লাটুনভুক্ত সাধারণ আনসার	২,৩৩,৩০১ জন	-ঐ-
০৩।	ভিডিপি সদস্য	৫৫,৯৭,৪৯৪ জন	-ঐ-
০৪।	হিল আনসার	৬০০ জন	-ঐ-
০৫।	হিল ভিডিপি	৭,৮৮৭ জন	-ঐ-
০৬।	বিশেষ আনসার (আত্মসমর্পণকৃত)	৪৮০ জন	-ঐ-
০৭।	টিডিপি (শহর প্রতিরক্ষা দল)	২,০৩,৬১০ জন	-ঐ-
	সর্বমোট	**৬০,৯১,৯১২ জন**	

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক। প্যারা-মিলিটারি ফোর্স হিসাবে আনসার ব্যাটালিয়নের সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস দমন, মাদক নিয়ন্ত্রণ, ও জঙ্গিবাদ নিরসনে এই বাহিনীর কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পদবির সদস্যদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সরকারের জননিরাপত্তা বিভাগকে অধিকতর ফলপ্রসূ করা;

খ। পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও উন্নততর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

গ। সমগ্র দেশে বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থাপনায় একটি সামগ্রিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা;

ঘ। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, যৌন হয়রানি প্রভৃতি রোধকল্পে ভিডিপি সদস্য সদস্যাদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা; এবং

ঙ। প্রত্যেক গ্রামে/ওয়ার্ডে সক্রিয় ভিডিপি প্লাটুন প্রস্তুত করে জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

প্রশাসনিক কার্যক্রম

আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন

ক। আনসার বাহিনীর কর্মকর্তাদের পোশাক বিধিমালা-২০০৪ গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখে সংশোধন করা হয়েছে।

খ। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিসিএস (আনসার) ক্যাডারের ৬টি উপ-মহাপরিচালক ও ৭টি পরিচালক পদসহ ১৩ (তেরো)টি পদ রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে সৃজিত হয়েছে।

গ। ব্যাটালিয়ন আনসার, ল্যান্স নায়েক ও নায়েক পদের বেতন গ্রেড ১৭, ১৬ ও ১৫তম গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে।

ঘ। গত ১৮/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন সৃজন করা হয়েছে।

ঙ। গত ২২/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখে ৩৭টি আনসার ব্যাটালিয়নের জনবল ৪১৬ জন থেকে ৪২৫ জনে পুনর্গঠন করা হয়েছে।

সাংগঠনিক-কাঠামো/পদ সৃজন কার্যক্রম

ক। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যাটালিয়নের সাংগঠনিক-কাঠামোতে ০১টি পরিচালক ও ০১টি সহকারী পরিচালক পদ সৃজনসহ জনবল ৪১৬ থেকে ৪২৫ জনে উন্নীতকরণ (০১টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ০৩টি নতুন ব্যাটালিয়ন সৃজনসহ ৩৭টি ব্যাটালিয়নের জনবল পুনর্গঠন করে বিভিন্ন পদবির মোট ৪৭৩২টি পদ সৃজন) করা হয়েছে।

খ। জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (VIP) গণের 'হাউজ গার্ড' হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৪১১ জন জনবলবিশিষ্ট ০১টি 'আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন' গঠন করা হয়েছে।

গ। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিসিএস (আনসার) ক্যাডারের ৬টি উপ-মহাপরিচালক ও ৭টি পরিচালক পদসহ ১৩ (তেরো)টি পদ রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে সৃজিত হয়েছে।

বাহিনীর সাংগঠনিক উন্নয়নে চলমান কার্যক্রম

ক। মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষ্যে 'মুজিবনগর আনসার ব্যাটালিয়ন' গঠনের কার্যক্রম সরকারি পর্যায়ে চলমান।

খ। ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ২০২০ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।

গ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অঙ্গীভূত ৬০০ জন হিল আনসার ও ৪৮০ জন বিশেষ আনসারের স্থায়ীকরণের কার্যক্রম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উন্নয়নমূলক (পূর্ত) কার্যক্রম

ক। অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা খাতে ১১৪টি মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

খ। অনাবাসিক ভবন খাতের আওতায় ৯টি এস এম ব্যারাক ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, খুলনা রেঞ্জ-এর রেস্ট হাউজের ৩য়-তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং ৬টি উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

গ। বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত ও সংস্কার খাতে ৬টি কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে

ঘ। ক্রীড়া সামগ্রী খাতে ৩টি কাজ (সিনথেটিক অ্যাথলেটিক টার্ফ-এর জন্য সাব-বেইজ, কার্পেটিং ও ড্রেনেজ সিস্টেমস নির্মাণ) বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং টার্ফ স্থাপন কাজ চলমান।

ঙ। সদর দপ্তরে আনসার ও ভিডিপির অফিসারদের জন্য জিমনেশিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান।

চ। সদর দপ্তরে আনসার ও ভিডিপির ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের জন্য বিনোদন কক্ষ ও জিমনেশিয়াম তৈরি করা হয়েছে।

ছ। আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে প্রধান গেইট নির্মাণ করা হয়েছে।

জ। খিলগাঁওস্থ চৌধুরীপাড়ায় আনসার অফিসার্স কমপ্লেক্স মেরামত ও সংস্কার কাজ করা হয়েছে।

চলমান কার্যক্রম

ক। ময়মনসিংহ, ফেনী ও মানিকগঞ্জ জেলায় রেস্ট হাউজ নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

খ। কক্সবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলায় এস এম ব্যারাকের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ চলমান।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় সাফল্য

জেলা ও ব্যাটালিয়ন সদরে আনসার ও ভিডিপির ব্যারাকসমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প প্রকল্পটি বর্তমানে চলমান। ২৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯টি কেন্দ্রসহ মোট ১৮টি কেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

নিয়োগ/পদোন্নতি কার্যক্রম

ক। অনলাইন পদ্ধতিতে আবেদন গ্রহণ ও প্রচলিত কোটা পদ্ধতি অনুসরণসহ সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক ২য় শ্রেণির সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট/সমমান পদের ৪০ জন এবং বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক ৩য়-৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদবির ২৫০ জন এবং ১০০০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

খ। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৫৯ বছর পূর্তিতে বিভিন্ন পদবির ৩১০ জন এবং ২৫ বছর চাকরি পূর্তিতে বিভিন্ন পদবির ৮৪ জন স্বেচ্ছায় মোট ৩৯৪ জন স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যের অবসর (পিআরএল-এ) গমণের মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়েছে।

গ। মৃত্যুজনিত পেনশন ৫৯ জন, অক্ষমতাজনিত পেনশন ১১ জন, ২৫ বছর পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরজনিত পেনশন ৬৮ জন এবং ৫৯ বছর পূর্তিতে বিভিন্ন পদবির ৩০৭ জনের পেনশন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

ঘ। ব্যাটালিয়ন আনসার হতে ল্যান্স নায়েক পদে ১৮০৮ জন সদস্যেকে প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে ১৬২৪ জন সদস্যকে পদোন্নতি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

সমাবেশ উদ্‌যাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিবসহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ২০২০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ৪০তম জাতীয় সমাবেশ-২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সমাবেশের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪০তম জাতীয় সমাবেশ-২০২০-এর শুভ উদ্বোধন করেন।

মুজিববর্ষ-২০২০ উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশত বার্ষিকী (মুজিববর্ষ-২০২০) উদযাপন উপলক্ষ্যে সারাবছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির আয়োজন সম্পন্ন করা হয়। এ বছর করোনা ভাইরাসজনিত সৃষ্ট বিরূপ পরিস্থিতির কারণে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাস্তবায়ন বা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক মুজিববর্ষ-২০২০ উদ্‌যাপনে গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরূপ :

প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আনসার ও ভিডিপি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসকল অবদান রেখে চলেছে তার উপর 'স্বপ্ন পূরণের পথযাত্রায় বাংলাদেশ' নামক একটি প্রামাণ্যচিত্র উদ্বোধন করে সারা দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও বাহিনীর সকল ইউনিটে প্রদর্শনের পরিকল্পনা থাকলেও কোভিড-১৯ কারণে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কোভিড-১৯-এর '২য় ঢেউ (2^{nd} Wave)' পর্যবেক্ষণ করে শীঘ্রই-এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ৪০তম জাতীয় সমাবেশ, ২০২০-এর জন্য প্রস্তুতকৃত ও প্রদর্শিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম নিয়ে নির্মিত 'নাটিকা' চলমান ভিডিপি প্রশিক্ষণে প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং অন্যান্য সকল প্রশিক্ষণের (এমএসএইচ কোর্স) পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তিপূর্বক প্রদর্শন করা হবে।

মুজিববর্ষে আভিযানিক সেবা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম : নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কর্মসূচি যেমন : নাটক, প্রামাণ্যচিত্র ও প্রোমো তৈরি করে তা টেলিভিশনে প্রচারের করা হবে। এ ছাড়াও বছরব্যাপী মাদকদ্রব্য

নিয়ন্ত্রণ বা মাদক বিরোধী প্রচার অভিযান, সন্ত্রাস দমন, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্য বিবাহ বিরোধী কার্যক্রম, চোরাচালান প্রতিরোধ, জঙ্গিবিরোধী কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়সমূহে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বা মাদকবিরোধী প্রচার অভিযান' ও 'নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক নাটিকা বিটিভি (BTV)-তে সম্প্রচারিত হয়েছে এবং পুনরায় সম্প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বিষয় যেমন: সন্ত্রাস দমন, বাল্য বিবাহবিরোধী কার্যক্রম, চোরাচালান প্রতিরোধ, জঙ্গিবিরোধী কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক নাটিকা প্রস্তুত এবং সম্প্রচারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কর্ণার নির্মাণ : বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তর ও আনসার একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুরসহ সকল ইউনিটে 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান।

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ : বাংলাদেশ গেমস-এ চ্যাম্পিয়ন হওয়াসহ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ক্রীড়া ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন বিশ্বমানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া কমপ্লেক্স'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। আগামী ১৫/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে 'সিনথেটিক টার্ফ' স্থাপনের প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী জার্মানি থেকে বাংলাদেশে পৌঁছাবে। আনসার ভিডিপি একাডেমিতে বাংলাদেশের ৪র্থ সিনথেটিক অ্যাথলেটিক টার্ফ স্থাপিত হলে তা 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া কমপ্লেক্স'-এর উল্লেখযোগ্য অংশ হিসাবে গণ্য হবে।

'বঙ্গবন্ধু ও সামাজিক নিরাপত্তা' শীর্ষক কোর্স মাস্টার্স ইন হিউম্যান সিকিউরিটি (এমএইচএস) প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্তিকরণ : সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর যেসকল পরিকল্পনা ছিল এবং দেশ ও জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপসমূহকে নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু ও সামাজিক নিরাপত্তা' নামক একটি কোর্স মাস্টার্স ইন হিউম্যান সিকিউরিটি (এমএইচএস) প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই তা বাস্তবায়িত হবে মর্মে আশা করা যায়।

'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক অধ্যায় চালুকরণ : বছরব্যাপী বাহিনীতে যেসকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়, তার প্রতিটিতে 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক অধ্যায় পাঠ্যসূচিতে চালু ও পাঠদান করা হচ্ছে।

র‍্যালি ও সমাবেশ : মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে বাহিনীর প্রতিটি ইউনিট পর্যায়ে র‍্যালি ও সমাবেশ ও বাহিনীর অর্কেস্ট্রা সদস্যদের দ্বারা বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও কার্যক্রমের উপর নির্মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন কোভিড-১৯ জনিত র‍্যালি ও সমাবেশ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বাহিনীর ৪২টি আনসার ব্যাটালিয়ন এবং জেলা উপজেলা পর্যায়ের ইউনিটসমূহে ৪০তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে নির্মিত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'-এর জীবন ও কর্মের উপর 'নাটিকা' প্রদর্শনের কার্যক্রম চলমান।

মুজিবনগর ব্যাটালিয়ন গঠন : 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৮'-এর সিদ্ধান্তক্রমে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে 'মুজিবনগর ব্যাটালিয়ন' নামে একটি নতুন আনসার ব্যাটালিয়ন গঠনের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচিত তথ্যের জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে 'মুজিবনগর ব্যাটালিয়ন' গঠনের চূড়ান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি : মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০ কর্মসূচি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলায় ফলজ ও ভেষজ মোট ৬৪,০০০টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

'মুজিববর্ষ'-এর লোগো (Logo) ব্যবহার : বাহিনীর সকল ইউনিটের দাপ্তরিক নথিপত্রে 'মুজিববর্ষ' লোগো (Logo) ব্যবহার করা হচ্ছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাহিনীর সদর দপ্তরের কর্মসূচি :

(১) সদর দপ্তরের প্রধান ফটকে মুজিববর্ষ-২০২০ ক্ষণগণনা ঘড়ি স্থাপন;

(২) প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনবিষয়ক ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন;

(৩) 'মুজিববর্ষের উদ্দীপন আনসার বাহিনী আছে সারাক্ষণ' স্লোগানসংবলিত সাইনবোর্ড স্থাপন;

(৪) বিভিন্ন ফেস্টুন ও ব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা সারাদেশে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণবিষয়ক কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদয় নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্য/সদস্যার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গত ০৯/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০১৯ পালন করা হয়। উক্ত কর্মসূচির আওতায় দেশের সকল জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নে প্রায় ১.৫ লক্ষ ফলজ ও ভেষজ বৃক্ষরোপণ করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ এবং মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য খাতে বরাদ্দকৃত আর্থিক কার্যক্রম

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (বিগত ০১ জুলাই-২০১৯ থেকে ৩০ জুন-২০২০ পর্যন্ত) সম্পাদিত আর্থিক কার্যাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ক। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অধিদপ্তরের অনুকূলে প্রাপ্ত বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং করোনাকালীন সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ে আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ে কর্মরতদের জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা হয়;

খ। সরকারি নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে কোভিড-১৯-এর প্রত্যেকটি অসহায় ভিডিপি সদস্যদের সাহায্যের জন্য নতুন কোডে-৬,৫০,০০,০০০/- (ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা মাত্র পুনঃউপযোজনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী প্রদানের জন্য সকল জেলায় বরাদ্দ প্রদান করা হয়;

গ। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়ের জন্য ১৬,৫০,০০,০০০/- টাকা মাত্র বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং ব্যয় করা হয়;

ঘ। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য কর্মকর্তা, কর্মচারী ও আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য-সদস্যাদের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ কোডে ৫৯,০০,০০,০০০/- এবং খাদ্য ভরতুকি কোডে ১৭৬,১৩,০৮,০০০/- টাকাসহ সর্বমোট ২৩৫,১৩,০৮,০০০/- টাকা মাত্র বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং ব্যয় করা হয়;

ঙ। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাঠ পর্যায় পর্যন্ত বাহিনীর নিজস্ব কার্যালয় নির্মাণের জন্য অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা কোডে ২৬,৭০,০০,০০০/- টাকা ও আবাসিক ভবন বাবদ ১৭,০০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং ব্যয় করা হয়েছে;

চ। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ব্যয় কোডে ৪০,০০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং ব্যয় করা হয়; এবং

ছ। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সদস্যদের চিকিৎসা, মেয়ের বিবাহ ও অন্যান্য কাজে ৯,০০,০০,০০০/- টাকা মাত্র বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং প্রকৃত ভুক্তভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

অপারেশনাল কার্যক্রম

নির্বাচন

একাদশ জাতীয় সংসদ উপনির্বাচন : ২৪/৬/২০১৯, ০৫/১০/২০১৯ ও ১৩/০১/২০২০ খ্রি. তারিখ একাদশ জাতীয় সংসদের উপনির্বাচন উপলক্ষে ২৮৮৯৮ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।

উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন : ১৪/১০/২০১৯, ১৩/০১/২০২০ ও ১৫/০১/২০২০ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত ৫ম উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন উপনির্বাচনে ১০৬৮৮ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন : ২৫/০৭/২০১৯ ও ০১/০২/২০২০ খ্রি. তারিখ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আনসার ও ভিডিপি সদস্য ৫৯৪৩৬ জন এবং জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন : ১১/০৭/২০১৯, ২৫/০৭/২০১৯, ১৬/০৯/২০১৯, ১৪/১০/২০১৯, ১২/১২/২০১৯, ৩০/১২/২০১৯ ও ১৩/০১/২০২০ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনে ২৫৯৫০ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।

পৌরসভা নির্বাচন : ২৪/৬/২০১৯, ২৫/৭/২০১৯, ২৯/০৭/২০১৯, ১৪/১০/২০১৯ ও ১৩/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনে ১৪৯৮ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।

জেলা পরিষদ নির্বাচন : ২৫/০৭/২০১৯ তারিখে ১০টি ভোটকেন্দ্রে ১৭০ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা দায়িত্ব পালন করেন।

জনগণকে সার্বিক কার্যক্রমে সহায়তা

ধানকাটা মৌসুমে সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে হাওড় অঞ্চলে কৃষকদের ধানকাটার জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক না থাকায় কৃষকরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধান কেটে ঘরে তুলতে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, যার ফলে খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে খাদ্যের সংকট তৈরি হবার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়।-এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলার জেলা কমান্ড্যান্টগণ ভিডিপি সদস্যদেরকে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে গরিব কৃষকদের ধানকাটার কাজ সম্পন্ন করেছে। যা দেশের সকল প্রথম সারির টিভি চ্যানেল ও খবরের কাগজে প্রচারিত হয়েছে।

গ্রামীণ কৃষকদেরকে উদ্‌বুদ্ধকরণ

দেশের এই বিরাজমান পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে যাতে খাদ্য সংকট তৈরি না হয় সে জন্য (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনার অন্তর্গত) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক-এর নির্দেশে বিভিন্ন জেলা ও ব্যাটালিয়নের ইউনিট কমান্ডারগণ তাদের নিকটবর্তী কৃষিজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন। তাদেরকে তাদের কার্যক্রম (কৃষিকাজ) নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন এবং কৃষিক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি তাদেরকে অবগত করেন।

জনগণ ও যানবাহন চলাচল সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে কার্যক্রম গ্রহণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে জনগণ ও যানবাহন চলাচল সীমিত করা হয়। শুধু জরুরি পরিষেবা, খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ (চিকিৎসা) সরবরাহ নিয়মিত রাখার জন্য যানবাহন চলাচল করবে। সরকারের এই নির্দেশনা কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন জেলা ও ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে ব্যাটালিয়ন আনসার, ভিডিপি সদস্যগণ নিরলসভাবে কাজ করেছে। মাঠ প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজ করা ছাড়াও অনেক যায়গায় স্বতন্ত্রভাবে দায়িত্ব পালন করেছে।

আইসোলেশন সেল গঠন

করোনাভাইরাসের সামাজিক সংক্রমণ রোধে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল ব্যাটালিয়ন সদরে (সর্বমোট ৪২টি) করোনাভাইরাস আইসোলেশন সেল গঠন করা হয়েছে। কিছু জেলাতে যেখানে সুবিধাজনক স্থান রয়েছে সেখানে 'আইসোলেশন সেল' গঠন করা হয়েছে।

মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বিত কার্যক্রম

সকল জেলাতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের লিখিত ও মৌখিক অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক কোভিড-১৯ আক্রান্ত বাড়িসমূহ লাল পতাকা উত্তোলনপূর্বক চিহ্নিত করে স্থানীয় জনগনকে সতর্ককরণ, জনগণ ও যানবাহন চলাচল সীমিতকরণ, ত্রাণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রমে সহযোগীতা প্রদান করেছে। বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন থেকে প্রায় ২১০০ জন ব্যাটালিয়ন সদস্য এবং বিভিন্ন রেঞ্জ ও জেলা থেকে ১৪,৭৫০ জন ভিডিপি সদস্য করোনাভাইরাস মোকাবিলায় কাজ করেছে।

সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

সারাদেশেই জেলাসমূহে জেলা কমান্ড্যান্টগণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জনগণের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোভস ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে জনগণ পথ চলতে চলতে হাতমুখ জীবাণুমুক্ত করতে পারে। বিভিন্ন ব্যাটালিয়নসমূহেও ব্যাটালিয়ন অধিনায়কগণ এই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন।

করোনাভাইরাসসংক্রান্ত সতর্কতা/সচেতনতামূলক বিভিন্ন নির্দেশিকা জারিকরণ কার্যক্রম

ক। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ স্মারক নং- ০৪০০০০০০ ৫১৪১৬০০২২০৭৬, তারিখ : ০৩ এপ্রিল ২০২০ খ্রি. মূলে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

খ। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় অধিশাখা স্মারক নং- ১৬ ০০০০০০০০১২১০০৩ ২০২০-১৪৮, তারিখ : ০৬ এপ্রিল ২০২০ খ্রি. মূলে ইবাদত/উপাসনা পালনের জন্য নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

গ। স্মারক নং-৪৪০৩০০০০০১১২৭০৫৮১৫-৫৫৯, তারিখ : ৩০/০৪/২০২০খ্রি. মূলে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী বাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

ঘ। করোনাভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত সদস্যদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান, করোনাসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহণ ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের জন্য ০৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এ ছাড়াও সরকার কর্তৃক সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।

উপকারভোগী সংখ্যা

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবিলায় এ বাহিনী কর্তৃক মোট ১,৪৭,৬০০ (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত) জন ভিডিপি সদস্য সরাসরি উপকার ভোগ করেছেন। এ ছাড়াও বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল ইউনিট কর্তৃক দেশব্যাপী মাঠপর্যায়ে কোভিড-১৯-এর সংক্রমণের কারণ, প্রতিরোধ, প্রতিকারসংক্রান্ত লিফটলেট বিতরণ ও সচেতনতামূলক প্রচারনার কারণে দেশের সকল জনগণই উপকার লাভ করেছেন।

বরাদ্দকৃত অর্থ ও ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)- এ ১,৪৭,০০০ জন ভিডিপি সদস্যকে জনপ্রতি ৪৪০/- হারে সর্বমোট ৬,৪৯,৪৪,০০০/- (ছয় কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা মাত্র ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থের কোনো অবশিষ্ট নেই।

শারদীয়া দুর্গাপূজা

শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী পূজামণ্ডপগুলোতে ১,৫৭,৮৭০ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালনপূর্বক সারাদেশের পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ (KPI)-এর নিরাপত্তা

দেশের অভ্যন্তরীণ অধিকাংশ KPI-এর নিরাপত্তায় রয়েছে আনসার বাহিনী এবং ব্যাটালিয়ন আনসার। উল্লেখযোগ্য কেপিআই সমূহ হলো– সমুদ্র/নৌ বন্দরসমূহ, বিমান বন্দরসমূহ, হাসপাতাল, ইপিজেড, কুটনৈতিক মিশন এরিয়া, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, রেললাইন, পাওয়ার প্ল্যান্ট, কর্ণফুলী ট্যানেল ইত্যাদি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন সংস্থায় নতুন ১০৯টি গার্ড অনুমোদনসহ মোট গার্ডের সংখ্যা ৪৫৩৭টি। বিভিন্ন সংস্থায় নতুন ১২৫৮ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্যের অনুমোদনসহ মোট জনবল ৪৯,৫৪২ জন, পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০১৯ এ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ১০১৯ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়। এ ছাড়াও অঙ্গীভূত আনসার সদস্য নিয়োগের নিমিত্তে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সঙ্গে গত ০১-১০-২০১৯ খ্রি. তারিখ ও ব্র্যাক ব্যাংক লি.-এর সঙ্গে গত ০১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সাধারণ আনসার, এপিসি ও পিসিদের অঙ্গীভূত ও অ-অঙ্গীভূতকরণ নীতিমালা ও অঙ্গীভূত আনসার গার্ড অনুমোদন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাসম্পর্কিত নীতিমালা ২০১৭-এর সংশোধনী কার্যক্রম চলমান।

কেপিআইসমূহে নিরাপত্তা ডিউটিরত আনসার সদস্য

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার নিরাপত্তা

ঢাকাস্থ আগাওগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত ২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২০-এর নিরাপত্তা রক্ষায় ৪৫ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেন।

ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' মোকাবিলা

বিগত নভেম্বর ২০১৯ মাসে ১৪টি জেলার সর্বমোট ৫,৩৭,৪৮২ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা সরাসরি ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখা হয়। যাদের ভিতর থেকে ৪২,০০০ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

তারা প্রায় ২ লক্ষ ৫ হাজার জনসাধারণকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। এ সকল কার্যক্রমে ২৮৯টি মাইকিং-এর ব্যবস্থা করা হয় এবং জনসাধারণকে উদ্ধার কাজে তার সার্বক্ষণিক তদারকিতে সদর দপ্তরসহ জেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম খুলে দুর্যোগ মোকাবিলায় আনসার ও ভিডিপি সদস্যগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রম (সাম্প্রতিক বন্যা)

গত ২০১৯ সালে দেশের ১৮টি জেলা সরাসরি বন্যাকবলিত হয় এবং ৭টি জেলা আংশিক বন্যাকবলিত হয়। এসময়ে আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বন্যাকবলিত মানুষের সাহায্যে ২৫টি জেলার আনসার ও ভিডিপি সদস্যগণ ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর-বাড়ি মেরামত, উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধবিষয়ক কার্যক্রম

দেশব্যাপী ডেঙ্গু রোগ বিস্তার রোধে ব্যাপক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকাসহ সকল ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যাপক কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।-এরই অংশ হিসাবে বাহিনীর সকল ইউনিট এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা ও দেশের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডেঙ্গুসম্পর্কিত প্রচার, ডেঙ্গুবিষয়ক কর্মশালাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। একইভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানের 'গুজব' নিয়ন্ত্রণেও এ বাহিনী ব্যাপক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক র‍্যালি

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ব্যাটালিয়ন আনসার মোতায়েন

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ১৬টি আনসার ব্যাটালিয়নের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পদবির প্রায় ৭ হাজার সদস্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশের পাশাপাশি এ বাহিনী হিসাবে বিভিন্ন অভিযানে (এসআরপি/এলআরপি) অংশগ্রহণ করে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছেন। সেখানে প্রত্যেক মিলিটারি জোন এলাকায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে এবং পৃথক ক্যাম্পের মাধ্যমে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্ধারিত এলাকায় স্বতন্ত্রভাবে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। ফলে, পার্বত্য এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আনসার ব্যাটালিয়নের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় জনগণের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৪৯৬৮টি এসআরপি এবং ২০৭২টি এলআরপি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

হিল আনসার ও হিল ভিডিপি

পার্বত্য এলাকার পূনর্বাসন জোনসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, সেনাবাহিনী তথা নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তাকল্পে ১৯৮৬ সালে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের চাহিদা মোতাবেক ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছর থেকে খাগড়াছড়ি জেলায় ৪৮০ জন এবং রাঙ্গামাটি জেলায় ১২০ জন সর্বমোট ৬০০ জন হিল আনসার সদস্য এবং ৭৮৮৭ জন হিল ভিডিপি সদস্য রাজস্ব ভাতার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে আসছে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে মোবাইল কোর্ট ও ভেজালবিরোধী অভিযান

জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ৩৩৭৮টি মোবাইল কোর্ট/ভেজালবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩,১৮,৮২,৩৯০/- (তিন কোটি আঠারো লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশত নব্বই) টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ কাজে ব্যাটালিয়ন আনসার-এর কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পদবির সদস্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য হিসাবে এনফোর্সমেন্ট-এর দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যাটালিয়ন সদস্যদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে মোবাইল কোর্ট ও ভেজালবিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য আটক

প্রশিক্ষণবিষয়ক কার্যক্রম

কারিগরি ও পেশাভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের স্থান	মোট সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	ইলেকট্রিশিয়ান প্রশিক্ষণ	টিটিসি, জামালপুর	৯৪ জন	
০২.	ফ্রিজ ও এয়ারকন্ডিশনার মেরামত প্রশিক্ষণ	টিটিসি, জামালপুর	৬১ জন	
০৩.	সেলাই ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ	ভিটিসি, গাজীপুর	১৪৬ জন	
০৪.	সেলাই ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ	ভিটিসি, কলাকোপা	১৪৭ জন	
০৫.	সেলাই ও ফ্যাশন ডিজাইন (অতিরিক্ত নকশি কাঁথা তৈরি) প্রশিক্ষণ	কুষ্টিয়া, জামালপুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও যশোর	২৩২ জন	
০৬.	সোয়েটার মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ	আনসার, ভিডিপি একাডেমি	২১০ জন	
০৭.	ওভেন মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ	আনসার, ভিডিপি একাডেমি	২০৫ জন	
০৮.	মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ	আনসার, ভিডিপি একাডেমি	৬৪৪ জন	
০৯.	মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ	জেলা আনসার ভিডিপি কার্যালয়, নরসিংদী	১৮০ জন	
১০.	আনসার ও ভিডিপি কারুপণ্য প্রশিক্ষণ	আনসার, ভিডিপি একাডেমি	১৯০ জন	
১১.	ইউটিলিটি প্রশিক্ষণ	ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা	৬৬ জন	
		মোট =	**২১৭৫ জন**	

ব্যাটালিয়ন অফিসার সদস্যদের ফায়ারিং অনুশীলন

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাহিনীর কার্যক্রম

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ১৯৪৮ সাল হতে এ দেশের তৃণমূল পর্যায় হতে জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, আত্মসামাজিক উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। বৃহত্তর এ বাহিনীতে এখন প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্য-সদস্যা, যারা এ দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম ও ওয়ার্ড পর্যায়ের জনগণ। কালের বিবর্তন এ বাহিনীর সেবার ধরন ও মানোন্নয়ন করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির অগ্রসরের কারণে ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিন বদলের সনদ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে তৃণমূল পর্যয়ে সরকারি বিভিন্ন সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াসে এ বাহিনীর সেবার মান ও ধরন পরিবর্তন করা হয়।-এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে নিম্নবর্ণিত ডিজিটাল কার্যক্রম চলমান। বিভিন্ন বাহিনীর ওয়েবপেজ হতে নিবর্ণিত সেবাসমূহ প্রদান করা হচ্ছে–

ক। আনসার ও ভিডিপি ওয়েবসাইট www.ansarvdp.gov. bd;

খ। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (HRM Szstem) সিস্টেম;

গ। অনলাইন রিক্রুটমেন্ট (Online Recruitment);

ঘ। আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক (AVUB);

ঙ। আনসার ও ভিডিপি ওয়েবসাইট (www.ansarvdp.gov.bd) টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এটুআই প্রকল্পের আদলে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য একটি ওয়েবপেজের ডোমেইন প্রদান করে। পরবর্তী সাংগঠনিক প্রয়োজন অনুযায়ী এ ওয়েবসাইট-এর পেজে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় সেবা বক্স ও লিংক আপডেট করা হয়; এবং

চ। এইচআরএম সিস্টেম (HRM Szstem) এ সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সরকারি সম্পত্তি, মিল ইন্ডাস্ট্রিজ, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ইত্যাদির নিরাপত্তার রক্ষার্থে এ বাহিনীর প্রায় ৮৫ হাজার সাধারণ আনসার সদস্য পর্যায়ক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এ কার্যক্রমের পরিসর হওয়ায় প্রতিবছর কয়েক হাজার সদস্য-সদস্যাকে সাধারণ আনসার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অঙ্গীভূত আনসারদের অনলাইন ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে Enterprise Resource Planning (ERP)-এর আওতায় Human Resource Management (HRM), Payroll and Salary Disbursement Szstem (PRSDS), Ansar Deplopment Application Processing Szstem

(ADAPS) ইত্যাদি সফটওয়্যার মডিউল নির্মাণ করে HRM ও PRSD system develop ও deplopment করে পাইলট প্রকল্প হিসাবে ০১টি জেলায় চলমান। এ ছাড়া বর্তমানে এই সিস্টেমে নিম্নবর্ণিত রুটিন কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে :

(১) সাধারণ আনসারদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্যাদি সংরক্ষণ।

(২) পুলিশি প্রতিবেদন সন্তোষজনকের ভিত্তিতে প্যানেলে অন্তর্ভুক্তিকরণ।

(৩) প্যানেল হতে অটোমেশন রিজিওনাল ও গ্লোবালে অঙ্গীভূতকরণের অফার প্রদান।

(৪) নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত অফার প্রাপ্ত সদস্য-সদস্যাকে সংশ্লিষ্ট জোন/জেলায় ০৩ বছর মেয়াদে অঙ্গীভূতকরণ।

(৫) মেয়াদ শেষান্তে রেস্ট টাইম হতে অটোমেশনে পুনরায় প্যানেলে অন্তর্ভুক্তিকরণ।

(৬) সদস্যদের শৃঙ্খলাজনিত শাস্তি প্রদান।

(৭) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যাদি হালনাগাদ/আপডেটকরণ।

(৮) **নিয়োগ কার্যক্রমে ডিজিটাইলেশন :** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্থায়ী ও অস্থায়ী নিয়োগ কার্যক্রমটি ইতোমধ্যেই অনলাইন পদ্ধতিতে শুরু হয়েছে। যে-কোনো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে ব্যাপকসংখ্যক আবেদনপত্র যাচাই বাছাই, রেজিস্টারে এন্ট্রি, কম্পিউটারে এন্ট্রি করা, প্রবেশপত্র পাঠানো এ ছাড়াও আবেদনের ফি বাবদ অর্থ জমাদান প্রক্রিয়ায় ব্যপক শ্রমসাধ্য, ভুলত্রুটিসহ সময়সাপেক্ষে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হতো। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নানা রকমের বাধাবিপত্তির সম্মুক্ষীণ হতে হতো। বর্তমানে অনলাইন পদ্ধতি নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় ফলে সকল কার্যক্রম ভুলত্রুটিবিহীন দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হচ্ছে। অটোমোশান পদ্ধতি প্রাপ্ত অর্থ নির্ভুলভাবে সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে। এতে করে জনসাধারণের ভোগান্তি নেই বললেই চলে। নিয়োগ কার্যক্রম সঠিক সময়ে সম্পন্ন করা যাচ্ছে।

(৯) **AVUB শেয়ার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম :** আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক-এর শেয়ার ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম (AVUB) ১৯৯৫ সালে এ বাহিনীর জন্য 'আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক' শিরোনামে একটি বেসরকারি ব্যাংক গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে ১০০ টাকা মূল্যমানের শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ অর্থ হতে বাহিনীর সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে বর্তমানে স্বল্প সুদে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে সোনালী বাংকের মাধ্যমে আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের শেয়ার বিক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হতো। পরবর্তীকালে আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের নিজস্ব শেয়ার ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি করার শেয়ার বিক্রয় কার্যক্রমটি আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। যার ফলে শেয়ার ক্রয়কারীদের ভোগান্তি অনেকাংশে লাঘব হচ্ছে।

আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক নিয়ে এ বাহিনীর বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে

ক। সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

খ। সদস্যদের মাঝে স্বল্প হারে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান।

গ। প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণ।

ঘ। শেয়ার ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা।

ঙ। আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্তকরণ।

চ। স্বল্প পরিসরে অনলাইন কার্যক্রম চালুকরণ।

ছ। তফশিলি ব্যাংকে রূপান্তরকরণ।

Ansar VDP Unit Reform Plan (AVURP) আনসার ভিডিপি ইউনিট পুনর্গঠন

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বর্তমান সদস্য-সদস্যা সংখ্যা প্রায় ৬১ লক্ষ। যারা দেশের প্রতিটা গ্রামের জনবসতির মাঝে বিস্তৃত। এসকল সদস্য-সদস্যাদের মানব নিরাপত্তা (Human Security) রক্ষার পাশাপাশি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলার মতো জনসম্পৃক্ত কার্যক্রমে অবদান রেখে চলেছে। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যেমন-জাতীয় নির্বাচন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন, বিপুল জনসমাগম ঘটে এমন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানাদিতে সরকারি নির্দেশনায় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়। নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কাজে মোতায়েন করা হয় বলে তৃণমূল সদস্য-সদস্যাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বাহিনীর ১০ বছর মেয়াদি ইউনিট পুনঃগঠন প্রকল্প (AVURP) গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ বছর মেয়াদের প্রথম ৫ বছরে Ansar VDP Unit Reform কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, data collection, database design, application software development ও পুনঃগঠিত ইউনিট অনুযায়ী সংগৃহীত ডেটা সিস্টেমে সন্নিবেশ করে বাহিনীর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে।

ই-নথি

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল সরকারি দপ্তরে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরে ই-নথি-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যা বর্তমানের লাইভে আছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা কার্যালয়গুলোর মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৯টি জেলা লাইভে আছে এবং বাকি ইউনিটগুলোকে দ্রুত লাইভে আনার কার্যক্রম চলমান।

কুটির শিল্প

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রতিবছরই আনসার ভিডিপি একাডেমি সফিপুর, গাজীপুরে বাহিনীর সদস্য/সদস্যাদের তৈরিকৃত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। কুচকাওয়াজ শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কুটির শিল্পের বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতিবিষয়ক অর্জন

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে 'বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দল' একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। বর্তমানে এ বাহিনীর সিনিয়র ও জুনিয়রসহ মোট ৪৭টি ক্রীড়া দল রয়েছে। এ বাহিনীর ব্যাটালিয়ন আনসার, মহিলা আনসার ও ভাতাভুক্ত খেলোয়াড়সহ প্রায় ৬০০ জন খেলোয়াড় রয়েছে। বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দলের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দলের যাত্রা শুরু হয় এ বাহিনীর প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯৪৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে। প্রতিষ্ঠাকালীন বাহিনীর পরিচালক জেমস বুকানন আনসার হকি দল গঠন করেন। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ হতে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অবঃ) ওয়াজহি উল্লার প্রেরণায় এ বাহিনীতে খেলাধুলার চর্চা এক নতুন মাত্রা লাভ করে। মূলত বক্সিং খেলা দিয়েই ক্রীড়াঙ্গনে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে এ বাহিনীর। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় বক্সিং প্রতিযোগিতায় ৩ সদস্যবিশিষ্ট বক্সিং টিম প্রথমবারের মতো কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে এই বাহিনী ২টি তাম্র পদক পেয়ে ক্রীড়াঙ্গনে নাম লিপিবদ্ধ করে। ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত হওয়া ২য় জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ আনসার লাল দল চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মহিলা হ্যান্ডবল টিমের নেপাল সফরে মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে যাত্রা শুরু আনসার বাহিনীর। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ৪র্থ বাংলাদেশ গেমসে আনসার ভিডিপি ক্রীড়া দল প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে ২৫টি স্বর্ণ, ২৬টি রৌপ্য ও ২টি তাম্রপদক পেয়ে ৩য় স্থান অর্জন করে। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে ৫ম বাংলাদেশ গেমসে ৫০টি স্বর্ণ, ৪৯টি রৌপ্য ও ৩৬টি তাম্র পদকসহ ১৩৫টি পদক পেয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌবর অর্জন করে। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ গেমসে ৭০টি স্বর্ণ, ৪৪টি রৌপ্য ও ৩৪টি তাম্র পদকসহ ১৪৮টি পদক পেয়ে আনসার চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৯৭ সালে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিণী দেশের 'শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠন' হিসাবে ক্রীড়া সাংবাদিক সমিতি কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। ২০০২

খ্রিষ্টাব্দে ৭ম বাংলাদেশ গেমসে ৬৫টি স্বর্ণ, ৬১টি রৌপ্য ও ৬৪টি তাম্র পদকসহ ১৯০টি পদক পেয়ে আবারও আনসার বাহিনী চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বাংলাদেশ গেমসে পরপর হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাহিনীকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার 'স্বাধীনতা পদক' প্রদান করেন। পরবর্তীকালে ২০১৩ সালে ৮ম বাংলাদেশ গেমসে এ ১১১টি স্বর্ণ, ৭৫টি রৌপ্য ও ৬৪টি তাম্র পদকসহ মোট ২৫০টি পদক পেয়ে 'বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দল' পর পর চারবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব ধরে রাখে। ২০১৩ বাংলাদেশ গেমসের পর হতে অদ্যাবধি এ বাহিনী জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শের মাধ্যমে দেশের সুনাম এবং সম্মান বৃদ্ধি অসামান্য অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে উজ্জ্বল নক্ষত্র 'বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দল'-এর আরচ্যার মোঃ রোমান সানা। তিনি দেশের মাটিতে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রত্যেকটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ফলাফল

আরচ্যারি খেলোয়াড় রোমান সানা ২০২২ সালে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশের একমাত্র খেলোয়াড় হিসাবে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন। এ কৃতিত্ব শুধু তার নয়, এ কৃতিত্ব আনসার ও ভিডিপি তথা সারা বাংলাদেশের।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে 'বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দল'-এর জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে 'বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দল' জাতীয় পর্যায়ের ২৩ (তেইশ)টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৯৮ (আটানব্বই)টি স্বর্ণ, ৫৮ (আটান্ন)টি রৌপ্য ও ৯২ (বিরানব্বই)টি তাম্র পদক পেয়ে ১৫ (পনেরো)টিতে চ্যাম্পিয়ন, ০৫ (তিন)টিতে রানার্স আপ, ০৩ (তিন)টিতে ৩য় স্থান অর্জন করেন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ বাহিনী হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সর্বত্র দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যান্য বাহিনীকে সহায়তা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সর্বোপরি বলা যায়, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জননিরাপত্তা রক্ষায় সন্ত্রাস দমন, জঙ্গিবাদ নির্মূল ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দেশের একটি অনন্য বাহিনী হিসাবে সর্বমহলে প্রশংসিত।

NTMC

...Beyond The Horizon

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার

০৮-০১-২০২০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এনটিএমসির পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জিয়াউল আহ্সান, এসবিপি, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার)-কে 'ডিজিটাল অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' প্রদান করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এনটিএমসির নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন।

সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এনটিএমসি পরিদর্শন করেন।

বিশ্বব্যাপী টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তির ক্রম বর্ধমান উন্নয়ন ও অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে সংবেদনশীল তথ্যের অযাচিত প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ কার্যক্রমে প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং নানাবিধ সম্ভাব্য অপতৎপরতা রোধসহ সময়ের প্রয়োজনে ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) আত্মপ্রকাশ করে।

৩০ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে NMC-এর যাবতীয় অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে অস্থায়ীভাবে NMC-এর কার্যালয় ডিজিএফআই সদর দপ্তর এ স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে ২০০৯-এর ০৫ নভেম্বর তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এনএমসি নামের পরিবর্তে এনটিএমসি নামে প্রতিষ্ঠানটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি দপ্তর হিসাবে কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরবর্তীকালে, এনটিএমসি কার্যক্রম পরিচালনায় অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্রভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়গুলো অনুধাবন করে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে তেজগাঁও বিমান বন্দর সংলগ্ন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিপরীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ভান্ডারসংলগ্ন এলাকায় প্রতিরক্ষা বিভাগীয় ০.৯৪ একর জমির উপর এনটিএমসির স্থায়ী নিজস্ব কার্যালয় ভবন স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

নবগঠিত সংস্থাটির নিজস্ব কার্যালয়সহ ডেটা সেন্টার, মনিটরিং সেন্টার, কমান্ড সেন্টার, পাওয়ার সাব-স্টেশনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ স্থাপনের জন্য ৬ তলা ফাউন্ডেশন-বিশিষ্ট দুটি ৫ তলা ভবন নির্মাণপূর্বক ০১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যক্রম শুরু করে। ভবনের উদ্বোধনী দিনে, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, এমপি নতুন কার্যালয় ভবনটি উদ্বোধন করেন এবং সেই সঙ্গে এনটিএমসির সকল কার্যক্রম নতুন ভবনে স্থানান্তর শুরু করা হয়।

ক। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এনটিএমসি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০৬ (সংশোধিত)-এর ৯৭-ক অনুচ্ছেদের বিধান প্রতিপালনার্থে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে নিরবচ্ছিন্নভাবে (২৪/৭) আইনানুগ ইন্টারসেপশন (LI) সুবিধা প্রদান করে আসছে।

খ। উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনীয় লোকবল, সরঞ্জামাদির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনা এবং সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে সকল সীমাবদ্ধতা জয় করে বিগত দিনের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং যে-কোনো অপারেশনাল কাজে সহায়তা প্রদানে এনটিএমসি সর্বদা অবদান রেখেছে।

গ। এনটিএমসির প্রতিটি কার্যক্রমের সঙ্গে দেশের এক বা একাধিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা এবং তদন্তকারী সংস্থা জড়িত। দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এনটিএমসি ইতোমধ্যে তার সক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার নিকট শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে।

ঘ। এনটিএমসিতে চলমান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে

(১) অপরাধী শনাক্তকরণ এবং যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ মনিটরিং-এর নিমিত্তে এনটিএমসির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্থাপিত মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সকল আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ আধুনিক মনিটরিং সুবিধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

(২) বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ বিবেচনা করে এনটিএমসিতে বিদ্যমান কেন্দ্রীয় মনিটরিং ও সরকারের কার্যক্রমকে সুসংহত করার লক্ষ্যে Integrated Lawful Interception Sztem (ILIS) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান।

(৩) রাষ্ট্রীয় তথা জনগণের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে দেশের বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে তাদের চাহিদামতো তথ্যাদি প্রদানের নিমিত্ত দেশের সকল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এনটিএমসিতে জাতীয় পর্যায়ের 'এল আই সিস্টেম' তৈরির কার্যক্রম চলমান।

(৪) একই সঙ্গে, জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম-এর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-এর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এনটিএমসিতে 'জাতীয় ডাটাহাব' তৈরির কার্যক্রম চলমান, যা ব্যবহারের মাধ্যমে সংযুক্ত জাতীয় সংস্থাসমূহ পৃথকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত হবে।

(৫) উল্লেখ্য যে, বর্ণিত 'এল আই সিস্টেম'-এর সঙ্গে 'জাতীয় ডাটাহাব'-এর Application Programming Interface (API) সংযোগ স্থাপনসাপেক্ষে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সংগৃহীত যে কোনো তথ্যকে Correlation করাসহ সঠিকরূপে যাচাইকরণ-এর কাজে এনটিএমসির এই সমন্বিত "ডাটাহাব" কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। যার দরুন একই প্ল্যাটফর্ম থেকে সকল আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহসহ সংযুক্ত জাতীয় সংস্থাসমূহ পৃথকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত হবে। এক্ষেত্রে দেশের বিদ্যমান ডেটাবেজ-এর সঙ্গে অন্য কোনো সংস্থার পৃথকভাবে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন হবে না।

(৬) ইতোমধ্যে এনটিএমসির ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সকল মোবাইল অপারেটরের ভয়েস এবং ডেটা, নির্বাচন কমিশন ডেটাবেজ, পাসপোর্ট এবং ইমিগ্রেশন ডেটাবেজ, জন্ম নিবন্ধন ডেটাবেজ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ ডেটাবেজ, র‍্যাব ডেটাবেজ (ক্রিমিনাল ডেটাবেজ, জেল ইনমেট ডেটাবেজ) এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে। যার মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা সংস্থা, তদন্তকারী সংস্থা এবং হজ্ব নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ তাদের প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের তথ্য যাচাইবাছাই সম্পন্ন করতে সক্ষম।

(৭) সকল প্রকার সোশ্যাল এবং ওয়েব মিডিয়া থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ Open Source Intelligence Sztem (OSINT)-এর মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীকে শনাক্তকরণের মাধ্যমে আইনের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সক্ষম ভূমিকা পালন করছে।

(৮) বর্তমানে ইন্টারনেটের অবাধ ও অপব্যবহারের মাধ্যমে এক শ্রেণির অসাধু ব্যক্তিবর্গ সরকারবিরোধী বিভিন্ন তথ্য প্রকাশকরত সর্বত্র বিস্তার করার অপচেষ্টার পাশাপাশি বিভিন্ন অপরাধ কার্যক্রমও সংঘটিত করে যাচ্ছে। ইন্টারনেটে প্রকাশিত এই তথ্যাদির মনিটরিংকরত ব্লকিং এবং ফিল্টারিং-এর নিমিত্তে এনটিএমসিতে Content Blocking and Filtering Sztem বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান।

(৯) দেশের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করে যদি কোনো দেশি/বিদেশি সংস্থা মনিটরিং-এর জন্য কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, তা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে এনটিএমসি কর্তৃক প্রয়োজনীয় সিস্টেম স্থাপনের কাজ চলমান।

(১০) ক্রমপরিবর্তনশীল তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় রেখে সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত এনটিএমসিতে আর্কাইভসহ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট শাখাও রয়েছে, যা নতুন নতুন ঝুঁকি মোকাবিলায় করণীয় বিষয়াদি নিরূপণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৫। সাম্প্রতিক সংঘটিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে এনটিএমসি নিরলসভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। বিগত আমলে বাস্তবায়িত সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সাধারণ জনগণের নিকট উপস্থাপন ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সরকারবিরোধী গুজব ও মিথ্যাচার রোধে এনটিএমসি সদা সচেষ্ট। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে সাইবার জগতকে নিরাপদ রাখতে ন্যাশনাল টেলিকমিউকেশন মনিটরিং সেন্টার (NTMC) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ক। দেশীয় ও বিদেশি কিছু কুচক্রী মহল ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিলের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং সংস্থার নামে ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করলে উক্ত ভুয়া (Fake) ফেসবুক আইডি, ফেসবুক পেজ, ফেসবুক গ্রুপ, ফেসবুক পোস্ট লিংক বন্ধ করা হয়। যার পরিসংখ্যান নিম্ন প্রদত্ত হলো :

ক্রমিক	সংস্থা	ফেসবুক আইডি	ফেসবুক পেইজ	ফেসবুক গ্রুপ	পোস্ট লিংক
(ক)	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট	০০	০০	০০	৪২
(খ)	মহামান্য রাষ্ট্রপতির নামে/পদবিতে ভুয়া ফেসবুক আইডি/পোস্ট লিংক	০৯	০৫	০১	০০
(গ)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা ও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণের নামে ভুয়া (Fake) ফেসবুক আইডি/পেজ/পোস্ট লিংক	৭৫২	০০	০০	৭১
(ঘ)	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে ভুয়া ফেসবুক পেজ/পোস্ট লিংক	০৮	০৩	১৪	০০
(ঙ)	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নিয়ে ভুয়া ফেসবুক পেজ/পোস্ট লিংক	৬০২	২৮২	০৮	০০
(চ)	বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে নিয়ে ভুয়া ফেসবুক পেজ/পোস্ট লিংক	০০	১৫	২৮	৭১
(ছ)	বাংলাদেশ বিমানবাহিনীকে নিয়ে ভুয়া ফেসবুক পেজ/পোস্ট লিংক	০০	৪৪	০০	০০
(জ)	উগ্রপন্থী ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এবং পোস্ট	১৩৪	০০	০০	২৯

৬। এনটিএমসি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করছে। আইসিটি ব্যবহার করে কোনো অপরাধী যেন সরকার বা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য এনটিএমসি সর্বদা তৎপর আছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্মাননা-২০১৯' প্রদান করা হয়।

৭। সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জনে প্রযুক্তির এই বিশ্বে দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই সংস্থার সক্ষমতা অর্জনের সঙ্গে জড়িত দেশের সকল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উত্তরোত্তর সফলতা। আর তাই 'Nation Comes First' বা 'সবার আগে দেশ' এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এনটিএমসি দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় নিরন্তর কাজ করে চলছে। যা দেশের ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও আরও সফলভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

০৪-১১-২০১৯ তারিখে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এম.পি. এনটিএমসি পরিদর্শন করেন।

০৪-১১-২০১৯ তারিখে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রি জুনাইদ আহমেদ পলক, এম.পি. এনটিএমসি পরিদর্শন করেন।

০৪-১১-২০১৯ তারিখে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এম.পি. এনটিএমসি পরিদর্শন করেন।

০৪-১১-২০১৯ তারিখে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এম.পি.-কে এনটিএমসির পরিচালক ক্রেস্ট প্রদান করেন।

০৩-১২-২০১৯ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব রুহী রহমান এনটিএমসি কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

২৫-০২-২০২০ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মুঃ মহসিন এনটিএমসি পরিদর্শন করেন

তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট, ১৯৭৩-এর ৮(১) ধারা মোতাবেক বিগত ২৫.০৩.২০১০ খ্রি. তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থা গঠিত হয়। বর্ণিত এ্যাক্টের বিধানাবলি অনুযায়ী ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় স্বাধীনতাবিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হত্যা, গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী আপরাধের তদন্ত করা, জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা এবং বর্ণিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাসমূহের বিচারকালে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হাজির করাসহ বিচারিক কার্যক্রমে যাবতীয় সহযোগীতা করা তদন্ত সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থার অর্গানোগ্রাম বিগত ০৯/০৬/২০১৩ খ্রি. তারিখ অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী তদন্ত সংস্থার ১৭টি প্রথম শ্রেণির, ২৫টি ২য় শ্রেণির, ২০০টি ৩য় শ্রেণির এবং ৪৭টি ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদের (সর্বমোট ২৮৯টি) অনুমোদন পাওয়া যায়। বর্তমানে তদন্ত সংস্থায় ১৫ জন প্রথম শ্রেনির, ৯ জন ২য় শ্রেণির, ১১৫ জন ৩য় শ্রেণির এবং ২৮ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারী (সর্বমোট ১৬৭ জন) কর্মরত।

তদন্ত সংস্থা বিগত ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৭৭টি মামলায় ৩২৯ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ৪২টি মামলায় ১০৫ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৭০ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ ২৫ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদণ্ডাদেশ ও ০১ জনের ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৩টি মামলায় ২২২ জনের বিরুদ্ধে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান। তদন্ত সংস্থায় বর্তমানে ২৮টি মামলায় ৪০ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্তাধীন আছে। সারাদেশের বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৬৯০টি মামলা/অভিযোগ (৩৮২৬ জনের বিরুদ্ধে) তদন্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্তের অপেক্ষায় মুলতুবি আছে।

তদন্ত সংস্থা বিগত ০১/০৭/১৯ খ্রি. হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ০৭ (সাত) টি মামলায় ৩৯ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেছে, যা বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন আছে।

Completion of 6 days Training program on 'Digital Service Design Lab' For Crime Management & Investigation Szstem (CMIS-1971) Organized by Public Security Division, MoHA. & A2i. (07.11.2019

ইন-হাউজ ট্রেনিং-১৮.১২.২০১৯ খ্রি.

১২.১১.২০১৯ তারিখে তদন্ত সংস্থা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অন-লাইন বেতন বিল দাখিল চাকরিবিধি ও জাতীয় শুদ্ধাচারের উপর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কোভিড-১৯

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় জননিরাপত্তা বিভাগ ও-এর অধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন

জননিরাপত্তা বিভাগ

কোভিড-১৯ মহামারি রোধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.-এর সভাপতিত্বে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় সভা

কোভিড-১৯ মহামারি রোধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি.-এর সভাপতিত্বে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় সভা

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সরকারি সিদ্ধান্তসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জারিকৃত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। করোনা সংক্রমণরোধে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে। এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী, যেমন– ফেস মাস্ক (Surgical Disposable), Disposable Hand Vinyl Gloves, Medical Forehead Infrared, Thermometer (Non-Contact), Head Cover, Savlon Antiseptic Liquid (100Ml), Savlon Anitseptic Liquid (500ml), Eye Protector Glass, Pulse Oximeter, হেক্সিসল, সেভলন, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভ ইত্যাদি ক্রয়পূর্বক প্রত্যেক দপ্তর/অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখায় চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে।

এ বিভাগে বিভিন্ন সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় বাবদ এ পর্যন্ত ১৯ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৮০ টাকা খরচ হয়েছে। ৮ নং ভবনে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রবেশদ্বারে একটি এবং তৃতীয় তলায় সম্মেলন কক্ষের প্রবেশদ্বারে একটিসহ মোট ০২ (দুই) টি Disinfactant Machine স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ব্যয় জননিরাপত্তা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে '৪১১২৩১৬' কোডের অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি খাত হতে নির্বাহ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সচিবালয়ের ৮ নং ভবনে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তরে প্রবেশদ্বারে একটি এবং ৮ নং ভবনের তৃতীয় তলায় সম্মেলন কক্ষের প্রবেশদ্বারে একটি Disinfactant Machine স্থাপন করা হয়েছে।

এ বিভাগের প্রতিটি অফিস কক্ষ প্রতিদিন জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক যন্ত্রের মাধ্যমে নিয়মিত স্প্রে করার কার্যক্রম চলমান। মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষ, করিডোর, বারান্দা, সিড়ি ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বদা নজর রাখা হচ্ছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য কর্মকর্তাদের কক্ষে এবং প্রতি ফ্লোরের সুবিধাজনক স্থানে ইলেকট্রিক ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাদের হাসপাতালে নেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং হাসপাতালে নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে লজিস্টিক সাপোর্ট এবং জরুরি প্রয়োজনে এ বিভাগের সেবা প্রদান অব্যাহত আছে।

জননিরাপত্তা বিভাগের সকল কর্মকর্তার কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানো হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে কর্মচারীগণেরও পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ অধিদপ্তর

কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশের প্রত্যেক সদস্যকে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাস্ক, গ্লাভস, পিপিই, ফেসশিল্ড, ঔষধ, জীবাণুনাশক প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়েছে। পুলিশ অধিদপ্তরে করোনা কন্ট্রোলরুম স্থাপন করে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট হতে আক্রান্ত পুলিশ সদস্য এবং সিভিল স্টাফদের তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা হচ্ছে। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর বিস্তার রোধ, করণীয়, বর্জনীয় ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পুলিশের যাবতীয়

কোভিড-১৯ মহামারিতে বাংলাদেশ পুলিশের দাফনকার্য

কোভিড-১৯ মহামারিতে বাংলাদেশ পুলিশের দাফনকার্য

অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'SOP for Bangladesh Police to Combat Covid-19 Pandemic 2020' বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রস্তুতসহ পুলিশের সকল ইউনিট এবং আইন-শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বাহিনীতে প্রেরণ করা হয়েছে। সংক্রমণ প্রতিরোধে পুলিশ সদস্যদের করণীয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোস্টার ও বুকলেট (পকেট নির্দেশিকা) প্রস্তুতপূর্বক সকল রেঞ্জ/ইউনিটসহ পুলিশ ও সিভিল স্টাফদের সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

করোনা সংক্রমণরোধে হোম-কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে। সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয় থেকে নিয়মিত প্রচার করার ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনাসহ Bangladesh Risk Zone-Based COVID-19 Containment Implemention Strategy/ Guide পুলিশের সকল ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঢাকাস্থ পুলিশ হাসপাতালে ২৫০টি বেড, ১৫টি আইসিইউ, ১৫টি এইচডিইউ, ১২টি হাইফ্লো ন্যাসাল এবং ২টি পিসিআর মেশিনের সহায়তায় প্রতিদিন প্রায় ৫৫০ জনকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। ১৫৫ জন ডাক্তার ও ১৩৮ জন নার্স একাজে নিয়োজিত রয়েছে। এ পর্যন্ত ৬,৫০০ জনকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এ খাতে এ পর্যন্ত বরাদ্দকৃত ৮৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৩ হাজার ৩০০ টাকা হতে চিকিৎসা ও করোনা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

করোনাকালীন সরকার কর্তৃক নির্দেশিত নির্দেশিকাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে র‍্যাব কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে–

(১) মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(২) বিভিন্ন স্থানে জনসমাগম ও চলাচল নিষিদ্ধকরণ এবং সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান।

(৩) জরুরি ঔষধ ও প্রতিষেধকসহ জীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন উপকরণ পরিবহণে সহায়তা।

(৪) মহামারির প্রাদুর্ভাবকবলিত স্থানে সরকারি, বেসরকারি ত্রাণ বিতরণে সহায়তা প্রদান।

(৫) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান।

(৬) বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের চিকিৎসক এবং চিকিৎসাসেবা প্রদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের যাতায়াতের নিরাপদ পরিবহণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৭) মহামারিতে আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণে আইসোলেশন কেন্দ্রসমূহে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সহায়তা প্রদান।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার-এর আওতায় স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে বিজিবির প্রতিটি সদস্য সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। করোনা ভাইরাসসম্পর্কিত সকল স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে বিজিবির ০৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৯৫তম ব্যাচের রিক্রুটদের মৌলিক প্রশিক্ষণ করানো হচ্ছে এবং ৯৬তম ব্যাচের ভর্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এ প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সকল প্রকার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

করোনাভাইরাসের আসন্ন শীতকালীন দ্বিতীয় ঢেউ (Second wave) মোকাবিলায় করোনাআক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় সকল হাসপাতালে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক দিক্-নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন প্রতিনিয়ত তদারকি করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে প্রয়োজন হলে আইসোলেশন/কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কোস্ট গার্ড

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে এ বাহিনীর অধীন এলাকাসমূহে লকডাউন নিশ্চিতকরণ, সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, কোয়ারেন্টিন, সামাজিক দূরত্ব ও মাস্ক পরিধান ইত্যাদি নিশ্চিতকরণ কাজ করে চলেছে। এসকল কার্যক্রমসমূহ তদারকির নিমিত্ত কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ সকল জোনে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়নকরত সার্বক্ষণিক 'মনিটরিং ও সমন্বয়' সেল খোলা রাখা হইয়েছে। কোস্ট গার্ড কর্তৃক উপকূলবর্তী (ঢাকা, মংলা, চট্রগ্রাম ও ভোলা) এলাকায় গরিব, দুস্থ ও জেলে প্রায় ৫ হাজার পরিবারের মাঝে স্যানিটাইজার এবং মাস্ক বিতরণসহ প্রায় ৩,০০০ পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে। ভোলা অঞ্চলের আংটিহারা এলাকায় ভারত হতে আগত নৌযান ও যাত্রীসমূহকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকরত দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে প্রবেশের ছাড়পত্র প্রদানে সহায়তা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জাহাজ, স্টেশন-আউটপোস্টের পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গত ১২ এপ্রিল ২০২০ হতে ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত চেকপয়েন্ট স্থাপনকরত দেশের বিভিন্ন স্থানে নৌ পথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনা এবং 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার'-এর আওতায় মাঠে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে কোস্ট গার্ড ২৩টি জাহাজ, শতাধিক বোট, ৫৪টি স্টেশান-আউটপোস্ট ও ০৭টি অস্থায়ী ক্যাম্প (জাটকা নিধন অভিযান উপলক্ষ্যে স্থাপিত) হতে টহল পরিচালনা করা হচ্ছে। নৌ পথে জনসাধারণের চলাচল বন্ধের জন্য ০৩টি কোস্ট গার্ড জাহাজ (বিসিজিএস স্বাধীন বাংলা, বিসিজিএস তানভীর এবং বিসিজিএস রাঙ্গামাটি) জাহাজ যথাক্রমে চাঁদপুর, গজারিয়া এবং মোহনপুর চেকপয়েন্টে মোতায়েনসহ এ বাহিনীর বোট ও ভাড়াকৃত বোট দিয়েও টহল পরিচালনা করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের এপিপিতে ৩ কোটি ১০ লক্ষ বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৮০ টাকা এ যাবৎ ব্যয় হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক করোনাকালীন চিকিৎসা সহায়তা

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক করোনাকালীন গরিব, দুঃস্থ ও জেলেদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

করোনাভাইরাস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে লিফলেট বিতরণ, মাইকিং প্রভৃতি সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনাসহ সারাদেশে জনগণের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোভস, স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধানকাটা মৌসুমে সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে হাওড় অঞ্চলে ভিডিপি সদস্যদেরকে অনুপ্রাণিত করে গরিব কৃষকদের ধানকাটার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের এই বিরাজমান পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে যাতে খাদ্য সংকট তৈরি না হয় সেজন্য (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনার অন্তর্গত) এ বাহিনী কৃষিজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃষিকাজ বজায় রাখার জন্য উদ্‌বুদ্ধকরণসহ কৃষিক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি অবগত করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে জনগণ ও যানবাহন চলাচল সীমিত করে শুধু জরুরি পরিষেবা, খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ (চিকিৎসা) সরবরাহ নিয়মিত রাখার জন্য যানবাহন চলাচলে মাঠ প্রশাসন, সেনাবাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহযোগীতা করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকাসহ এ বাহিনী হতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী বাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। করোনাভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত সদস্যদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান, করোনাসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের জন্য ০৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের সামাজিক সংক্রমণরোধে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪২টি ব্যাটালিয়ন সদরসহ কিছু জেলাতে (যেখানে সুবিধাজনক স্থান রয়েছে সেখানে) 'আইসোলেশন সেল' গঠন করা হয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক কোভিড-১৯ আক্রান্ত বাড়িসমূহ চিহ্নিত করে স্থানীয় জনগনকে সতর্ককরণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জনগণ ও যানবাহন চলাচল সীমিতকরণ, ত্রাণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রমে মাঠ প্রশাসনেকে সহযোগীতা প্রদান করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস মোকাবিলা

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিনটি অঙ্গ যথা : আনসার বাহিনী যা সাধারণ আনসার ও অঙ্গীভূত আনসার নিয়ে গঠিত, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল বা ভিডিপি এবং ০১টি গার্ড ব্যাটালিয়ন ও ০২টি মহিলা ব্যাটালিয়নসহ ৪২টি আনসার ব্যাটালিয়ন সকলেই দেশের চলমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের নির্দেশে জননিরাপত্তা বিভাগের অংশ হিসাবে প্রি-প্যানডেমিক অবস্থা থেকেই সারা বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে নিজ নিজ এলাকায় নিরলস দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

করোনাভাইরাস সম্পর্কে জনগণকে সচেতনতা সৃষ্টি

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল ইউনিট কমান্ডারগণ মহাপরিচালক কর্তৃক লিফলেট বিতরণ, মাইকিং প্রভৃতি সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবিলায় এ বাহিনীর ১,৪৭,৬০০ (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত) জন দুস্থ-অসহায় ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যাকে ৪৪০/- টাকা হারে সর্বমোট ৬,৪৯,৪৪,০০০/- (ছয় কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকার ত্রাণ সামগ্রী চাল, ডাল, তৈল, আলু, পিঁয়াজ, সাবান ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ লকডাউন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণে ম্যাজিস্ট্রেট-এর অধীনে আনসার সদস্য কাজ করছেন

করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও-এর সমাধান

বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ :

(১) করোনাভাইরাস প্রাথমিক প্রাদুর্ভাবে আক্রান্ত এলাকা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে লাল পতাকা ব্যবহার করতে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে;

(২) রাস্তাঘাট, হাট বাজার ও বিভিন্ন যানবাহনে সাধারণ জনগণ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছে না; এবং

(৩) নিয়ম অনুযায়ী মাস্ক পরিধান করছে না।

সমাধান :

ক। স্থানীয় প্রশাসন, জনগণ ও পরিবারের সদস্যদেরকে মোটিভেশনের মাধ্যমে লাল পতাকা উত্তোলনের কাজ সমাধান করা হয়েছে;

খ। জনগণ যেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে, সে বিষয়ে তাদেরকে সচেতন ও উদ্‌বুদ্ধ করার কার্যক্রম চলমান;

গ। করোনাভাইরাসের বিষয়ে জনগণকে নিয়মিত সচেতন করে তাদেরকে মাস্ক পরিধানে উদ্‌বুদ্ধ করা হচ্ছে; এবং

ঘ। বিভিন্ন জেলাতে আনসার ও ভিডিপির অফিস সংলগ্ন এলাকায় জনগণের হাত ধোয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যেনো জনগণ পথ চলতে চলতে হাত, মুখ জীবাণুমুক্ত করতে পারে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

(১) শীতকালীন কোভিড-১৯-এর '২য় ঢেউ (2nd Wave)' পর্যবেক্ষণপূর্বক ত্রাণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য সকল জনসেবামূলক কার্যক্রম জোরদার করা হবে;

(২) সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য টহল কার্যক্রমসহ সচেতনতা তৈরির প্রচারনা অব্যাহত থাকবে;

(৩) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি বিতরণ করা হবে;

(৪) কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত/সন্দেহভাজন ব্যক্তির আইসোলেশনের জন্য কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে; এবং

(৫) আনসার সদস্যগণ ছুটি থেকে ফেরার পর কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস পরিধান নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তদন্ত সংস্থায় সাক্ষী, অতিথি কিংবা দর্শনার্থীদের প্রবেশে মাস্ক বাধ্যতামূলক করে সরকারের 'মাস্ক পরিধান করুন, সেবা নিন/ Wear Mask, Get Service' নীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং অফিসের সামনে দৃশ্যমান স্থানে এইসংক্রান্ত ব্যানার টানানো আছে। প্রবেশ পথে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, স্যানিটাইজেশন বাধ্যতামূলক এবং ট্রে-এর উপর স্যানিটাইজেশন দিয়ে জুতার জীবাণুমুক্ত করে অফিসে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অফিসে আগত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য থার্মোস্টেট পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী অসুস্থবোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ, প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কোভিড-১৯-এর প্রতিরোধে গৃহীত সকল ব্যবস্থার ব্যয় তদন্ত সংস্থার বাজেট হতে প্রায় ১ লক্ষ ৫ হাজার ২৫২ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার

Disinfection Chamber স্থাপনের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের জীবাণুমুক্ত প্রবেশ কার্যক্রম গ্রহণ করাসহ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মধ্যে হ্যান্ড স্যানেটাইজার এবং Mask (মাস্ক) বিতরণসহ Bulk SMS-এর মাধ্যমে কোভিড-১৯সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনাসমূহ প্রেরণের মাধ্যমে সকল স্বাস্থ্য কর্মী ও জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে।

ইমিগ্রেশন অথরিটি এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরসমূহের সহায়তায় বিদেশ থেকে আগত প্রায় ৭ লক্ষ ব্যক্তির অবস্থান শনাক্ত করে তার তালিকা জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন উক্ত ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইনসহ কোভিড সংক্রমণ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সহজ হয়েছে। বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের গমনাগমনের ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করে প্রাপ্ত তথ্য পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য a2iকে প্রেরণ করা হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য বিভাগ হতে সংগৃহীত কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীদের তথ্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় ত্রাণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৭৩ লক্ষ উপকার ভোগীর NID তথ্য যাচাইপূর্বক সঠিক তালিকা প্রণয়ন করা হয় যার ভিত্তিতে অর্থ বিভাগ প্রতি উপকারভোগীকে ২ হাজার ৫ শত হারে অর্থ বিতরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পেজ, গ্রুপ ও করোনাবিষয়ক ব্যক্তিগত পোস্ট নিরীক্ষণপূর্বক ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্য রোধ করা হচ্ছে।

বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

করোনাভাইরাস প্রাথমিক প্রাদুর্ভাবে আক্রান্ত এলাকা চিহ্নিতকরণ ও লাল পতাকা ব্যবহারে বাঁধা, রাস্তাঘাট, হাটবাজার ও বিভিন্ন যানবাহনে সাধারণ জনগণ সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখা, নিয়ম অনুযায়ী মাস্ক পরিধান না করা ইত্যাদি।

সমাধান

স্থানীয় প্রশাসন, জনগণ ও পরিবারের সদস্যদেরকে মোটিভেশনের মাধ্যমে লাল পতাকা উত্তোলনের কাজ সমাধান করা হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক পরিধানকারীর বিষয়ে জনগণকে সচেতন ও উদ্‌বুদ্ধ করার কার্যক্রম চলমান।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

কোভিড-১৯-এর '২য় ঢেউ (2nd Wave)' পর্যবেক্ষণপূর্বক ত্রাণ কার্যক্রমসহ অধিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ভবিষ্যতে এই মহামারি মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত যাবতীয় পদক্ষেপ এবং নির্দেশনাবলি যথাযতভাবে পালন করা হবে।